দ্বিতীয় অধ্যায়

মাটি ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামক পুস্তিকার খণ্ডন

মাওঃ আহছান উল্লাহ্ লিখিত

আমরা 'বিবেকের দুয়ারে হানি আঘাত' এর প্রারম্ভে 'কী লিখতে চাই' মুখবন্ধে পর পর তিন জন লিখকের মিথ্যাচারিতা ও কপটতায় পূর্ণ তিনটি চটি পুস্তিকার বিষয়ে সর্ব সাধারণ ধর্মপ্রাণ ও বিবেকবান মুসলিম মিল্লাতের বিবেকের আদালতে পেশ করার অঙ্গীকার করেছিলাম। ইতোমধ্যে দিনাজপুর নিবাসী লা-মাযহাবী জনৈক জিল্লুর রহমান নদভীর পুস্তিকা 'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে -একটি বিদআতী প্রথা মিলাদ' এর উপর সারগর্ভ আলোচনা বাংলাভাষী মুসলিম মিল্লাতের বিবেকের আদালতে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি। মুখবন্ধে উল্লিখিত দুই নং পুস্তিকা 'সুন্নী নামের অন্তরালে' যেহেতু দেওবন্দীদের লেখা এবং এ ধরণের আরও দু'একটি লেখা আমার সামনে রয়েছে সবগুলো একই সাথে খন্ডনের প্রয়াস পাব ইন্শা আল্লাহ। এক্ষণে জনৈক মাওলানা আহছান উল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত 'মাটি ও হযরত মুহাম্মদ সঃ' নামক মিথ্যাচার দিয়ে শুরু ও কপটতা দিয়ে ইতিটানা ৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত চটি পুস্তিকাটির তথাকথিত যুক্তি ও তথ্যগুলো মুসলিম মিল্লাতের বিবেকের আদালতে পেশ করায় ব্রত হলাম।

সরলতার অন্তরালে

লিখক তাঁর পুস্তিকার সর্বশেষ পৃষ্ঠায় দেশের সকল ওলামায়ে কেরামদের কাছে একটি আবেদন করেছেন যে, তাঁর দল কোন ফেরেশ্তাদের দল নয়। মানুষেরই সমন্বয়ে গঠিত একটি দল। অতএব মানুষ হিসেবে তাঁদের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই তাঁরা সংশোধনের দ্বার সদা উন্মুক্ত রেখেছেন। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্মানিত ওলামায়ে কেরামদের দৃষ্টিগোচর হলে 'ইখলাছ'র সাথে ধরিয়ে দিলে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন।

অথচ, পুস্তিকার প্রথমেই 'পেশ কালাম' শিরোনামে ইখলাছের সাথে তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিতকারী ওলামায়ে দ্বীনের বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন' বলে অপবাদ দিয়েছেন। এমন কি পুস্তিকার ২ নং পৃষ্ঠায় দ্বীন ও মিল্লাতের অতন্দ্র প্রহরি ও অকৃত্রিম বন্ধু এ সকল ওলামায়ে কেরামকে 'সঙ্কীর্ণমনা ওলামা' বলে অপবাদ দিয়েছেন। মুসিলম জাগরণের কবি কলন্দরে লাহোরী এদেরই বলেছেন- وفانما جفاكار মানে 'সরলতায় গরল'।

শুরুতেই মিথ্যাচার-১

লিখকের লিখার মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পুস্তিকার প্রারম্ভে কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির অভিমত পেশ করা একটি চিরাচরিত নিয়ম। এ প্রসঙ্গে আপনার প্রথম অভিমত দাতা তথাকথিত 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের ইমাম নেছারুল হক সাহেব প্রথমে ছিলেন একজন কট্টর দেওবন্দী। পরে আশেকে রসূল সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা আলকাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর হাতে কপটতাপূর্ণ তাওবা করে সেজেছেন কট্টর সুন্নী। গরু-মহিষ নিয়ে মাইজভান্ডার দরবারেও গিয়েছেন। এখন রঙ পরিবর্তন করে জামায়াতে ইসলামীতে ভিড়েছেন। খাতেমাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। এ ধরণের জ্ঞানপাপী সুবিধাবাদি ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যাচারিতা একান্তই স্বাভাবিক। আহছানুল্লাহ্ সাহেব তারই অভিমত নকল করেছেন-

"বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক বলে বেড়াচ্ছে যে, রসূলকে মানুষ বলা কাফিরদের কথা। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয়।"

মাওলানা সাহেব, আপনি আপনার বিজ্ঞ মুহাদ্দিসের দ্বারা সত্যি সত্যি প্রমাণ করতে পারবেন 'রসূলকে মানুষ বলা কাফিরদের কথা' এ উক্তি কাদের এবং কারা বলে বেড়াচ্ছে? প্রমাণ করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, জেনে রাখুন, আহলে হক সুন্নী ওলামায়ে কেরাম বলেছেন- "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মত মানুষ বলা কাফিরদের কথা।" বিশ্বাস না হয় তো পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দেখুন-

قَالُوْا ان انتم اِلّا بشر مثلنا ـ ابراهيم ايه ١٠

অর্থাৎ: "কওমে নূহ, কওমে আদ ও কওমে সামূদের কাফির-মুশরিকগণ বলল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ।"*

ما نراك الا بشرا مثلنا ـ هود، ٢٧

অর্থাৎ: "কওমে নূহের কাফির নেতারা তাঁকে সম্বোধন করে বলল, আমরা তোমাকে তো আমাদের মতই মানুষ দেখছি"।**

ما هذا الا بشر مثلكم ـ مومنون، ٢٤، ٣٣

"নূহ সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে বলল, এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ।"***

قالوا ما انتم الا بشر مثلنا ـ يٰسٓين، ١٥

অর্থাৎ: "জনপদের অধিবাসীরা নবীদের সম্বোধন করে বলল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। ****

---

* সূরা ইব্রাহীম, আয়াত- ১০, ** সূরা হূদ, আয়াত- ২৭

*** সূরা মুমিনূন, আয়াত- ২৪-৩৩, **** সূরা য়া-সীন, আয়াত-১৫

আহ্ছানুল্লাহ্ সাহেবরা, দেখতেই পাচ্ছেন- উদ্ধৃত আয়াতে কারীমাহ্গুলোতে بَشَر শব্দের সাথে সাথেمِثْلُنَاও مِثْلُكُمْ কথাটি যুক্ত রয়েছে। আর এ সবই কাফিরদের উক্তি বলে পবিত্র কোরআনে বিবৃত হয়েছে। তাই সুন্নী ওলামায়ে কেরাম মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণের জন্যই বলেছেন, রসূলদেরকে 'আমাদের মত' মানুষ বলা কাফিরদেরই উক্তি।

সুন্নী ওলামায়ে কেরাম মহা সম্মানিত নবী-রসূলদের 'মানুষ' হিসেবেই জানে ও মানে। সৃষ্টিজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাওয়ার অন্যতম কারণতো এটাও যে যুগে যুগে মানবতার শ্রেষ্ঠতম ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সোপান নির্ভুল ও নিষ্কলুষ আদর্শের মূর্ত প্রতীক নবী-রসূলগণ সর্বোপরি সৃষ্টির মূল সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবকুলেই ধরাধামে তাশরীফ এনেছেন। অতএব, সুন্নী-ওলামায়ে কেরাম রসূলকে 'মানুষ রসূল' জানা ও মানাকেই ঈমান মনে করে, তবে রসূলকে 'আমাদের মত সাধারণ মানুষ' বলা কাফেরদের উক্তি হিসেবেই গণ্য করে। এটাই পবিত্র কোরআনের বর্ণনা। ফায়সালা ইখলাছের সাথে করুন, এ অজ্ঞতা কি আহ্লে হক সুন্নী ওলামায়ে কেরামের? না আপনার সাইফুল বাংলা শায়খুল হাদীস সাহেবের ?

শুরুতেই মিথ্যাচার-২

পুস্তিকার দ্বিতীয় অভিমত দাতা লিখকের ভাষায় প্রখ্যাত ওয়ায়েজ, মুজাহেদে আজম, সিংহ পুরুষ, পীরে কামেল আলহাজ্ব মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ আযাদ সাহেবের।

অভিমত দাতার বক্তব্য হচ্ছে- "বিজ্ঞ লেখক মুহাম্মদ সঃ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে এক শ্রেণীর কান্ডজ্ঞানহীন আলেম নামধারী লোকদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি তুলে ধরে অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে উক্ত বিভ্রান্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন।"

লিখক মাওলানা আযাদ সাহেবকে যত খুশী আলক্বাব-এ ভূষিত আর অভিধায় আখ্যায়িত করুণ তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু তিনি যে স্ববিরোধিতার শক্ত ফাঁদে আটকে পড়া ক্লান্ত, শ্রান্ত একজন পরাজিত সৈনিক, তা কি অস্বীকার করতে পারবেন ? তাঁর উদাহরণ হচ্ছে كَسِنَّوْرٍ مغلوب يصول علَى الْكَلْبِ মানে কোন পাকা শিকারী কুকুরের কাছে পরাজিত বিড়ালটি যেমন শেষ রক্ষার আশায় কুকুরকে আঘাত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায় তার চাইতেও করুণ।

পুস্তিকার লিখক যাই করুন অন্তত: প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আযাদ তনয় ফানাফিল্লাহ্ বিন আযাদ তার সম্মানিত পিতার নামে স্ববিরোধী অভিমতটি সংযুক্ত না করলেই সুন্দর হত।

দেখুন, আযাদ সাহেব একজন যুগশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব গারাঙ্গিয়ার বড় হুজূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র তরীক্বতের দীক্ষা নিয়ে সাধনা করে খেলাফত প্রাপ্ত হলেন। পরবর্তীতে ইসলামী আন্দোলনের নামে তরীক্বতকে বহুমূত্র রোগীর বর্জনযোগ্য চিনি এবং পীর-মুরীদীকে ইসলামপূর্ব যুগের জাহিলিয়্যাতপূর্ণ শির্ক আখ্যাদানকারী, নির্বিচারে তরীক্বতের পরিভাষায় পীর, অলী, গাউস, কুতুব, আবদালদের হিন্দু-মুশরিকদের দেব-দেবী, অবতার এর সাথে তুলনাকারী মওদূদী সাহেব প্রবর্তিত জামায়াতে ইসলামীতে যুক্ত হয়ে প্রথম স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হলেন। কারণ, তিনিই তাঁর রচিত 'আঁছু কা দরিয়া' নামক কবিতাগুচ্ছে স্বীয় পীর ও মুর্শেদ গারাঙ্গিয়ার বড় হুজূর রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যেসব অভিধায় ভূষিত করেছেন তা হচ্ছে- নূরে চশমে আউলিয়া, শময়ে বযমে আসফিয়া, তাজে ফখরে আযকিয়া, পীরে পীরানে মগাঁ, শাহে শাহানে যমাঁ, কুতুব, কুতুবে এরশাদ ইত্যাদি। এমনকি বর্তমান যুগের 'গাউসে আযম'ও বলেছেন; যা কিনা জামায়াত নেতা সাঈদী সাহেবের 'কেতাবত' এবং 'খেতাবত' এ শির্ক হিসেবেই সাব্যস্ত। আমরা জানিনা আযাদ সাহেবের খা-তেমা তরীক্বত পীর-মুরীদীর উপর হয়েছে, না মওদূদী মতবাদের উপর হয়েছে। উভয়ের সমন্বয় সম্ভব নয়। কারণ বৈপরিত্য নির্মল আকাশে পূর্ণিমা শশীর চাইতেও সুস্পষ্ট।

এক্ষণে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক বরং দুঃখজনক যে বিষয় হল মুসলমান নবী-প্রেমিকদের কাছে একটি অতি স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত বিষয় পবিত্র কোরআনে যে বাক্যকে সর্বযুগে কাফির-মুশরিকদের ঘৃণিত উক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ- 'রসূল আমাদেরই মত একজন সাধারণ মাটির মানুষ' প্রমাণের জন্য লিখিত মুসলিম মিল্লাতের কাছে এক অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত পুস্তিকা 'মাটি ও হযরত মুহাম্মদ সঃ' এর প্রশংসায় ছিদ্দীক আহমদ আযাদ সাহেবের মত একজন স্ববিরোধী ব্যক্তির অভিমত সংযোজন করা। অভিমতে তিনি মিল্লাতে ইসলামিয়ার একান্ত আপনজন সুন্নী ওলামায়ে কেরামকে 'এক শ্রেণীর কান্ডজ্ঞানহীন আলেম নামধারী' বলে কটুক্তি করেছেন। যাঁরা প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে একজন ইনসান-এ কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ তথা সৃষ্টির সেরা মানবকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ, অনুপম, অতুলনীয় ও নূরানী মানুষ হিসেবে জানে ও

মানে।

সুধী পাঠক, ইনসাফ ও বিবেকের প্রদীপ জ্বেলে একটু অবলোকন করুণ এ বিষয়ে আযাদ সাহেব কী লিখেছেন- আবার অভিমত কোথায় দিয়েছেন। তিনি তাঁর উপরে উল্লিখিত কবিতাগুচ্ছে 'বিজলী' অংশে 'মৌজ' শিরোনামে লিখেছেন-

نبی ذاتی نور ہے اللہ کے- مدارج میں محدث دھلوی کے
مراد اس سے ذات کا ٹکڑا نہیں- مراد اس سے نور خاصی توضیح

অর্থাৎ: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ্ পাকের 'জাতী নূর'। বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সর্বজন গৃহিত সীরাত গ্রন্থ 'মাদারিজুন্ নুবুওয়্যত' -এ কথা উল্লেখ করেছেন।

২. নবী আল্লাহর জাতী নূর এর অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর স্বত্ত্বার অংশ। বরং এর বিশুদ্ধ মর্ম হচ্ছে তিনি আল্লাহর এক বিশেষ নূর।

তিনি আরেক জায়গায় লিখেছেন-

حشر میں لوگ دیکھیں گے نبی جی - خدا کی ذات کی بس ایک تجلّی

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে প্রিয়নবীকে সবাই মহান আল্লাহর এক উজ্জ্বল কিরণ (তাজাল্লী) হিসেবেই দেখতে পাবে।

সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা,

আমরা তাঁর এ ধরণের উক্তিগুলো যথাস্থানে পেশ করে যাব ইনশা আল্লাহ। এক্ষণে আহছানুল্লাহ্ সাহেবকে অনুরোধ করি, আপনার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক গোলাম আযম, ফানাফিল্লাহদের নিয়ে আযাদ সাহেবের মাযারে গিয়ে জেনে আসুন, কোনটা মানবেন? মাটি বলা কিম্বা জাতী নূর মাটি প্রমাণের বইতে তার অভিমত আসতে পারেনা। কারণ, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূর বলেছেন ও প্রমাণ করেছেন। এমন কি তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টিতে অতুলনীয় বলেছেন। দেখুন- উনি কী লিখেছেন ঃ

کوئی خلقت میں ہمسر ہی نہیں ہے- امام الاوّلین والآخرین ہے

মানে উনিই (রসূলই) পূর্বাপর সকলের ইমাম সৃষ্টিজগতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

এখন রসূলকে আমাদের মত সাধারণ মাটির মানুষ প্রমাণের পক্ষে আযাদ সাহেবের অভিমত? বিশ্বাস হয় না। যদি বলেন- তার এ সব আকীদা বিশ্বাস জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেয়ার পূর্বের, মওদূদী জামায়াতে যুক্ত হবার পর উনি মত পাল্টে ফেলেছেন। তা হলে তো ভাই 'কান্ডজ্ঞানহীন আলেম নামধারী' উনি নিজেই। যিনি একই সাথে বিপরীতমুখী দু'টি নীতি অবলম্বন

করে গেছেন। আদালতের কাটগড়ায় কি তার অভিমত গ্রহণযোগ্য হবে? বিচারের ভার বিবেকবানদের জিম্মায়।

প্রসঙ্গঃ 'মাটির মানুষ'

এ শিরোনামে 'মাটি' পুস্তিকার লিখক তাঁর শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের লিখা 'সীরাতুন্নবী (স:) সংকলন' বই এর কয়েকটি বিতর্কিত বক্তব্যের ওপর সত্যাশ্রয়ী ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে আরোপিত সঙ্গত কিছু আপত্তির অপনোদনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

অভিযোগের প্রেক্ষিত হচ্ছে, গোলাম আযম সাহেব উক্ত পুস্তিকার ১১নং পৃষ্ঠায় 'ইসলামে নবীর মর্যাদা' শিরোনামে সূরা কাহাফ শরীফের ১১০নং আয়াতের মনগড়া অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আয়াত হচ্ছে-

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ...

তিনি লিখেছেন- অর্থাৎ "হে নবী আপনি বলে দিন আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। শুধু একটি বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে আলাদা। আমার কাছে ওহী আসে তোমাদের কাছে আসে না। আমি আল্লাহর কাছ থেকে নির্ভুল জ্ঞান পাই, তোমরা তা পাও না।"

ব্যাখ্যা স্বরূপ মন্তব্য করলেন- "সুতরাং নবীর পজিশন অতি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, তিনি মাটির মানুষ, তিনি ফেরেশতা বা জ্বীন নন। মানুষের নেতা ও আদর্শ হিসেবে তাঁকে মানবরূপেই পাঠানো হয়েছে।"

গোলাম আযম সাহেব একটা অভিযোগও উত্থাপন করলেন এভাবে- রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাটির মানুষ ছিলেন বলে কতেক লোক স্বীকার করতে চান না। তাদের ধারণা যে, তিনি নূরের তৈরী। আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ফেরেশতা হলো নূরের তৈরী, জ্বীন হলো নার বা আগুনের তৈরী এবং মানুষ মাটির তৈরী।

বিবেকবানরা, লক্ষ্য করুন- প্রথমত: আয়াতে পাকের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদে "শুধু একটি বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে আলাদা" এ বাক্যটি আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত নয়, আয়াত থেকে উৎসরিতও নয়। ব্যাখ্যাংশে তার মন্তব্য "সুতরাং নবীর পজিশন অতি পরিষ্কার... তিনি মাটির মানুষ" তার এ কথা যুগ যুগ ধরে লালিত ধারণার বহি:প্রকাশ মাত্র, বাস্তব নয়।

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর দলিল সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন না করে নিজের ধারণাকে বাস্তব প্রমাণ করতে তিনি যে দলিল প্রমাণ পেশ করেছেন সেগুলো কোরআন পাকের কিছু মুহকাম আয়াত ও হাদীসে রসূলের সাথে দ্বন্দ্ব

হয় বিধায়, গ্রহণযোগ্য নয়।

রসূল মানুষই নি:সন্দেহে। তবে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন? নাকি নূরের তৈরী মানুষ ছিলেন তা যথাস্থানে আলোচনা হবে। এখানে আহছান উল্লাহ সাহেবের পেতে রাখা মাকড়সার জাল সদৃশ দু'তিনটি প্রতারণার ফাঁদ ছিন্ন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

ফাঁদ-১ ঃ 'মাটি' প্রণেতা আহছান উল্লাহ সাহেব অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের উক্তি 'নবী মাটির মানুষ' এর সমর্থনে তার ভাষায় সম্মানিত পাঠকবর্গের বিবেচনার লক্ষ্যে সুন্নী বুযুর্গদের কিছু মতামত পেশ করেছেন।

সর্বপ্রথম যাঁর উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে- তিনি হচ্ছেন ইলমে লাদুন্নীর বাস্তব নিদর্শন, জাহেরী ওস্তাদ ছাড়াই যিনি মুসলিম মিল্লাতের সামনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণনা সমৃদ্ধ গোটা মুসলিম দুনিয়ার অদ্বিতীয়-অপ্রতিদ্বন্দ্বী ত্রিশপারা সম্বলিত দরূদ শরীফ এর কিতাব **محيّر العقول فی بيان اوصاف عقل العقول الفحول المسمی بمجموعة صلوٰت الرسول فی صلواته وسلامه** ﷺ এর প্রণেতা কুতবে দাওরাঁ, খাজায়ে খাজেগাঁ আবদুর রহমান চৌহর্‌ভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এ মহান বরকতমন্ডিত কিতাবের প্রথম পারা **الجزء الاول فی نوره و ظهوره** অর্থাৎ "প্রিয় নবীর 'নূর' ও 'আবির্ভাব' এর বর্ণনা" শিরোনামে বর্ণিত দরূদ শরীফসমূহ থেকে একটি অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন- **...وخلق الله حبيبه من الطينة التی هی قلب الارض(ج ١ : ص٢٧)** এতে করে 'মাটি'র লিখক আহছান উল্লাহ সাহেব বোঝাতে চাচ্ছেন যে, খাজা চৌহর্‌ভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নবীকে **من الطينة** অর্থাৎ মাটি থেকে সৃষ্টি বলেছেন। অতএব গোলাম আযম সাহেব "নবী মাটির মানুষ" বলেছেন দোষের কী হয়েছে?

সত্যানুসন্ধানী মুসলিম মিল্লাতের বিবেচনার জন্যে বলছি, দেখুন- আহছান উল্লাহ সাহেব এখানে একই সাথে কয়টি খেয়ানত করেছেন।

এক. এ অংশের শিরোনামটি তিনি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে জেনে শুনে উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে উল্লেখ করেননি। আপনারা লক্ষ্য করেছেন শিরোনাম হচ্ছে **فِیْ نُوْرِه و ظُهُوْرِه** অর্থাৎ "প্রিয় নবীর 'নূর' হিসেবে আবির্ভাবের বর্ণনায়।" বোঝা গেল **من الطينة** শব্দ থেকে হযরত খাজা চৌহর্‌ভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাটি' মোরাদ নেন নি বরং 'নূর' মোরাদ নিয়েছেন। অতএব, মূল প্রণেতার উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে আহছানুল্লাহ সাহেব জঘণ্যতম খেয়ানত করেছেন, খাজা চৌহর্‌ভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ

দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গীবত করে এক মারাত্মক পাপ করেছেন, যা কেবল তাওবা করলেও ক্ষমাযোগ্য নয়।

দুই. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য তাকে যে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন তাকে আল্লাহর অনেক বড় ইহসান বলে উল্লেখ করেছেন। **خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ** । মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় রয়েছে প্রাচুর্যের সমাহার। আর পৃথিবীর সবচে' প্রাচুর্যময় ভাষা হচ্ছে আরবী। আরবী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলে প্রয়োজন প্রথমত: ব্যবহারকারীর বাচনভঙ্গী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি, জানতে হবে যে, যার জন্য শব্দটি প্রয়োগ হল তার মর্যাদাগত অবস্থান। এক কথায় স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া পূর্বশর্ত।

হযরত খাজা চৌহর্‌ভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি **الطينة** শব্দটি প্রিয় রসূলের শানে ব্যবহার করার সময় অবচেতন ছিলেন না। বিশেষত তিনি ইলমে লাদুন্নীসমৃদ্ধ বিধায়, ভাল করেই জানতেন যে, মুসলিম সমাজে আহছানুল্লাহ্ সাহেবদের মত কিছু কপট লোক আছেন যারা দিন-দুপুরে পুকুর চুরি করেও আলখেল্লা পরে ইসলামের শ্লোগান দিয়ে সমাজে ভাল মানুষ সেজে বিচরণ করবে।

তাই তিনি এতদ সংক্রান্ত দরূদ শরীফসমূহতে **الطينة** দ্বারা সরাসরি মাটির অংশ না বোঝাতে শব্দটিকে **الطينة الشهيرة وهی بيضآء منيرة** অর্থাৎ প্রসিদ্ধ টুকরো যা অতীব আলো দানকারী শুভ্র **القطعة البيضآء** এবং **الطينة البيضاء** মানে শুভ্র টুকরো, **قلب الارض** যমিনের হৃদপিণ্ড, **ضيائها - منآئها - نورها - بهائها** অর্থাৎ যমিনের আলো, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন।

এক কথায় এখানে প্রিয় নবীর দেহ মুবারক সৃষ্টির উপাদান সরাসরি 'মাটি' বোঝানো হয়নি। বরং মহান বরকতমন্ডিত বিশেষ নূরের টুকরো বা অংশকে বোঝানো হয়েছে যা পূর্ব থেকেই প্রিয় নবীজীর রওজা মোবারক তথা সুনির্দিষ্টভাবে কবর শরীফের স্থানে সংরক্ষিত ছিল।

'মাজমুআ-এ সালাওয়াতুর রসূল' শরীফের ৫ম পারা তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত একটি দরূদ শরীফ পড়ুন, বুঝতে পারবেন হযরত খাজা চৌহর্‌ভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রিয় নবীকে নূরের তৈরী মানতেন নাকি মাটির তৈরী মানতেন।

وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ كَوَّنَهُ اللّٰهُ مِنْ نُوْرِهِ الْمُبِيْنِ وَاٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ

"দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের মহান মুনীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ঔজ্জ্বল নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

লক্ষ্য করুন, খাজা চৌহর্‌ভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যেখানে সুস্পষ্টভাবে **كَوَّنَهُ**

اَللّٰهُ مِنْ نُوْرِهِ الْمُبِيْن অর্থাৎ রসূলে আকরম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তায়ালা নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন বললেন- সেখানে তাঁর নামে নবী মাটির সৃষ্টি বলে উল্লেখ করা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার নয় কী?

ফাঁদ-২ ঃ উপ মহাদেশে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁ ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন এক ব্যক্তিত্বের নাম, সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে কওম ও মিল্লাতের কল্যাণে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। যাঁর সময়োচিত লিখনী বাতিল শত্রুদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। প্রিয় নবীর গুণগানেই যাঁর জীবন ছিল উৎসর্গিত। বিশ্ববাসীর সামনে নবীকুল সম্রাট সম্পর্কে যাঁর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

سب سے اولیٰ واعلیٰ ہمارا نبی ﷺ - سب سے بالا و والا ہمارا نبی ﷺ

প্রিয়নবীর দরবারে যাঁর ইখলাছপূর্ণ নিবেদন-

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا - تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا

সেই ইমাম আহমদ রেজা খাঁ আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর উক্তি দিয়ে আহছান উল্লাহ্ সাহেবরা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন 'নবী মাটির মানুষ'। মজার কথাই বটে।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বয়ং ১.সেলাতুচ্ছফা ফী নূরিল মুস্তফা ২. নাফীঊল ফাই আম্মান ইস্তানারা বি নূরিহী কুল্লু শাই,৩.ক্বমরুত্ তামাম ফী নফয়িয্ যিল্লে আন্ সায়্যিদিল আনাম, ৪. হুদাল হায়রান ফী নফ্য়িল ফাইয়ে আন্ সায়্যিদিল আক্বওয়ান, নামে চার চারটি অকাট্য দলিল ভিত্তিক কিতাব লিখে প্রমাণ করেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন নূরের সৃষ্টি নূরানী মানুষ। এ কারণে নবীজীর দেহের ছায়া ছিল না, মানে তিনি ছিলেন ছায়াহীন কায়ার অধিকারী।

'ফাতাওয়া-এ-আফ্রিকা' হচ্ছে প্রশ্নোত্তর সম্বলিত একটা কিতাব। এখানে ৬৩নং প্রশ্নে জনৈক ব্যক্তি জানতে চেয়েছেন- মানুষ যখন মায়ের উদরে জন্ম নেয় তখন ফেরেশ্‌তা কর্তৃক তার নাভিতে তারই কবরের কিছু মাটি ছিঁটিয়ে দেয়া হয়; যেখানে সে মৃত্যুর পর দাফন হয়। এতে প্রশ্নকারী বলতে চেয়েছে- গোপনে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করে কখন কোন সহবাসের কোন বীর্যফোঁটা দ্বারা বাচ্চা সৃষ্টি হচ্ছে ফেরেশ্‌তা জানবে কী করে?

উত্তরে আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন- এটা মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত ফেরেশ্‌তাদের দ্বারাই হয়। প্রমাণ স্বরূপ তিনি সূরা ত্ব-হা শরীফের ৫৫নং আয়াতে করীমা **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى** পেশ করেন। ব্যাখ্যাস্বরূপ সহীহ তিরমীযি শরীফ,

খতীবে বাগদাদীর ''আল্ মুত্তাফাক্ব ওয়াল মুফ্‌তারাক্ব'' এবং হাকীম আরেফ এর ''নাওয়াদের'' প্রমুখ কিতাবাদিতে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস শরীফটি পেশ করেন।

ما من مولود الا وفی سرته من تربته التی خلق منها حتی یدفن فیها وانا وابو بکر و عمر خلقنا من تربة واحدة فیها ندفن

অর্থাৎ প্রত্যেক মানব সন্তানের নাভিতে তার কবরের মাটি থাকে, যেখানে তাকে দাফন করা হয়। আমি আবূ বকর এবং ওমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা একই কবর থেকে সৃষ্ট সে একই কবরেই আমরা দাফন হব।

এ হাদীসে পাক থেকে কেবল রসূল তো নয়ই কোন মানুষের দেহ মাটি থেকে সৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয় না। আয়াতে করিমার বাস্তবতায় প্রিয় নবী বলেছেন, প্রত্যেকের নাভীতে তার কবরের মাটি ছিঁটিয়ে দেয়া হয়। এটা কবরের সাথে একটা সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে মাত্র।

'কবরের মাটি' উল্লেখ থাকলেও রসূলে পাকের ক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত সত্য যে নবীজীর কবরের স্থানেই সংরক্ষিত ছিল তাঁর দেহ মোবারক সৃষ্টির উপাদান। সেই বিশেষ নূরের টুকরোটা, যাকে 'ক্বলবুল আরদ্ব', 'জিয়াউল আরদ্ব', 'নূরুল আরদ্ব', 'বাহা-উল আরদ্ব','আত্ ত্বীনাতুশ্ শাহীরাহ্' ও 'বায়দ্বাউম্ মুনীরাহ্' ইত্যাদি অভিধায় বিভুষিত করা হয়েছে। অতএব **تربة** দ্বারা কবর অর্থাৎ দাফনের স্থানকেই বুঝানো হয়েছে। প্রিয়নবীর দাফনের স্থানে ছিল সংরক্ষিত 'নূর' আর নিকটে হওয়ার দরুন হযরত ছিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম রদিয়াল্লাহু আনহুমাকেও **من تربة واحدة** মানে একই কবর বলা হয়েছে।

বর্ণিত এ হাদীসে পাকে আহ্ছান উল্লাহ্ সাহেবদের একটি 'আক্বীদাহ্'র কবর রচিত হয়ে গেল। মানে রসূলে পাকের কাছে খোদা প্রদত্ত অদৃশ্যজ্ঞান নেই, তিনি গায়ব জানেন্ না। অথচ সর্বস্বীকৃত বিষয় হচ্ছে সূরা লুক্বমান শরীফের সর্বশেষ তথা ৩৪নং আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় ১. ক্বিয়ামত এর সঠিক দিনক্ষণ, ২. বৃষ্টি বর্ষণের সঠিক সময় ৩. মায়ের উদরস্থ সন্তানের সঠিক তত্ত্ব, ৪.আগামী মুহূর্তে কে কী করবে এবং ৫. কে কোথায় মৃত্যু বরণ করবে। এগুলো মূল ইল্‌মে গায়ব'র অন্তর্ভূক্ত। অথচ হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী **''আমি, আবূ বকর ও ওমর একই কবরে দাফন হবো।''** সাহাবায়ে কেরাম শুনেছেন-মেনেছেন এবং বাস্তবায়ন ও দেখেছেন। আর আজকের সুবিধাবাদিরা সুযোগ মতো হাদীস পাক থেকে ব্যর্থ দলিল নিতে চেষ্টা করলেও নবীর ইল্‌মে গায়বের মত একটা স্বীকৃত বিষয়কে ইনকার করে। আহ্ছান উল্লাহ্ সাহেব যদি ফতোয়ায়ে আফ্রিকার ৬২নং প্রশ্নোত্তরটা দেখতেন

তাহলে আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি নবীকে মাটির তৈরী বলেছেন -এমন মিথ্যাচার করার দু:সাহস পেতেন্ না।

সর্বশেষে তিনি জামেয়ার শায়খুল হাদীস আমার শ্রদ্ধেয় এক ওস্তাদে মুহতারমের উপর একটি সাজানো অপবাদ দিয়ে নাটকের যবনিকা টানতে চেয়েছেন। আরবভূমি ওমানে অবস্থানরত এ দেশীয় বাতিল গোস্তাখে রসূলদের কিছু ছুঁছো-ইঁদুরের প্ররোচনায় সেখানকার ধর্মমন্ত্রণালয়ের কেউ হুজূরকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি রসূলকে জিব্রাঈলের বংশ মানেন নাকি আদমের বংশ মানেন? তিনি উত্তর দিয়েছেন আদমের বংশ।

আহ্ছান উল্লাহ্ সাহেব! নবীকে আদমের বংশ বললে নবী কাঁদা মাটির তৈরী হয়ে গেল? আপনারা তো **الطينة البيضاء** এর অনুবাদ করতেন 'সাদা মাটি'। আবার আপনাদের মুরব্বী মওদূদী সাহেব 'হজ্জের হাক্বীকৃত' বইটিতে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে লিখেছেন- 'তিনি তো সাধারণ মাটির নন, তিনি হচ্ছেন আলাদা মাটির তৈরী।' এবার আদমের বংশের বললেই কাঁদা মাটির তৈরী হতে হবে কিনা এর উত্তর আপনারই অভিমতদাতা পীর আযাদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করুণ। তিনি তো বলেছেন-

جو پیدا باپ سے پہلے ہوا ہے - خدا جانے خدائی میں وہ کیا ہے

মানে আমাদের নবী বংশগত আদমের সন্তান হলেও 'বাবা' আদমের আগেই তাঁর সৃষ্টি হয়েছে। কত আগে হয়েছে তাঁর কাছেই শুনুন-

ابھی تخلیق آدم خواب میں ہے - محمد کو نبوت ملگئی ہے

অর্থাৎ আদম সৃষ্টি এখনও কল্পলোকে অথচ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবুওয়াতের আসনে আসীন। তা হলে বাবা আদমের পূর্বে তাঁকে কী দিয়ে সৃষ্টি করা হল? আযাদ সাহেব সপ্রমাণ উত্তর দিয়েছেন-

نبی ذاتی نور ہے اللہ کے - مدارج میں محدث دھلوی کے

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে তিনি আল্লাহ্ পাকের জাতী নূরের সৃষ্টি বলেছেন। ঠিকই তো বলেছেন। কারণ জাত ছাড়া কি সিফাতের অস্তিত্ব আছে ? এবার বলুন, অহেতুক কেন আমাদের দায়ী করে যাবেন? সত্যকে গোপন করা কি সর্বাধিক গুরুতর অপরাধ নয় ?

প্রসঙ্গ :'মুহাম্মদ (সঃ) মানুষ'

আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি ভবিষ্যতেও বলব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক ভেতর-বাইরে একজন পরিপূর্ণ মানুষ- ইনসান। তিনি জ্বীনও নন ফেরেশতাও নন। তবে তাঁর মনুষ্যত্য-ইনসানিয়্যত অর্থাৎ মানুষ হওয়াটা গোটা মানবকুলে তুলনাহীন ও বেমেছাল। সুতরাং কেউ যদি তাঁর সত্ত্বাকে ইনসান অর্থাৎ মানুষ না মানে সে যেমন কাফির তেমনি তাঁর শানে ''তিনি আমাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ'', ''মাটির মানুষ'', ''দোষে-গুণে মানুষ'', ''তিনিও মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন'' ইত্যাদি উক্তি করাও কাফিরদের উক্তি। কোন প্রকৃত মুমিন-মুসলমান এসব ধারণা করতে পারেন না। এসব ধারণা রাখা গোস্তাখী ও বেআদবী এবং পরিণামে কুফরী ও বেঈমানীর দিকে ধাবিত করে।

এ ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদে মিল্লাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র নিম্নের বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ফরমাচ্ছেন-

اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں یہ - ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں - ایمان تو کہتا ہے مری جان ہیں یہ

অর্থাৎ: প্রিয়নবী হচ্ছেন আপাদমস্তক মহান আল্লাহর অপার মহিমার এক অনন্য নিদর্শন। তিনি এমন এক ইনসান মানবকুলে যাঁর মত কোন ইনসান নেই। কোরআন তো বলে 'নবী' মানেই ঈমান। আবার ঈমান বলছে 'নবী'তো আমার জান-প্রাণ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দর্শনে 'ইসলামে নবীর মর্যাদা' এটাই। গোলাম আযম সাহেবের লিখনীতে এ সত্যের স্বীকৃতি তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার এসেছে। যদিও বিকৃত মানসিকতা এবং যুগযুগ ধরে লালিত ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের দরুণ হোঁচটের পর হোঁচট খেয়েছেন। অধ্যাপক সাহেবের এ সব ধারণার অপনোদন ইনশা আল্লাহ্ 'মাটি' পুস্তিকার ২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'একটি ভুল ধারণার অপনোদন' শিরোনামের ময়না তদন্তে করব। এখানে 'মাটি' পুস্তিকার ৩নং পৃষ্ঠায় লিখিত 'মুহাম্মদ (সঃ) মানুষ' শিরোনামটির প্রতি বিবেকবানদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'মাটি' প্রণেতা এখানে প্রতীয়মান করাতে চেয়েছেন 'মুহাম্মদ (স:) মানুষ',

জ্বীন-ফেরেশতা কিছুই নন। অতি কষ্ট আর পরিশ্রম করে তিনি ২৮টি দলিলও পেশ করেছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আহছানুল্লাহ্ সাহেবের 'মুহাম্মদ (স:) মানুষ' দাবীটির প্রয়োজনীয়তা-স্বার্থকতা ও বাস্তবতা আমাদের জন্য তো নয়ই এমন কি যারা হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে لَسْتَ مُرْسَلًا বলে স্পষ্টভাবেই রসূল মানতে অস্বীকার করত তাও 'মানুষ' মনে করার কারণে। যা 'মাটি' প্রণেতা তাঁর পুস্তিকার ১২, ১৩ ও ১৪নং পৃষ্ঠায় যথাক্রমে- 'মুহাম্মদ (স:)কে কাফিরগণের অস্বীকারের কারণ', 'কাফিরদের যুক্তির খন্ডন' এবং 'মানুষকে রসূল করার কারণ' ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনা করেছেন।

'...কাফিরগণের অস্বীকার করার কারণ' শিরোণামে যে দলিলগুলো পেশ করা হয়েছে এতে 'মাটি'র লিখক কি দেখতে পান নি যে, কাফিররা খাতামুন্ নাবীয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে সর্বোতভাবে মানুষই মনে করেছে যা তাদের ভাষায় بشر مثلكم/ يأكل الطعام ويمشي في الاسواق / بشر مثلنا এবং ابشر يهدوننا ইত্যাদি উক্তি প্রমাণ করে। বুঝা গেল কাফিরগণ হুজূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে শুধু 'মানুষ' মনে করার কারণে নয় বরং 'আমাদের মত মানুষ' ধারণা করার কারণেই 'রসূল' বলে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

তারা বলত আমাদের মতই একজন মানুষ হয়ে যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী-রসূল হওয়ার দাবী করতে পারে কিম্বা তার উপর আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয় তো আমাদের উপর কেন নাযিল হয় না? তাদের এ কথাই পবিত্র কোরআনে বিবৃত হয়েছে

لولا نزل علينا الملئكة او نرى ربنا (فرقان/ ٢١)

এভাবে সূরা আনআম শরীফের ১২৪ নং আয়াতে কাফিরদের উক্তির বর্ণনা এসেছে-

لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتى رسل الله...

অর্থাৎ রসূল হওয়ার দাবিদাররা যে রিসালাত, নুবুওয়ত এবং ওহী প্রাপ্তির দাবী করছেন আমরাও যতক্ষণ এগুলো পাবনা তাদের প্রতি ঈমান আনব না অর্থাৎ তাদের নবী রসূল বলে স্বীকার করব না। কারণ, তারা আমাদেরই মত মানুষ, আর আমরাও তাদেরই মত মানুষ (নাঊযু বিল্লাহ্)।

কাফিররা নবী-রসূলদের বাইরের মানুষ হওয়াটাই দেখেছে কিন্তু নুবুওয়ত ও রিসালাত এর যে অনন্য বৈশিষ্ট্য তাঁদের মাঝে রয়েছে তা দেখেনি। এক কথায় সর্বোতভাবে আমাদের মতই মানুষ -এ মনোভাবই নবী- রসূলদের নুবুওয়ত ও রিসালাতকে কাফিরদের অস্বীকার করার কারণ। যেমনিভাবে শয়তান

ইবলিসের দৃষ্টি হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সৃষ্টির উপাদান 'মাটির' দিকেই ছিল اسجدوا لآدم মানে মহান আল্লাহর আদেশের প্রতি এবং আদমের ভেতরে রাখা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি ছিলনা বলেই সিজদা করল না বরং অস্বীকৃতি জানাল। অথচ আদম সৃষ্টির উপাদান 'মাটি' তা যেমন সত্য তেমনিভাবে নবীগণ 'মানুষ' তাও সত্য। কাফিরগণ এ 'মানুষ' হওয়া দেখেই অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছে 'আমাদেরই মত মানুষ।' কিন্তু নবীদের প্রতি খোদা প্রদত্ত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখলে স্বীকার করত এবং বলত 'রসূলগণ মানুষ তবে আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন।'

তেমনি 'মাটি' পুস্তিকায় 'মুহাম্মদ (স:) মানুষ' শিরোনামে বর্ণিত দলিলগুলো মূলত: ফিরাউন কর্তৃক হামানকে দিয়ে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এর খোদা মহান আল্লাহর সন্ধান লাভের ব্যর্থ প্রয়াসের মতই। কারণ এসব দলিল দ্বারা হুজূর রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মানুষ ছিলেন, ইনসান জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, যা অনস্বীকার্য এবং একশ' ভাগ সত্য। কিন্তু এসব দলিল দিয়ে 'রসূল আমাদের মত মানুষ' কিম্বা 'মাটির মানুষ' ছিলেন প্রমাণ করার চেষ্টা স্বপ্ন বিলাস বৈ কি !'মাটি' পুস্তিকায় প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আমাদের মত মাটির মানুষ প্রমাণে উদ্ধৃত দলিলগুলোতে একটু দৃষ্টি বুলিয়ে নিই।

১. সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত-

لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم

২. সূরা তাওবার ১২৮নং আয়াত-

لقد جآء كم رسولٌ مِن انفسكم

৩. সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৩নং আয়াত-

قل سبحٰن ربّى هل كنت الا بشرًا رسولًا

৪. সূরা ইউনুচ এর ২নং আয়াত-

اكان للناس عجباً ان اوحينا الٰى رجل منهم

এসব আয়াতে কাফিরদের দু'ধরণের ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন করা হয়েছে। প্রথমত: তারা মনে করত নবী বা রসূল হতে হলে ফেরেশতা জাতি থেকে হতে পারে 'মানব' থেকে রসূল সম্ভব নয়। তাদের এ ধারণা- /بشرا/ الى رجل منهم من انفسكم/ من انفسهم দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে দেখ রসূলগণ মানুষই।

তাদের দ্বিতীয় ভ্রান্তি ছিল নবী-রসূলদের এরা নিজেদের মতই অক্ষম, দুর্বল, নির্বোধ, ভ্রান্তির শিকার ইত্যাদি মনে করে তাঁদের নুবুওয়ত ও রিসালাতকে

অস্বীকার করত আর বলত **لَست مرسلا** আপনি রসূল নন। কারণ **ان انتم الا بشـــــر مثـــلــنــــــا** আপনারা আমাদেরই মত মানুষ। তাদের এ ধারণা **اوحيــنــا/رســول/رسـولا** ইত্যাদি বাক্যাংশ দ্বারা খন্ডন করে বলা হচ্ছে তাঁরা কৌলীন্যের দিক থেকে মানুষ সত্য কিন্তু তোমাদের মত নয়। তাঁদেরকে রিসালাত/নুবুওয়ত ও অহী দ্বারা অনন্য মর্যাদা দান করা হয়েছে। সূরা ইব্রাহীম শরীফের ১০ ও ১১নং আয়াত দেখুন। কাফিররা যখন রসূলদের এই বলে প্রত্যাখ্যান করল যে, আপনারা আমাদেরই মত মানুষ, রসূল কিভাবে হবেন? মহাপ্রাণ রসূলগণ বললেন- আরে দেখ, **ان نـحـن الا بشـر مثلكم ولكن الله يـمـن على من يشآء مـن عبادة** অর্থাৎ আমরা তোমাদের মত মানুষেরই জাত তবে আমরা মহান আল্লাহর বিশেষ ইহসান নুবুওয়ত ও রিসালাত এর মর্যাদায় ভূষিত। **ومـا كـان لـنـا ان نـأتيـكـم بسـلـطان الا باذن الـلـه** মানে আমরাও তোমাদের মত অক্ষম হতাম কিন্তু আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতায় মহীয়ান।

উল্লিখিত ১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ৬নং ও ৭নং দলিল যথাক্রমে তাফসীরে ইবনে কাসীর ও জালালাঈন শরীফের উদ্ধৃত এবারতগুলোর মর্মার্থও, যা আমরা বলেছি। অর্থাৎ আদর্শানুসরণে মানুষের সুবিধার জন্যেই রসূলদের মানবগোষ্ঠীতে প্রেরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এখানেও আমাদের আক্বীদাই বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়। কারণ, রসূল **مـطـا ع** অনুসরণীয় আমরা **مـطيـع** অর্থাৎ অনুসরণকারী। দু'জনের মর্যাদার ব্যবধান নির্মল আকাশে পূর্ণিমা চাঁদের মতই সুস্পষ্ট। প্রমাণিত সত্য 'রসূল মানুষ কিন্তু আমাদের মত সাধারণ (দোষে-গুণে) মানুষ নন।

এরপর দু'নং দলিলে পেশকৃত আয়াতে করিমার ব্যাখ্যা 'মাটি' পুস্তিকায় প্রদত্ত ৮নং, ৯নং, ১০নং, ১১নং, ১৩নং ও ১৪নং দলিলসমূহের যথাক্রমে তাফসীরে মাযহারী, জামেউল বায়ান, তাফসীরে কবীর, তাফসীরে নাসাফী, তাফসীরে একলীল, জালালাঈন এবং তাফসীরে বায়দ্বাভী শরীফের উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহেও বলা হয়েছে রসূল মানুষই। কিন্তু এ কথা কেউ বলেন নি যে সাধারণ মানুষের মতই দোষে-গুণে একজন মানুষ- যেমন 'মাটি' প্রণেতারা মনে করে থাকেন। বরং তাফসীরে একলীল শরীফের এবারতে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে **وهـو بشـر مثـلـكـم لكنه رسول منا مبلغ عنا**... এখানে **لكن** অব্যয়পদটি ব্যবহৃত হয়েছে ইসতিদরাক মানে পূর্বোল্লিখিত শব্দ থেকে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলে তা নিরসনের জন্য। এখানেও প্রথমে বলা হয়েছে **وهــــو بشــــر مثـــلـــكـــم** অর্থাৎ তিনি তোমাদের মত মানুষ। এতে করে বর্ণচোরেরা বলত, দেখনা আমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি আছে, আছে পাপ-পঙ্কিলতা। মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদেরই মত নিশ্চয় তাঁর মাঝেও দোষ-ত্রুটি আছে। তিনিও পাপ-পঙ্কিলতাযুক্ত। তাই সাথে সাথে **لــكــن** দিয়ে সাবধান করে দেয়া হল, খবরদার এমনটি মনে করোনা বরং তিনি জাতগত মানুষ হলেও রিসালাতের মর্যাদা প্রাপ্ত, আমারই পক্ষ থেকে আমার দিকেই আহবানকারী। প্রমাণিত হল, রসূল মানুষ কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন।

অত:পর ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৫ ও ১৬ নং দলিলে বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলো যথাক্রমে তাফসীরে নাসাফী ও খাজেন শরীফ থেকে আনা হয়েছে। যেখানে বোঝানো হয়েছে ইতোপূর্বে সকল নবী/রসূল যেমন মানবকূলে প্রেরিত হয়েছেন আমিও তাঁদের মত মানবকূলে রসূল হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ মানবের মাঝে আসলেও রিসালাতের মহা মর্যাদা নিয়ে এসেছি। প্রতীয়মান হল রসূলকে মানুষ অবশ্যই মানব কিন্তু আমাদের মত সাধারণ 'মানুষ' মনে করার কোন সুযোগ নেই।

৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৭ ও ১৮ নং দলিলে পেশকৃত তাফসীরে রূহুল বায়ান ও তাফসীরে ইবনে কছীরের ইবারতসমূহে কাফিরদের অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণার ব্যাখ্যাসহ খন্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ 'মানুষ' রসূল হতে পারে না। বলা হয়েছে রসূলকে মানুষের মধ্যে প্রেরণ না করলে চলায়-বলায়, খাওয়ায়-দাওয়ায়, আচার-আচরণে ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে অনুসরণ করবে কেমনে? তাই সামগ্রিক ক্ষেত্রে ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে নির্ভুল আদর্শের ধারক 'রসূল'কে মানবকুলেই প্রেরণ করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, মানবের মাঝে প্রেরিত হলেও রসূলতো রসূলই, রসূলকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ বলাও কাফিরদের উক্তি।

৫. এবার সূরা কাহ্‌ফ শরীফের ১১০ নং আয়াতে করিমাটি দেখুন- **قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَــرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَیَّ** এ আয়াতে পাকে আহছানুল্লাহ্ সাহেবদের 'রসূল আমাদের মত একজন সাধারণ মানুষ' প্রমাণ করার বহু লালিত সাধের শিশমহলটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। কারণ- **اَنَــا بَشَــرٌ مِّثْـلُـكُـمْ** বাক্যাংশ অবলম্বনে পেয়েছি -'রসূল আমাদের মত মানুষ' লাফালাফি আর চিৎকার করলেও **يُــوْحٰـــى اِلَــیَّ** বলে সকল নাচানাচি আর হৈ চৈ এর কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে আমি মানুষ তবে 'ওহী প্রাপ্ত মানুষ'। এখন সাদৃশ্যতার দাবী করলে 'ওহী প্রাপ্ত' হতে হবে। যখন ওহী পাওয়া সম্ভব নয়, তখন 'ওহী প্রাপ্ত'কে আমার মত বলাও সর্ব্বৈব মিথ্যা ও বাতুলতা। আবার ওই আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪ ও ২৫ নং দলিল যথাক্রমে তাফসীরে ফাতহুল ক্বদীর, তাফসীরে ইবনে জারীর, ত্বররী, তাফসীরে মাযহারী, সফওয়াতুত তাফাসীর, তাফসীরুল ওয়াজেহ, তাফসীরে জালালাঈন ও তাফসীরে হাক্কানী

থেকে পেশ করেছেন। যেগুলো প্রকৃত পক্ষে 'মাটি' প্রণেতাদের জন্য বুমেরাং হয়ে গেছে। লক্ষ্য করুন,

ক. তাফসীরে ফাতহুল কদীরে বলা হয়েছে-**حالى مقصورة على البشرية لايتخطّائها الى الملكية** মানে মানুষ হওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ, ফেরেশতা হওয়ার দিকে এগোয়না।

এটা তো নির্ঘাত সত্য কথা। সামগ্রিকভাবে মানুষকেই বলা হয় সৃষ্টির সেরা। তন্মধ্যে রসূল হচ্ছেন **اَفْضَلُ الْبَشَر** সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। অতএব, কোন ফেরেশতাই রসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উত্তম দূরে থাক সমান কিম্বা কাছাকাছিও নেই। তাই, 'আফজল' 'মাফজূলের' দিকে ধাবিত হওয়ার কোন যৌক্তিকতাই নেই। এতে করে জ্বী 'রসূল অন্য সব মানুষের মত একজন মানুষ' এ দাবী প্রমাণিত হয় না, কারণ **يُوْحٰى اِلَيَّ** রয়েছে।

খ. আল্লামা ইবনে জারীর ত্বরী তো মাটি ওয়ালাদের সর্বনাশ করে দিয়েছেন। তাফসীরে ইবনে কসীরে হযরত মুয়াবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীসের উদ্ধৃতি আরও একটি শব্দ **المكذبين برسالتك** অতিরিক্তসহ মূল বক্তব্য এভাবে এসেছে-**اى قل يا محمّد لهٰؤلاء المشركين المكذبين برسالتك انما انا بشر مثلكم** হে হাবীব, যে সকল মুশরিক আপনাকে তাদের মতই সাধারণ মানুষ ধারণা করার কারণে আপনার রসূল হওয়াকেই অস্বীকার করছে তাদের সম্বোধন করে বলুন- দেখ হে মুশরিকরা আমি বাহ্যিকভাবে তোমাদের মত মানুষ সত্য কিন্তু আমি একজন মহামর্যাদাবান রসূলও। কারণ আমার কাছে 'ওহী' মানে আল্লাহর বাণী নাযিল হয়। অর্থাৎ আমার ওহীপ্রাপ্তির প্রতি দেখলে আর তোমাদের মত সাধারণ মানুষ জ্ঞান করবে না।

মাটি ওয়ালা মাওলানা সাহেবানরা দেখতেই পাচ্ছেন আল্লাহ্ তায়ালা যে প্রিয়হাবীবকে নির্দেশ দিয়েছেন- ''আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষই'' এখানে 'তোমাদের' শব্দ দ্বারা কাফির মুশরিকদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে, মুসলমানদেরকে নয়। যাদের খেতাব করা হল সেসব কাফির-মুশরিকরা অর্থাৎ নমরূদ-ফিরআউন, আবু জেহেল ও তাদের অনুসারীরা যদি বলে 'ইসলামের নবী মুহাম্মদ' আমাদের মত? একজন মানুষ।' আশা করি কোন মুসলমান মেনে নিতে পারবে না।

এই বাক্যাংশটি (**اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ**) কাফির-মুশরিকদের উদ্দেশ্যে করে বলার কারণ এটাই ছিল যে, ওরা 'রসূল'কে নিজেদের মত মানুষ ধারণা

করে ঈমান আনছিল না। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল যে দেখ আমিতো নুবুওয়ত-রিসালাত ও ওহীপ্রাপ্ত মানুষ, তোমাদের মত হলাম কী করে। তাই হযরত আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী, বেলাল, তালহা, যুবাইর ও খালিদ মানে কোন সাহাবীই (**رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن**) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আমাদের মত মানুষ' বলেন নি বরং 'নুবুওয়ত-রিসালাত ও ওহীপ্রাপ্ত' দেখে মেনেই ঈমান গ্রহণ করেছেন। এটা তো আজকের মাওলানা (?)দের চিন্তার ফসল 'রসূল আর সব মানুষের মতই একজন মানুষ' (নাঊযু বিল্লাহ্)।

গ. আমার কথাটি 'মাটি' সাহেব প্রদত্ত তাফসীরে মাযহারী ও সাফওয়াতুত তাফাসীর গ্রন্থদ্বয়ের দলিল সমর্থন করছে কিনা? স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে-**اِنما انا انسان مثلكم اكرمنى الله بالوحى / الا انى خصصت بالوحى واكرمنى الله به** এত স্পষ্ট বর্ণনার পরেও আহছানুল্লাহ্ সাহেবরা মুফাচ্ছিরীনে কেরামদের উপর জেনে-শুনে জঘণ্যতম মিথ্যে অপবাদ দিয়ে কিভাবে লিখলেন- ''...সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুহাম্মদ (স:) অন্যান্য সকল মানুষের মত একজন মানুষ'' (মাটি, পৃষ্ঠা-১০)।

আপনারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন দুনিয়ার তাবত কাফির বেঈমান কিম্বা আপনারা সবাই 'ওহী প্রাপ্ত'? নবী হওয়ার দাবী করতে চান? নয়তো এ জঘন্যতম উক্তির দু:সাহস কেন? হে আল্লাহ্! এ জঘণ্যতম গোস্তাখে রসূল এবং গোস্তাখী থেকে মুসলিম মিল্লাতকে হিফাজত করুন।

ঘ. 'মাটি'র লিখক তাফসীরে ওয়াজেহ এবং হাক্কানীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ **مثلكم** এর 'কুম' এর মধ্যেই হারিয়ে গেছে। **يُوْحٰى اِلَيَّ**কে যুক্ত করেনি। অথচ সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও জালালাঈন শরীফে **يُوْحٰى اِلَيَّ**বলে প্রিয়নবীর মহামর্যাদার প্রতি ইশারা করে দেয়া হয়েছে।

ঙ. 'মাটি' ওয়ালা লিখেছেন 'পিতা-মাতার পবিত্র মিলনের মাধ্যমেই রসূল (তার ভাষায় 'মুহাম্মদ') পৃথিবীতে আগমন করেছেন।' প্রমাণ স্বরূপ শরহে মাওয়াহেব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ২৬নং দলিলে। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন 'আমরাও তো পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে এসেছি 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'ও এভাবেই এসেছেন তাই তিনি আমাদেরই মত মানুষ।

পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে হলে 'মানুষ' হয় আর পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে না হলে দেবতা-অবতার হয় নাকি? হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম মানুষ ছিলেন ? তাঁর মা হযরত মারয়াম আলাইহাস্ সালাম এর সাথে কোন

পুরুষের মিলন হয়েছিল? কোরআন মজীদ বলছে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম'কে আল্লাহ্ তায়ালা মানবাকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সাথে কি হযরত মারয়াম আলাইহাস্ সালাম'র বিয়ে কিম্বা মিলন হয়েছিল? হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম ফূঁক দিয়েছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্ম নিয়েছেন। জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম তো নূরের তৈরী 'ফূঁক'টাও নিশ্চয় নূরানী ছিল। এখন এ নারী-পুরুষের মিলন ছাড়া জন্ম নেয়া সন্তান হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম'কে কাদের মত মানুষ বলবেন?

এবার শুনুন, শরহে মাওয়াহেবের এ রেওয়ায়েতে প্রিয় নবীর বংশগত পবিত্রতার কথা বিঘোষিত হয়েছে। যেহেতু পিতা-মাতার মিলনে তো সন্তান হয়, তবে কিছু মিলন পবিত্র আবার কিছু মিলন অপবিত্র। এখন আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন সব মানুষ পবিত্র মিলনে জন্ম নেয়? পবিত্র কোরআনে হাকীমে তো আল্লাহ্ পাক গোস্তাখে রসূল ওয়ালিদ বিন মুগীরাকে অপবিত্র মিলনের সন্তান বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বাস্তবে সর্বযুগে গোস্তাখে রসূলদের বংশ বিস্তার অপবিত্র মিলন সব এক করতে চান? তা না হলে 'মুহাম্মদ (স:) অন্য সব মানুষের মত মানুষ ছিলেন' বলার লিখার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন কেন। আল্লাহ্ পাক তো এরশাদ করেছেন **لا يستوى الخبيث و الطيّب** অর্থাৎ পবিত্র আর অপবিত্র সমান নয়। বিচারের ভার জাগ্রত ও বিবেকবান মুসলিম মিল্লাতের উপর।

চ. মিশকাত **باب فضائل سيد المرسلين** থেকে হযরত আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত যে হাদীস পেশ করেছেন ২৭ নং দলিল হিসেবে তা তো বেআদবদের 'মুহাম্মদ আর সব মানুষের মত মানুষ ছিলেন' এ উক্তিকে কোন মতেই সমর্থন করে না! দেখুন বর্ণনায় রয়েছে **فَكَاَنَّ سمع شيئا** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী যেন শুনে এসেছেন। কি শুনেছেন? অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- সাহাবায়ে কেরাম বসে বসে হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম এর প্রতি খোদাপ্রদত্ত মর্যাদার কথা আলোচনা করছিলেন। প্রিয় নবী শুনলেন, তশরীফ আনলেন এবং বললেন দেখ তোমরা আমাকে তো রসূলুল্লাহ্ বলে জেনেছ এবং মেনেছ সাথে সাথে এ বাস্তব সত্যটাও জেনে রেখো এবং মেনে নাও যে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকেই ব্যক্তিগত, বংশগত এবং পারিবারিক মর্যাদায় সৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছেন-

فانا خيرهم نفسا و خيرهم بيتا

'মাটি' প্রণেতা, প্রকাশক ও সমর্থক ভাইয়েরা, আপনাদের ব্যক্তি-পরিবার কিম্বা বংশ মর্যাদা তো তেমন কেউ জানেননা। অন্তত: দুনিয়াতে এমন মানুষওতো

নিশ্চয় আছে যাদের মর্যাদার 'ম'ও নেই। সেক্ষেত্রে আদি-অন্ত গোটা সৃষ্টি জগতে সর্বোচ্চও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী সত্তা 'মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে নীচের দিকে নামিয়ে এনে ইনসান নামে চতুষ্পদ হায়ওয়ান থেকেও অধম কাফির-বেঈমান, মুনাফিক-গোস্তাখ অমানুষের কাতারে শামিল করে এ জঘণ্যতম উক্তি 'মুহাম্মদ অন্য স-ব মানুষের মত একজন মানুষ' ঈমান-আকীদাহ্'কে স্বহস্তে জবাই করে ইহ-পরকাল উভয় জগতকে বরবাদ করার নামান্তর নয় কি?

ছ. আপনাদের সর্বশেষ ২৮নং দলিল আক্বায়েদে নাসাফী থেকে উদ্ধৃত এবারত চিৎকার দিয়ে আপনাদের পরকালীন করুণ পরিণতির কথা জানিয়ে দিচ্ছে। এখানে 'রসূল' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

মানব বংশ থেকেই মানব সমাজে প্রেরিত এমন একজন সত্তা যিনি বিশ্বাসী অনুগতদের পরকালীন শান্তি আর অবিশ্বাসী-অবাধ্যদের আখিরাতের শাস্তির কথা জানিয়ে দেন।

প্রতীয়মান হল, সব মানুষ সূরতে ইনসান হলেও প্রধানত: এদের দু'টো শ্রেণী রয়েছে।

একদল খোদা প্রদত্ত জ্ঞানে ইহকালীন দায়িত্ব আর পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগতি রাখেন। আর এক শ্রেণী এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এরা প্রথম শ্রেণীর নিকট শুনেই জানতে পারে। এ প্রথম শ্রেণীর নামই নবী-রসূল।

তাঁদের মাঝেই সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এবার বলুন 'মুহাম্মদ' আর সব মানুষের মত মানুষ' কিম্বা 'আপনাদের মত মানুষ'? আল্লাহ্ তায়ালাতো মানেন নি। বলেছেন-

هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون

মানে যাকে জ্ঞান দিয়েছি আর যাকে জ্ঞান দিই নাই উভয়ে সমান নয়। এবার পরিণতি ঠিক করে নিন।

প্রসঙ্গঃ "মাটির মানুষ মুহাম্মদ (স.)"

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا- تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا

হে প্রিয় রাসূল! আপনার পুতঃপবিত্র বংশে প্রত্যেক আওলাদে পাকই নূর যেহেতু আপনার মহান সত্ত্বাই নূর, তাই আপনার পুরো আহলে বায়তও নূর । আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র এ উক্তিটি যথার্থই। কারণ, ইসলামের দলিল চতুষ্টয় পবিত্র কোরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াস এর আলোকে এটা অকাট্য রূপেই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তায়ালার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লাওহ্, ক্বলম, বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা, আসমান- জমীন, চন্দ্র-সূর্য, জ্বীন-ইনসান, তথা আগুন-পানি, মাটি- বাতাস এক কথায় সৃষ্টির কোন বস্তুই যখন অস্তিত্ব লাভ করেনি তখন- নূরে মুহাম্মদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নুবুওয়ত ও রিসালাত এর মুকুট নিয়ে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

'মাটি' ওয়ালারাদের যুক্তি হচ্ছে, "হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম'কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম আলাইহিস্ সালাম এর নছলে (বংশে) জন্ম গ্রহণ করেছেন।" অতএব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির সৃষ্টি মানে মাটির মানুষ।"

এখন পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর নিরিখে আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র আক্বীদা হচ্ছে- "আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি সত্ত্বাগত নূর।" অতএব, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নছলে (বংশে) যাদের জন্ম তাঁরাও নূর।"

"হযরত রসূলে মুআ'জ্জম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর জাতী নূরের সৃষ্টি।" এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধতম বর্ণনার আলোকে অকাট্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে ইনশা আল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনায় আসছি। তবে ইতোপূর্বে ওই মাওলানা সাহেবানদের পক্ষ হতে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনুপম সৃষ্টি 'মুহাম্মদ' মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'কে মাটির সৃষ্টি প্রমাণ করে একটি মাত্র মনোবাসনা অর্থাৎ "রসূল অন্য সকল মানুষের মতই একজন মানুষ" (নাউযু বিল্লাহ্)। প্রতীয়মান করার কুমানসে ১২টি দলিল উপস্থাপন

করেছে। এভাবে তাদের ভ্রান্ত ধারণা সরলমনা মুসলমানদের মাথায় ঢুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' প্রবাদটি আশা করি বিবেকবানরা ভুলে যান নি।

একটি অবাস্তবকে বাস্তব আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার অপপ্রয়াসে আরো কিছু মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার বর্ণনা পবিত্র কোরআনে সূরা ইউসুফ শরীফে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এর ভাইদের কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়।

পিতার সর্বাধিক আদরের দুলাল হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে কোন মতে চোখের আড়াল করতে পারলে মহা মর্যাদাবান পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম এর স্নেহভাজন আমরাই হব" এই মানসে ছোট ভাই ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে নিয়ে ভ্রমনে যাবার আবদার করলেন। পিতা রাজী হলেন না, বরং বললেন 'আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমাদের গাফলতির কারণে ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।' মূলতঃ এ উক্তি দ্বারা তিনি তাদের মনের গোপন দুরভিসন্ধির প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। পক্ষান্তরে সায়্যিদুনা হযরত ইয়াকূব আলাইহিস্ সালাম এর এ বাণীটিকেই তারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থে কার্যকর সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করল। কারণ, একজন নবীর উক্তি মিথ্যে হতে পারে না। হেফাজত আর রক্ষণাবেক্ষণের মৌখিক আশ্বাস দিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে নিয়ে ভ্রমণের নামে বের হলেন।

পূর্ব পরিকল্পনা মতে সবাই মিলে তাঁকে অন্ধকার গভীর কুপে নিক্ষেপ করে রাতের বেলায় কেঁদে কেঁদে পিতার নিকট এসে বললেন- আব্বাজান! সত্যি সত্যিই ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

وجاء وا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب

মানে মাল-সামানার পাশে ইউসুফকে রেখে একটু দূরে গিয়েছি অমনি বাঘ তার সর্বনাশ করে ফেলেছে।

وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صٰدِقِيْن

অর্থাৎ- আমরা সত্য কথা বললেও তো আপনার বিশ্বাস করতে মন চাইবে না।

তাই- **وجاء وا على قميصه بدم كذب**

অর্থাৎ- তারা ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এর পোশাক মুবারকে মিছে মিছি রক্ত মেখে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু হযরত ইয়াকূব আলাইহিস্ সালাম সরাসরি বলে

দিলেন-

قال بل سوّلت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

মানে, এটা তোমাদের সম্পূর্ণ একটা সাজানো নাটক। তোমাদের কার্যকলাপে আল্লাহ্ তায়ালাই একমাত্র সাহায্যস্থল তাই ধৈর্যই উত্তম।

সূরা ইউসুফ শরীফে এ ঘটনা সামনে রেখে এবার 'মাটি' প্রণেতার বক্তব্য ও দলিলগুলো যাচাই করে দেখি।

তিনি বক্তব্যের শুরুতে লিখেছেন- "মুহাম্মদ (সঃ) মাটির মানুষ। এর অর্থ এ নয় যে, তাঁকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আদম (আঃ) ছাড়া অন্য কোন মানুষকে সরাসরি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয় নি।"

মহান স্রষ্টার সৃষ্ট জগতে সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে 'মানুষ'। আর এ মানুষ হিসেবে ধরাধামে প্রথম আগমনকারী হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম। পবিত্র কোরআন- সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনায় হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম নিঃসন্দেহে সরাসরি মাটি দ্বারাই সৃষ্ট।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মানুষ। যেহেতু তিনি হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এর বংশেই পৃথিবীতে তশরীফ এনেছেন। কিন্তু পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণ ও বিশুদ্ধ বর্ণনায় তাঁর সৃষ্টি কেবল আদম আলাইহিস্ সালাম নন বরং সমগ্র সৃষ্টিকুলেরও আগে। যা ওই মাওলানা সাহেবানরাও স্বীকার করেছেন।

এখন নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির উপাদান কি ছিল? এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। প্রথমত: অসীম কুদরতের মালিক আল্লাহ্ তায়ালা কোন সৃষ্টির সৃজনে উপাদানের মুহতাজ নন। দ্বিতীয়ত: কোন বস্তুকে উপাদান সাব্যস্ত করলে ওটা সৃষ্ট বস্তুই হবে এবং নূরে মুস্তফার আগে বলেই ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ 'নূরে মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন প্রথম সৃষ্টি থাকে না। অথচ সহীহ হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে প্রিয় নবীর ঘোষণা এসেছে-

يَاجَابِر ان الله خلق قبل الاشيآء نور نبيك من نورهٖ অর্থাৎ- হে জাবের! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবীর নূরকে স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

নূরে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উৎপত্তি স্থল مِنْ نُوْرِهٖ এর প্রকৃতি তথা হাক্বীকত সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনার পূর্বে 'মাটি' পুস্তিকায় 'মুহাম্মদ (সঃ) মাটির মানুষ' প্রমাণে পেশকৃত যুক্তিগুলো ও দলিলসমূহে দৃষ্টি দেয়া যাক।

এতে লেখা হয়েছে- "নবী ও অলিসহ সকল মানুষ বীর্য থেকে সৃষ্টি। এরপরও সকল মানুষকে মাটির মানুষ বলা হয়ে থাকে।" কারণ স্বরূপ তিনি চারটি বিষয়

দাঁড় করিয়েছেন।

১. আদম আলাইহিস্ সালাম মানুষের মূল ও সবার পিতা। যেহেতু তাঁর সৃষ্টি সরাসরি মাটি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তাই তাঁর মধ্যস্থতায় সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।
২. সব বীর্য খাদ্য থেকে সৃষ্ট...খাদ্য মাটি থেকে। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃত পক্ষে মাটি দ্বারা সৃষ্টি।
৩. মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য ভক্ষণে মানব শরীর বাড়ে এবং বেঁচে থাকে। তাই মাটির সাথে মানুষের সম্পর্ক।
৪. আল্লাহ্ পাক স্বীয় কুদরতে প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে মাটি অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তাই মানুষের সৃষ্টি মাটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

তিনি লিখেছেন- উল্লেখিত চারটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকল মানুষের ন্যায় মুহাম্মদ (সঃ)ও মাটির মানুষ। কেননা, তিনিও মানুষ এবং আদমের সন্তান। পিতা-মাতার মাধ্যমেই মায়ের গর্ভে এসে ভূমিষ্ট হয়ে হালিমার দুধ পান করেছেন যা মাটি দ্বারা উৎপন্ন। পরে মাটি থেকে উৎপাদিত খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন।

বিবেকবানরা লক্ষ্য করুণ! তাদের প্রথম যুক্তির নিরিখে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে-

১. হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম প্রথম মানুষ, মাটির সৃষ্টি। অবশ্যই সত্য। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষ। তবে আদমের মধ্যস্থতায় আসা সব মানুষের মত নন। কারণ, সব মানুষের সৃষ্টি আদমের পরে কিন্তু প্রমাণিত সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টি আদমের তথা আদম সৃষ্টির উপাদান 'মাটি'র বরং সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে। তাঁর সৃষ্টি আল্লাহর নূর দ্বারা। আদমের মধ্যস্থতায় তিনি দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন। তাই, তিনি মানুষ তবে অন্য সব মানুষের মত নন তিনি নূরানী মানুষ।

২. 'সব বীর্য খাদ্য থেকে সৃষ্ট' এটা সামগ্রিক যুক্তি নয়, সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। খাদ্য থেকেও বীর্য সৃষ্টি হয় তা ঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছে করলে খাদ্য ছাড়াও বীর্য সৃষ্টি করতে পারেন, এ কথাও ঠিক। ফেরেশতাগণ পানাহার করেন্ না। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম মানব বেশে এসে হযরত মারয়াম আলাইহাস্ সালাম'কে ফুঁক দিলেন। স্বামী-স্ত্রী তথা নারী পুরুষের মিলনের মত কোন মিলন কিম্বা স্পর্শও হয়নি। কিন্তু সন্তান হওয়ার মত বীর্য সৃষ্টি না হলে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম কিভাবে জন্ম

নিলেন? পুরুষের স্পর্শ ছাড়া আমার পেটে সন্তান কিভাবে হবে? হযরত মারয়াম আলাইহাস্ সালাম এর এ প্রশ্নের উত্তরে মানব সূরতে আসা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম বলেছেন **قال كذالك قال ربّك** মানে আপনার প্রভুর ফায়সালা এভাবেই। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেছেন- **وجعلنا ها وابنها اية للعالمين** অর্থাৎ চিরাচরিত নারী-পুরুষের মিলন ছাড়াই হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম'র ফুঁক'র বরকতে সন্তান সৃষ্টি করে মারয়াম ও তাঁর সন্তানকে নিখিল সৃষ্টির সামনে আমার কুদরতের নিদর্শন বানিয়েছি। জানিনা আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় কুদরতের নিদর্শন বলার পরেও মাটি ওয়ালারা মাটি-বীর্য বলে প্রলাপ বকেন কিনা ?

এবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাতা-পিতার পবিত্র মিলনে আপনাদের ভাষায় বীর্যের মাধ্যমেই মায়ের গর্ভে এসেছেন- ভূমিষ্ট হয়েছেন। এ বীর্য মুবারকের হাক্বীকত তথা প্রকৃতি প্রিয় নবীর নূরানী বাণীর আলোকে যাচাই করে দেখি।

১. ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থের অন্যতম সহীহ মুসলিম শরীফের সফল ব্যাখ্যাকার শায়খুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ নবভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সুবিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'আদ্দুরারুল বাহিয়্যাহ্ ফী শরহে খছাইছিন্ নবভিয়্যাহ্'' এর বরাতে বর্ণিত খিলক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে সুদীর্ঘ হাদীসের শেষের অংশ উদ্ধৃত করছি।

ثم خلق الله اٰدم من الارض وركب فيه النور فى جبهته ثم انتقل منه الى شيث ولده وكان ينتقل من طاهر الى طاهر و من طيّب الى طيّب الى ان وصل الى صلب عبد الله بن عبد المطّلب ثم اخرجنى الى الدنيا فجعلنى سيّد المرسلين -

''অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা মাটি থেকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করলেন এবং নূরে মুহাম্মদীকে তাঁর পেশানীতে আমানত রাখলেন। অত:পর সে নূরে পাক স্থানান্তর হয়ে তাঁর সন্তান হযরত শীস আলাইহিস্ সালাম এর নিকট আসে। এভাবে একের পর এক নিষ্কলুষ ঔরস ও পবিত্র উদরে এই 'নূর' স্থানান্তরিত হতে হতে সর্বশেষে আবদুল মুত্তালিব তনয় আবদুল্লাহ্'র মাধ্যমে আমাকে ধরাধামে আবির্ভূত করেন।'' *

* আদ্দুরারুল্ল বাহিয়্যাহ্ ফী শরহে খাছাইছিন্নবভিয়্যাহ্

২. একই মর্মে প্রখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা ইসমাঈল হক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে রূহুল বায়ান শরীফে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছেন। তারই উল্লেখযোগ্য অংশটি পেশ করছি।

فلما خلق اٰدم القى ذالك النور فى صلبه و عن ابن عبّاسؓ عن النبى ﷺ انه قال لما خلق الله اٰدم اهبطنى فى صلبه الى الارض و جعلنى فى صلب نوح فى السفينة وقذفنى فى صلب ابراهيم ثم لم يزل تعالٰى ينقلنى من الا صلاب الكريمة الى الارحام الطاهرة حتى اخرجنى من ابوى لم يلتقيا على سفاح قط -

অর্থাৎ ''আদম সৃষ্টির পর নূরে মুস্তফা তাঁর ঔরসে সংরক্ষিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবীজি এরশাদ ফরমান- আল্লাহ্ পাক যখন আদমকে সৃজন করলেন আমাকে (আমার নূরকে) আদমের ঔরসে করে দুনিয়ায় অবতীর্ণ করেন। মহা প্লাবনে আমাকে নূহ আলাইহিস্ সালাম এর ঔরসে কিস্তিতে আরোহন করান। এভাবে নমরূদের সে প্রজ্জ্বলিত আগুনে আমাকে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের ঔরস মোবারকে রাখেন। অতঃপর মহা সম্মানিত ও পবিত্র ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তর করতে করতে আমাকে জন্মদাতা মা-বাবার মাধ্যমে দুনিয়ায় আবির্ভুত করান, যাদের পবিত্রতা সর্বযুগে অক্ষুন্ন ছিল।''

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল্ বাক্বী আযযুরক্বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'যুরক্বানী' শরীফে লিখেছেন-

وفى الخبر لما خلق الله تعالٰى اٰدمؑ جعل او دع ذالك النور (نور المصطفٰى) فى ظهره فكان لشدته يلمع فى جبينه... -

অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ্ তায়ালা আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেন তখন নূরে মুস্তফা তাঁরই পৃষ্ঠদেশে আমানত রাখেন এবং সে নূরে পাকের ঔজ্জ্বল্যের প্রখরতা তাঁর কপাল মানে চেহারাতে প্রকাশ পাচ্ছিল।*

বর্ণনা আর পৃষ্ঠার কলেবর না বাড়িয়ে এতটুকু বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, হযরত আদম এবং হযরত হাওয়া আলাইহিমাস্ সালাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আমিনা রদিয়াল্লাহু আনহুমা পর্যন্ত যে সকল মহৎ ও অতিভাগ্যবান

* যুরক্বানী, ১ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা

বান্দাগণের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে আবির্ভূত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রিয় নবীর সে উপাদানটি 'মাটি' থেকে খাদ্য, আর খাদ্য থেকে সৃষ্ট গতানুগতিক নাপাক বীর্য ছিল না। ছিল সে মহা পবিত্র নূর যা হাবীবে পাকের মানবীয় আকৃতি দানে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট ছিল।

৩,৪: সাধারণভাবে মানুষের সৃজনশৈলী বর্ণনা সমৃদ্ধ রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি না করেও বিশেষ কুদরতে মানুষের সৃষ্টিতে মাটি অন্তর্ভূক্ত করার বিষয় মানতে পারলে এতগুলো রেওয়ায়াত ও বর্ণনার আলোকে পিতার ঔরস ও মায়ের উদরে আল্লাহ্ পাক বিশেষ কুদরতে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সৃষ্টিতে সে মহান 'নূর'টি সংযুক্ত, অন্তর্ভূক্ত কিম্বা সে 'নূর' দিয়েই প্রিয় রসূলকে সৃষ্টি করেছেন, মানব না কেন? যে নূর মোবারক আদম আলাইহিস্ সালাম'কে সৃষ্টির পর তাঁর পৃষ্ঠদেশে আমানত রেখেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মানুষ' হওয়া সত্ত্বেও অন্যসব মানুষের সাথে অনন্য বৈশিষ্ট্যের যে মৌলিক তারতম্যগুলো ছিল তম্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টিও রয়েছে যে, অন্য সব মানুষ 'মাটি' কিম্বা মাটির সাথে বীর্যের সৃষ্টি আর রসূলে আকরম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন মায়ের উদরেও নূরের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য এটাও আল্লাহর কুদরত। এ ব্যাপারে সায়্যিদুনা ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আল্ফে সানী শায়খ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

باید دانست کہ خلق محمدی علیہ وسلم صلی اللہ دررنگ خلق سائر افرادانسانی نیست ۔ بلکہ بخلقے ہیچ فردے ازافرادعالم مناسبت ندارد کہ او علیہ وسلم صلی اللہ باوجودنشاء عنصری ازنورحق جلّ وعلی مخلوق گشتہ ست کماقال علیہ الصلواۃ والسّلام خُلِقْتُ مِنْ نُوْرِ اللّٰہِ ۔

অর্থাৎ- জেনে রেখো যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃজন অন্য সব মানুষের সৃষ্টির মত নয়। বরং গোটা সৃষ্টি জগতের কারো সৃষ্টি তাঁর পবিত্র সত্ত্বার সৃষ্টির সাথে কোন মিল নেই। কারণ, তিনি আকৃতি-প্রকৃতিতে মানুষ হলেও মহান আল্লাহর নূরেই তাঁর সৃজন। যা তিনি নিজেই এরশাদ করেছেন- ''আমি আল্লাহ্ তা'আলার নূরেই সৃজিত।'' *

* মাকতূবাত শরীফ, ৩য় খন্ড

শায়খে মুহাক্কিক্ব আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ''মাদারিজুন্ নুবুওয়্যত'' ২য় খন্ড ২য় পৃষ্ঠায় এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

بدانکہ اوّل مخلوقات وواسطۂ صدورکائنات وواسطۂ خلق عالم وادمؑ نورمحمد صلّی اللہ علیہ وسلم ست ۔ ۔ چنانچہ درحدیث صحیح وارد شدہ کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰہُ نُوْرِیْ و سائر مکونات علوی وسفلی ازاں نوروازاں جوہرپاک پیداشدہ ۔

অর্থাৎ- ''জেনে রেখো, সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং কুল মাখ্লূকাত তথা আদম সৃষ্টিরও একমাত্র মাধ্যম নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা, সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ (আউওয়ালু মা খলাক্বল্লা-হু নূরী) এবং উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের সবই তাঁরই নূরে পাক ও মৌলিক সত্ত্বা থেকেই সৃজিত।''

এবার প্রিয় নবীর মহিয়সী মাতা হযরত আমিনা রদিয়াল্লাহু আনহা এর গর্ভধারণের প্রাক ঘটনা প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খুল আলম হযরত মোল্লা আলী বিন সুলতান আলক্বারী রদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আল্লামা ইবনে কসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র البدایہ والنھایہ থেকে উদ্ধৃত হযরত সাহল বিন আবদিল্লাহ্ তাস্তুরীর সনদে المورد الروى فى مولد النبى নামক কিতাবে বর্ণিত দু'টো রেওয়ায়েত শ্রবন করুন। তিনি এর শিরোনাম দিয়েছেন حمل اٰمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم। বর্ণিত হচ্ছে-

(١) لما اراد الله خلق محمد صلى الله عليه وسلم فى بطن امّه و ذالک فى ليلة الجمعة فى رجب امر الله فى تلک الليلة (رضوان) خازن الجنان ان يفتح ابواب الفردوس و ينادى مناد فى السّمٰوٰت والارضين ألا ان النور المخزون المکنون الذى يکون منه النبى صلى الله عليه وسلم الهادى فى هٰذهٖ الليلة يستقر فى بطن امّه الذى فيه يتم خلقه و يخرج الى الناس نذيرا ۔

(٢)...عن وهب بن زمعة عن عمته قالت کنا نسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به اٰمنة کانت تقول ما شعرت انى حملت به ولا وجدت ثقلا کما تجد النسآء الا انى انکرت رفع حيضتى ۔

(১) আল্লাহ্ পাক যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মায়ের পেটে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন। আর তা ছিল রজব মাসের জুমার রজনী। বেহেশতের খাযেন 'রিদ্বওয়ান'কে নির্দেশ করলেন যেন জান্নাতুল

ফিরদাউসের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। সারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যেন ঘোষণা করে দেয়; 'শোন, মহিমান্বিত ও সংরক্ষিত 'নূর' মোবারক যদ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃজন সম্পন্ন হবে বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শকরূপে। আজ রাতেই সে মহান 'নূর' তাঁর মা জানের শেকম মোবারকে তশরীফ নিতে যাচ্ছেন। যেখানে তাঁর সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবে এবং মানব জাতির জন্য সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত হবেন।''

(২)...হযরত ওয়াহাব বিন যামআহ্ রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ফূফী থেকে বর্ণনা করেন আমরা শুনেছি হযরত আমিনা রদিয়াল্লাহু আনহা প্রায় বলতেন- 'আমি অনুভবও করতে পারিনি যে, আমি গর্ভধারণ করেছি। কারণ, অপরাপর মহিলাদের মত কোন ওজন কখনও আমার অনুভব হয়নি...।

প্রিয় নবীর বেলাদতে পাক তথা তশরীফ আনয়নের বর্ণনায় হযরত মোল্লা আলী আলক্বারী রদিয়াল্লাহু আনহু সহীহ ইবনে wহব্বান, মুস্তাদরাক-ই হাকেম ও মুসনাদে আহমদ থেকে হযরত এরবাজ বিন সারিয়াহ্ রদিয়াল্লাহু আনহু'র সনদে একটি রেওয়ায়েতে এনেছেন। যার শিরোনাম দিয়েছেন **خروج النور المحمّدی** ﷺ অর্থাৎ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভ আবির্ভাব।

عن العرباض بن سارية السلمٰی قال. قال رسول الله ﷺ انی عند الله فی ام الكتاب خاتم النبين ـ وان ادم لمنجدل فی طينته ـ وسأنبئكم باول ذالک دعوة ابراهيم و بشرٰی اخی عيسٰی قومه ورؤيا امی التی رأت انه خرج منها حين وضعت نور اضائت له قصور الشام ـ

রসূলে পাক এরশাদ ফরমান, আমি তখনও মহান আল্লাহর দরবারে 'খাতামুন্ নাবীয়্যীন'র আসনে আসীন যখন আদম আলাইহিস্ সালাম খমিরায় ছিলেন। আমি তোমাদের সামনে আমার প্রথম অবস্থার কথা জানাচ্ছি- 'আমি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম এর প্রার্থীত জন ও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক তাঁর সম্প্রদায়কে প্রদত্ত শুভ সংবাদ এর বাস্তবরূপ এবং আমার মায়ের সে প্রত্যক্ষ দর্শন যা তিনি প্রসবকালীন সচক্ষে দেখেছিলেন যে, তাঁর শেকম মোবারক থেকে অত্যুজ্জ্বল 'নূর' আবির্ভূত হল। যার আলোতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ উদ্ভাসিত হল।''

এখন সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সামনে মাটি ওয়ালাদের উপস্থাপিত ও উদ্ধৃত দলিল ও রেওয়ায়াতগুলোর সঠিক মর্ম উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে যা, তাঁরা এক চোখা দৃষ্টিতে বুঝতে ও বুঝাতে চেয়েছেন।

সর্বাধিক স্মরণযোগ্য বিষয় হচ্ছে তারা হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে 'মাটি'র তৈরি সাব্যস্ত করে অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ প্রমাণ করতে যে যুক্তিগুলো পেশ করেছেন অর্থাৎ ☆ তিনি আদমের সন্তান। ☆ পিতা-মাতার মিলনে মায়ের গর্ভে ভূমিষ্ট হয়েছেন। ☆জন্মের পর হালিমার দুধ পান করেছেন এবং ☆তাঁকে মাটির উৎপন্ন খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। এর একটিও তাদের দাবী পূরণ করে না। মাটি ওয়ালাদের ভাষায় 'রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তিনি নিজেও মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন, তাঁর দেহ মোবারক গঠনে মাটির উপাদান বিদ্যমান ছিল।' এটা ডাহা মিথ্যা ও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর এক জঘণ্য ইফতিরা তথা মিথ্যারোপ ও অপবাদ।

দেখুন,

☆ আদম আলাইহিস্ সালাম'র সন্তান হওয়া এবং ☆পিতামাতার মিলনে জন্ম নিয়েছেন বলে রসূল এ জন্য মাটির নয় যে, আমরা সহীহ শুদ্ধ বর্ণনার আলোকে প্রমাণ করেছি। হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস্ সালাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আমিনা রদিয়াল্লাহু আনহুমা পর্যন্ত প্রিয়নবীর পিতামাতাসহ সকল পূর্বপুরুষ সেই 'নূর' মোবারকের বাহক ছিলেন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাবীবে পাকের মানবীয় দেহ সৃজন সম্পন্ন করেছেন।

☆ জন্মের পর দুধ পান করেছেন।

☆খাদ্য ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করেছেন। এগুলো রসূলে পাকের 'মানুষ' হওয়া অবশ্যই প্রমাণ করে কিন্তু 'মাটির উপাদানে তৈরী' এ দাবী প্রমাণ করে না। যেহেতু ফেরেশতা, জ্বীন ও ইনসান তিন শ্রেণীর মাখলূক 'নূর', 'নার' এবং 'মাটি' দিয়ে তৈরি বলা হয়েছে। এদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে-

☆ ফেরেশতা এমন এক সূক্ষ্ম সৃষ্টি যাকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের মাঝে নারী-পুরুষ নেই। খাওয়া-দাওয়া নেই। ইচ্ছে মত আকৃতি ধারণ করতে পারে।

☆ আর জ্বীন আগুনের তৈরী মাখলূক (**والجانّ خلقناه من قبل من نار السموم**) তাদের মাঝে নর-নারী আছে। খাওয়া-দাওয়া করে। যা ইচ্ছা আকৃতি ধারণ করতে পারে। সূক্ষ্মতা এবং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বলে এরা ফেরেশতা সদৃশ। আবার নারী-পুরুষ ও পানাহার থাকায় ফেরেশতার

সাথে গরমিল। আল্লামা রাগেব ইস্ফাহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- **فكل ملئكة جن وليس كل جنّ ملآئكة** । এবার দেখি 'ইনসান' এর বিষয়। পবিত্র কোরআনে এসেছে-

خلقنا الانسان من نطفة .
لقد خلقنا الانسان من سللٰة من طين .
خلقنا الانسان من صلصال...
خلقناه من تراب .

সর্বসম্মত বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সরাসরি মাটির তৈরি। মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বীর্যের দ্বারা চলছে। যা সাধারণ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত। তদানুযায়ী ইনসান খাওয়া-দাওয়া করে। এদের মাঝে নারী-পুরুষ আছে। এরা যথেচ্ছা আকৃতি নিতে পারে না। এবার একটু দেখুন ইসলামী জ্ঞানে সর্বাদি সম্মত জ্ঞানী-পন্ডিত ওলামায়ে কেরাম ইনসান এর সংজ্ঞায় কী বলেন-

আল্লামা শরীফ জুরজানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁরই রচিত **التعريفات** কিতাবে লিখেছেন- **الانسان هو الحيوان الناطق** ''ইনসান মনের ইচ্ছা প্রকাশ করার যোগ্যতা সম্পন্ন একটি জ্ঞানী জীব।''

একজন ইনসান-ই-কামেল এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা জুরজানী বলেন-

الانسان الكامل : هو الجامع لجميع العوالم الا لهية والكونية الكلية والجزئية . وهو كتاب جامع الكتب الالٰهية والكونيةفمن حيث روحه وعقله كتاب عقلى مسمّى بأم الكتاب . ومن حيث قلبه كتاب اللوح المحفوظ . ومن نفسه كتاب المحو والاثبات . فهو الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة التى لايمسها ولا يدرک اسرارها الاالمطهرون من الحجب الظلمانية . فنسبة العقل الاول الى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح الانسانى الى البدن وقواه وان النفس الكلية قلب العالم الكبير كما ان النفس الناطقة قلب الانسان . ولذالک يسمّى العالم بالانسان الكبير .

''ইনসানে কামেল। তিনিই তো ঐশী ও জাগতিক যাবতীয় নিদর্শনাদির একমাত্র সমাহার। তিনিই স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কীয় সামগ্রিক জ্ঞানের ভান্ডার। পরমাত্মা ও আকল এর দিক থেকে তিনিই পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'উম্মুল

কিতাব'। ক্বল্‌বে পাক তথা চিত্তের বিশালত্বে তিনিই 'লাওহে মাহফূজ'। পূতঃপবিত্র স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনিই সব কিছুর সংরক্ষণাগার। মহাগ্রন্থ আল্ কোরআনের ভাষায় ইনসান-ই-কামেলই মহা পবিত্র সর্বোচ্চ সম্মানিত জ্ঞানলিপি 'সুহুফে মুকাররমাহ্'। মানবীয় পঙ্কিলতার তিমিরাচ্ছন্ন পর্দাসমূহ থেকে মুক্তিলাভ ছাড়া যাকে ছোঁয়া যায় না, যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় না। বিশাল জগতের সাথে আকলে আউয়াল তথা জগদ্ধাত্রির যে সম্পর্ক মানবদেহ ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের সাথে মানবাত্মার সে সম্পর্ক মানে নিখিল জগৎ যেমন বিধাতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত তেমনি মানবদেহের উপর মানবাত্মার কর্তৃত্ব। মানুষ যেমন অনুভূতি-অনুধাবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল তেমনি এ বিশাল জগতের হৃদযন্ত্র হচ্ছেন 'নফসে কুল্লিয়াহ্' তথা মৌলিক আত্মা মানে 'ইনসান-ই-কামিল'। তাই একজন মহামানবকে একটি জগৎ বলা হয়।

কে এই ইনসান-ই-কামিল?

'মাটি' ওয়ালা ভায়েরা! ইনসানে কামিল এর এ জঠিল-কঠিন সংজ্ঞা দেখে অন্বেষণে নেমে বনী ইসরাঈলের গাভী তালাশ করার মত দিশেহারা হবার দরকার নেই। আসুন, আল্লামা ইক্ববাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র এ অমিয় বাণী আপনাদের দিশা দিয়ে দেবে। তিনি ফরমাচ্ছেন-

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب- گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب

এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার পবিত্র সত্ত্বাই 'লাওহে মাহফূজ' আপনিই 'ক্বলম', আপনার পবিত্র সত্ত্বাই 'আল্ কিতাব। এ বিশাল স্বচ্ছ আকাশের নীল গুম্বজ যেন আপনার কুল কিনারাহীন সত্ত্বায় ক্ষুদ্র দানার মতই।

যারা খোদার সৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ইনসান-ই-কামিল 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর সৃষ্ট 'নূরানী ইনসান' হবার এত অজস্র অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও টেনে হেঁছড়ে মাটির সৃষ্টি প্রমাণ করে ''মুহাম্মদ (সঃ) অন্য সব মানুষের মত একজন মানুষ'' লিখছে ও বলছে তাদের হাত, কলম, মুখ ও বুক আল্লাহর ভয়ে এতটুকুও প্রকম্পিত হয় না? ''অন্য সব মানুষ'' বলতে 'নমরূদ, ফিরআউন, হামান, সাদ্দাদ, কারূন, আবু জেহেল, আবু লাহাব, এজিদ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মানব ইতিহাসে ধিকৃত এমন নর পশুদেরও বুঝায় আল্লাহ্ পাক যাদের 'মানুষ' তো নয়ই, খিনজির-কুকুরের মত নাপাক জানোয়ারের চেয়েও অধম বলেছেন **اُولٰـــئِکَ كَاالْاَنعَام بَلْ هُمْ اضَل** । আল্লাহ্ মুসলমানদের হেফাজত করুন।

আসলে খাওয়া-দাওয়া, জন্মদান, জন্মগ্রহণ ইত্যাদি সৃষ্টির উপাদান নূর, নার

কিম্বা মাটি হওয়ার ভিত্তিতে নয়। এগুলো সৃষ্টির শ্রেণী ফেরেশতা, জ্বীন এবং মানুষ হওয়ার ভিত্তিতে।

'সূক্ষ্ম উপাদানের সৃষ্টি বলে ফেরেশতাদের মধ্যে পানাহার ও নারী-পুরুষ নেই।' এ যুক্তি ঠিক নয়। কারণ, জ্বীনরাও সূক্ষ্ম উপাদান নার তথা আগুনের সৃষ্টি। এদের পানাহার, জন্মগ্রহণ, জন্মদান সবই আছে।

অতএব ফেরেশতাদের আল্লাহ্ তায়ালা 'মাটি' দিয়ে সৃষ্টি করলেও তাদের মাঝে পানাহার ইত্যাদি থাকত না এবং সেটা উপাদানের কারণে নয়, 'ফেরেশতা' হওয়ার কারণেই।

তদ্রুপ নবীজী নূরের সৃস্টি হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ, জন্মদান, পানাহার ইত্যাদি করেছেন। যেহেতু নবী 'মানুষ' ফেরেশতা নন। 'মানুষ' হলেই উপাদান মাটিই হবে এটা জিহালত তথা অজ্ঞতার নামান্তর।

যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন-

''আমি আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং আল্লাহর নূরে সৃষ্টি তবে আদমের নসলে পিতা-মাতার মাধ্যমে বশর বা মানুষ হয়ে দুনিয়ায় এসেছি।

তাই সাব্যস্ত হল 'রসূল' বশর কিন্তু খাকী মানে মাটির নন বরং নূরী বশর বা নূরের মানুষ।

মাটি পুস্তিকায় পেশকৃত দলিলসমূহের হাক্বীকৃত

তাফসীরে মাযহারী শরীফ থেকে উদ্ধৃত এবারতটির সঠিক বিশ্লেষণ আমরা ইতোপূর্বেও করেছি। তবুও তাদের কাংখিত এবারতটি তুলে ধরছি। এরশাদ হচ্ছে- **انى وابابكر و عمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن** এখানে **تربة** শব্দের অর্থ মাটি নয় বরং দাফনের স্থান বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ ক্বরব। **وفيها ندفن** দ্বারা সেটাই স্পষ্ট। রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ। তাই তাঁর মীলাদে পাকও হয়েছে। হয়েছে তাঁর বেসাল মোবারকও ওফাত শরীফের ভিত্তিতে **وفيها نعيدكم** এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুনির্দিষ্ট 'মাদফান' তাঁর জন্যও ছিল। আর রসূলে পাকের দাফনের স্থান সেখানেই যেস্থানে তাঁর দেহ মোবারক সৃষ্টির 'নূর' সংরক্ষিত ছিল।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সৃষ্টি জগতের মূল। **انا من نور الله والخلق كلهم من نورى**। নাভী বলে কোন বস্তুর মূলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়। যুরকানী শরীফের ইবারত- ''**من اصل طينة رسول الله ﷺ سرة الارض**'' পৃথিবীর নাভী বলে সৃষ্টিকুলে রসূলে পাকের মহামর্যাদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানেও **طينة** শব্দের অর্থ মাটি নয় নূরানী টুকরো বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবীর একেবারে মাঝখানে সংরক্ষিত ছিল।

মিশকাত শরীফ 'ফাজায়েলে সায়্যিদিল মুরসালীন' নামক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত রেওয়ায়েতটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। এরশাদ হচ্ছে- **فاتاه بالقبضة البيضآء التى هى موضع قبر رسول الله ﷺ** এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যেখান থেকে নেয়া হয়েছে তা ছিল রসূলে পাকের কবরের স্থান। এ থেকে প্রথম দলিলে উদ্ধৃত **من تربة** এর অর্থ আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। কি নেয়া হয়েছে? বলা হচ্ছে **القبضة البيضآء**। এখানেও **القبضة** অর্থ এক মুষ্টি। নিয়েছেন **البيضاء** এর অর্থ মাটি নয়। অনুবাদ করেছেন সাদা মাটি যা বাস্তবতার বিপরীত । এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাওলিদুল আরূস' কিতাবে হযরত কা'ব আহবার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাচ্ছেন- **لما اراد الله سبحانه و تعالٰى خلق المخلوقات وخفض الارضين ورفع السمٰوٰت قبض قبضة من نوره سبحانه وتعالٰى وقال لها كونى محمّدا قبضة من نوره فصارت تلك القبضة عمودا من نور الخ** এখানে **القبضة البيضآء** পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। বোঝা গেল মিশকাতের বর্ণনায় এ অর্থ সাদা মাটি হতে পারেই না। অর্থ হবে উজ্জ্বল-আলোকময় মানে সংরক্ষিত 'নূর'। তাই **القبضة البيضاء**র অর্থ 'সাদা মাটি' বলা বিভ্রান্তিকর ও মূর্খতারই নামান্তর।

দায়লামীর এবারত- **كل مولود ينشر على سرته من تراب حفرته فاذا مات ردّ الى تربته** সর্ব সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে বলা যায় এটা কেবল কবরের সুনির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করার জন্য। হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শানে প্রমাণিত সত্য হচ্ছে কবর শরীফের স্থান থেকে মাটি নয় বরং সংরক্ষিত 'নূর' মুবারকই তুলে আনা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত **مختصر تذكره** থেকে উদ্ধৃত এবারতে কোথাও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী'' এ কথার নামগন্ধও নেই। পুরো এবারতের সারমর্ম হচ্ছে সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর ও সায়্যিদুনা হযরত ওমর ফারূকে আযম রদিয়াল্লাহু আনহুমা'র অনন্য ফজীলত বর্ণনা করা। আর তার কারণ হচ্ছে তাঁদের কবর শরীফ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজায়ে আতহার এর এত নিকটে যে, মনে হয় যেন একটিই কবর। অতএব উদ্ধৃত বক্তব্যে- **فان طينتهما من طينة رسول الله ﷺ ...الا من طينة واحدة ثم ردهم الى تلك الطينة** 'ত্বীনত' শব্দ দ্বারা মাটি নয় কবর

বোঝানো হয়েছে। মাঝখানে অন্য কোন কবরের স্থান নেই। তাই অতি নৈকট্যের কারণেই **من طينة واحدة** বলা হয়েছে। আল্লামা শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল্ ইয়াওয়াক্বীত ওয়াল জাওয়াহির' এ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির প্রথম ও নূরের সৃজন' এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যারা মাটি প্রণেতাদের মত **اوّل ما خلق الله العقل** কিম্বা **اوّل ما خلق الله روحى** ইত্যকার বর্ণনা দ্বারা রসূলে পাকের নূরের সৃষ্টি ও প্রথম সৃষ্টি হওয়াকে অস্বীকার করতে চেয়েছে তাদের জবাবে লিখেন-

فان قلت: قد ورد فى الحديث اول ما خلق الله نورى وفى رواية او ما خلق الله العقل فما الجمع بينهما؟ فالجواب ان معناهما واحد لان حقيقة محمد ﷺ تارة يعبّر عنها بالعقل الاول وتارة بالنور

মানে আক্বলে আওয়াল এবং 'নূর' দুটোই প্রিয়নবীর বৈশিষ্ট্য তাই উভয়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। বিবেকবানরা চিন্তা করুণ, যিনি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'নূর' বললেন, মানলেন, লিখলেন এবং অস্বীকার কারীদের জবাব দিয়ে প্রতিহত করলেন, তাঁরই উদ্ধৃতি দিয়ে নবী অন্য সব মানুষের মত একজন মানুষ প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা জঘণ্যতম ধোঁকাবাজি নয় কি?

দেখুন তো মাটিওয়ালা ভাইয়েরা! আমাদের এ বক্তব্য আপনাদের পেশকৃত আল্লামা আইনী রহমাতুল্লাহির আলাইহি'র এবারত কত বলিষ্টভাবেই সমর্থন করছে। চোখ থেকে মাটির ল্যান্স খুলে সিদ্দীকে আকবরের মত নবীপ্রেম সুধায় সিক্ত নূরানী আয়না লাগিয়ে উক্ত এবারতে পুনঃদৃষ্টি দিন তো। লক্ষ্য করুন-

باب ما جآء فى قبر النبى ﷺ وابى بكر و عمر رضى الله عنهما اى هذا الباب فى صفة قبر النبى ﷺ و صفة قبر ابى بكر و عمر رضى الله عنهمامن كون قبرهم فى بيت عآئشة رضى الله عنها ومن كون ابى بكر معه ﷺ وفيه فضيلة عظيمة لهما فيما لايشاركهما احد وذالك انهما كانا وزيرهٗ فى حال حياته و صار ضجيعه بعد مماته وهذه فضيلة عظيمة خصّهما الله بها وكرامة ...لم تحصل لاحد وايضا بقرب طينهما من طينه ﷺ

হযরাতে শায়খাইন রদিয়াল্লাহু আনহুমার ফজিলত তথা মর্যাদা বর্ণনায় আল্লামা আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বার বার প্রিয় নবীর সাথে তাঁদের অতি নৈকট্যের

বিষয়টাকে প্রণিধানযোগ্য হিসেবেই পেশ করেছেন। বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে চেয়েছেন সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম রদিয়াল্লাহু আনহুমার কবরদ্বয়ের। অর্থাৎ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর মুবারকের অতি নিকটে তাই, এত ফজিলত। অতএব **بقرب طينهما من طينه** এর অর্থ হবে **بقرب قبرهما من قبره** ﷺ। মানে **طِيْن** শব্দের অর্থ উভয় স্থানে 'কবর'ই হবে। কিন্তু 'মাটি' ওয়ালাদের দৃষ্টিতে 'দেহ সৃষ্টির মাটি।'

আল্লামা আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র দ্বিতীয় এবারতেও হযরাতে শায়খাইন রদিয়াল্লাহু আনহুমার ফজিলত বর্ণনায় **ملحد** মানে কবরের কথা উল্লেখ রয়েছে। এরপর **ولقرب طينهما من طينه** ﷺ এ **طينه** অর্থ দেহ সৃষ্টির মাটি নয়, এর অর্থ হবে **القبضة البيضاء** অর্থাৎ **قبضة من نوره** মানে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহ মুবারক সৃষ্টির জন্য সংরক্ষিত আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নূর। তাই, এর অর্থ হবে হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুকে আযম রদিয়াল্লাহু আনহু'র কবরদ্বয় প্রিয় নবীর নূর মুবারক সংরক্ষণের স্থান তথা রওজাতুল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অতি নিকটে হওয়ায় তাঁরা অদ্বিতীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

তাফসীরে রূহুল বায়ান এর এবারত- **ان جبريل عليه السلام اخذ طينة النبى ﷺ فعجنها بمياه الجنة** এখানে **عجن** শব্দের অর্থ ধৌত করা নয়, এর অর্থ 'খামিরা তৈরি করা'। তাই শাব্দিকভাবে এর অর্থ উদ্দেশ্যে হবে না। প্রথমত: মাটিওয়ালারাও জানেন এবং লিখেছেন মাতৃগর্ভে মানবদেহ গঠনের সময় আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরতে তাঁর নাভীতে কবরের কিছু মাটি ছিঁটিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত: মায়ের জরায়ুতে বীর্য দ্বারাই মানবদেহ গঠিত হয়, যা সূরা মুমিনূন শরীফের ১২, ১৩ ও ১৪নং আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এটাতো তাদের অজানা নয় নিশ্চয়।

অতএব বলুনতো রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহ মুবারক সৃষ্টির জন্য কী পরিমাণ মাটি ব্যবহার করেছেন? যা ধৌত করতে হল কিম্বা খামিরা করতে হল? কারো জন্যে তো এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়নি, স্বয়ং যাদের সৃষ্টিতে মাটি মিশ্রনের কথা রয়েছে। আর যার শানে নূরের সৃষ্টি হওয়ার সরীহ বর্ণনা এসেছে সেখানে খামিরা করা কিম্বা ধৌত করার প্রশ্নই অবান্তর। প্রকৃত অর্থে এখানে রওজা পাকের স্থানে প্রিয় নবীর নূরানী কায়া মুবারক সৃষ্টির জন্য সংরক্ষিত 'নূর' মুবারকের স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বোঝানই উদ্দেশ্য। নবীর দেহ সৃষ্টির 'মাটি' বোঝাতে নয়।

এ প্রসঙ্গে মাটি পুস্তিকায় শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি

আলাইহি'র 'মাদারিজুন্নুবুওয়্যত' থেকে একটি এবারত এনেছেন যার মর্ম হচ্ছে, ''আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চন্দ্র-সূর্যের সাথে উপমা না দিয়ে প্রদীপের সাথে উপমা দিয়েছেন যেহেতু তাঁর দেহ মুবারক সৃষ্টির উপাদান জমীন থেকে সংগৃহীত ছিল।

বাহ! মাটি ওয়ালারা এখান থেকেও নবীজি মাটির তৈরী বলে প্রমাণ করতে চান? অথচ শায়খে মুহাক্কিক দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন নবীজি প্রথম সৃষ্টি ও নূরের সৃজন। বিবেকের চোখ-কান খোলা রেখে সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা দেখুন তো আমরাও মানি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দেহ মোবারক সৃষ্টির উপাদান জমিন থেকেই সংগৃহীত। এখন জমিন থেকে হলে ওটা মাটিই হবে এমন গাঁজাখোরী কথা কেউ শুনেছেন? মাটিতে সোনা-রূপা, লোহা-তামা, কয়লা, তেল-গ্যাস ইত্যাদি অসংখ্য খনিজ পদার্থ আল্লাহ্ পাক সংরক্ষণ করে রেখেছেন। পেট্রোবাংলা জমিন থেকে গ্যাস উত্তোলন করে সরবরাহ করে, আমরা গ্যাস জ্বালাই, গ্যাসের বিল দিই। কই মাটি থেকে সংগ্রহ করে বলে কেউ তো উত্তোলনকারী, বন্টনকারী কর্তৃপক্ষকে বাখরাবাদ মাটি সিস্টেম্স বলে না। গ্যাস কোম্পানীই বলে। আমরাও মাটি জ্বালাই না, বরং গ্যাসই জ্বালাই। গ্যাসের বিল বলি।

আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহ মুবারক সৃষ্টির জন্য স্বীয় খাছ 'নূর' মুবারককে বিশেষ কুদরতে মদীনার জমিনে সংরক্ষণ করেছিলেন। আর সেই সংরক্ষিত 'নূর' পাক সেই জমিন থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাই বলে নবীজির দেহ মুবারক সৃষ্টির উপাদান মাটি হয়ে যাবে আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটির সৃষ্টি বা মাটির মানুষ বলব? তাও আবার অন্য মানুষের মতই মাটির মানুষ? ওয়াল্লাহু ইয়াহ্দী মাঁই য়াশা-উ ইলা- সিরাতিম্ মুস্তাক্বীম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে মাটির তৈরী প্রমাণ করে তিনি অন্য সব মানুষের মতই একজন মানুষ' এ জঘণ্যতম দুর্গন্ধময় ধৃষ্টতাপূর্ণ সর্বনাশা ঈমান সংহারী ধারণাটি সর্ব সাধারণের মনমগজে ঢোকাবার জন্যে মাটি ওয়ালারা জেনে শুনে কিম্বা অজ্ঞতা বশত: মুসলিম মিল্লাতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষীদেরও জড়িয়ে কলঙ্কিত করার অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন।

যে কোন বিষয়ে কোন মনীষীর উক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর অন্যান্য বাণীও পাশাপাশি রাখতে হবে। তা নাহলে এক পেশে মনগড়া সিদ্ধান্ত ঐ মহান বুযুর্গের প্রতি অমার্জনীয় অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে।

বিবেকের প্রদীপ জ্বেলে সচেতন মুসলিম ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন, মাটি প্রণেতা এ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক সম্রাট আশেকে রসূল আল্লামা জালালুদ্দীন রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র একটি প্রেমময় বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন নবীজী মাটির তৈরি অর্থাৎ মাটির মানুষ। অথচ একটু অবচেতন মুক্ত হলে তিনি বুঝতে পারতেন আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বাণী তার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে বুমেরাং হয়েছে।

প্রথমত: আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র বাণীর মর্ম ও উদ্দেশ্য মাটিওলাদের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেখুন, আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরাতে আম্বিয়ায়ে এজাম এবং আউলিয়া-এ-কেরাম সম্পর্কে আমাদের কী বলেছেন-

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر - گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

মানে- পবিত্রজনদের বাহ্যিকভাবে তোমার মত মনে হলেও সাবধান! তাঁদেরকে তোমার সাথে তুলনা করো না।

اشقیا را دیدۂ بینا نہ بود - نیک و بد در چشم شاں یکساں نمود

''হতভাগা বেআদবরা অন্তর্দৃষ্টিশূন্য, যদ্দরুণ তাদের চোখে ভাল-মন্দের কোন তারতম্য নেই।''

ہمسری با اولیاء بر داشتند - انبیاء را ہمچوں خود پنداشتند

মানে- নবী এবং অলীগণকে এ দুরাচাররা নিজেদের মতই ধারণা করে।

گفت اینک ما بشر ایشاں بشر - ما و ایشاں بستہ و خوابیم و خور

এ নরাধমরা বলে- আমরা এবং নবী-অলী সবাইতো মানুষ। পানাহার শয়ন-জাগরণ সবই তো এক।

ایں ندانستند ایشاں از عمی - ہست فرقے در میاں بے انتہا

নরাধমরা অন্তর্দৃষ্টিহীনতার কারণে জানেনা যে, উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

হযরত আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে এ সত্যটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন-

ہر دو گوں آہو گیا خوردند و آب - زاں یکے سرگیں شد و زاں مشکناب

অর্থাৎ দু'টো হরিণ একই ধরণের ঘাস-পানি ভক্ষণ করলেও একটি থেকে গোবর আর অন্যটি থেকে সৃষ্টি হয় মেশ্ক আম্বর।

ہر دو یک گل خوردز بنور و کحل - لیک زاں شد نیش و زاں دیگر عسل

কালো ভ্রমর আর মৌমাচি একই ফুলের রস আহরণ করলেও একটির মাঝে

প্রাণ সংহারি বিষ আর অন্যটির মাঝে প্রাণ রক্ষাকারী মধু সৃষ্টি হয়।

এবার নবী-অলী এবং অন্যদের সাথে আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র তারতম্য মূলক আক্বীদাটি লক্ষ্য করুন। ফরমাচ্ছেন-

ایں خورد گردد پلیدی زیں جدا - واں خورد گردد ہمہ نور خدا

"সাধারণ মানুষ যে পানাহার করে তা তারই ছোঁয়ায় নাপাকিতে পরিণত হয়, আর নবীর পানাহার তাঁর ভেতরে নূরেই পরিণত হয়।"

প্রতীয়মান হল আল্লামা জালালুদ্দীন রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে অন্য মানুষের মত একজন সাধারণ মাটির মানুষ এ আক্বীদা পোষণ করতেন্ না বরং নূরের তৈরী ও নূরানী মানুষই মনে করতেন। নবীকে যারা আমাদের মত কিম্বা অন্যসব মানুষের মতই মানুষ হিসেবে গণ্য করে তাদের প্রতি আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন দেখুন-

گر نہ فرزند بلیسی اے عنید - پس ترا میراث آں سگ چوں رسید

মানে- নবী-অলীদের নিজেদের তথা সাধারণ মানুষের সাথে তুলনাকারী হে বদ্‌বখত বে আদব তুমি নিশ্চয় ইবলিশের সন্তান। তা নাহলে সেই ইবলিশী চরিত্রের তুমি কিভাবে উত্তরাধিকারী হলে?

মাটি ওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ্ পাক মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন ইবলিশের চাক্ষুস দেখা। 'সিজদা কর আদমকে' খোদায়ী আদেশ পেয়ে ইবলিশ বলল- 'আদম মাটির তৈরি' সিজদা করা মানে তাকে সম্মান করা আমার দ্বারা তা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কাফের ও অভিশপ্ত ঘোষণা করলেন।

এদিকে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন (১) আমি স্রষ্টার সর্বপ্রথম সৃষ্টি اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ জানিয়ে দিলেন আমি আল্লাহর নূরে সৃষ্ট خُلِقْتُ مِنْ نُوْرِ اللّٰه। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করলেন قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْر। সাহাবী, তাবেয়ী, তাবয়ে তাবেয়ীগণ এবং সর্বযুগে আশেকে রসূল ওলামায়ে দ্বীন মুসলিম মিল্লাত তা নিঃসঙ্কোচে মানলেন। এমতাবস্থায় কেউ যদি বলে 'আমরা মানুষ'। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষ। আমাদের পিতা আদম মাটির তৈরি। তাই আমরাও মাটির। অতএব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অন্যান্য মানুষের মত মাটির তৈরি মাটির মানুষ। যুক্তি-তর্কে সে নিশ্চয় ইবলিশকেও হার মানাবে এবং ইবলিশের চেয়েও জঘণ্যতম কাফের হিসেবে গণ্য হবে। কারণ সে একটা জ্বলন্ত সত্যের অপলাপ করেছে।

যুগ শ্রেষ্ঠ আশেকে রসূল আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যাঁর আক্বীদা হচ্ছে "রসূল আপাদমস্তক এমন নূরানী সত্ত্বা যিনি পানাহার করলে তাও নূরে পরিণত হয়।" তিনি প্রিয় রসূলকে মাটির শরীর বলেছেন শুনতে অবাক লাগার মতই। বাস্তবে আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র বাণী- جسم خاک از عشق بر افلاک شد এর মর্ম হবে মাটিতে সংরক্ষিত ও মাটি থেকে সংগৃহীত قبضة من نور অর্থাৎ নূরানী টুকরোতে সৃজিত 'মানুষ'টি খোদায়ী প্রেমের অবগাহনে লা-মকান পরিভ্রমণ করেছেন। এখানে তিনি প্রেমের মহিমা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদান নূর কিনা মাটি বিবেচ্য নয়, প্রেমই মহত্ব অর্জনের সোপান। আর প্রিয় রসূলের নূরানী সত্ত্বাইতো খোদায়ী প্রেমের মূল আধার। খোদা প্রেমের ফয়জ তো একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই পাওয়া যায়। এ বিশ্লেষণ এ জন্যেই করতে হয় যে, যেন কোরআন-সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস এবং উদ্ধৃত বাণীর মূল বক্তার বাণীগুলোতে পারস্পরিক দ্বন্ধের অবকাশ না থাকে।

جسم خاک এরঅর্থ যদি 'মাটির শরীর - মাটির তৈরি' নেয়া হয়, "মাটি প্রণেতাদের নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত প্রবাদটিই বাস্তবায়িত হয়।" গোটা পুস্তিকাতেই যা বাস্তব সত্য। কারণ আদ্যোপান্ত পুস্তিকাটিতে 'মুহাম্মদ (স:) অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ সাব্যস্ত করে মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে নমরূদ, ফিরআউন, আবু জেহেল ও আবু লাহাবদের কাতারে নামিয়ে আনতে যারা দ্বিধা করেনি তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী, আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে شَرُّ الْبَرِيَّةِ মানে সৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কিন্তু মাটি প্রণেতাদের দৃষ্টিতে মনে হয় খোদার সৃষ্টিতে সর্বাধিক উত্তম বস্তুটির নাম 'মাটি' এবং 'মাটি'র উপাদানে তৈরি বলেই 'মুহাম্মদ' এর সম্মান।

অথচ আল্লামা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র উল্লিখিত বাণী 'মাটি প্রমাণকারীদের ধারণাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়নি? তিনি বোঝাতে চেয়েছেন جسم خاک মাটির দেহের উর্ধ্বলোক ভ্রমনের কোন সুযোগই ছিল না। সম্ভব হয়েছে از عشق অর্থাৎ প্রেমের কারণে মানে 'প্রেমই' তাকে মহীয়ান গরীয়ান করেছে। প্রতীয়মান হল, উপাদান মাটি হওয়াতে মহত্ব নেই। প্রেমহীন মানুষ নিম্ন থেকে নিম্ন স্তরেই পড়ে আছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ (অতঃপর মানুষকে (তার কর্মদোষে) হীন থেকে হীনতমে পরিণত করি) (اعراف ١٧٩) اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ (এরা পশুর ন্যায় বরং তদপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত)। মাটি প্রেমে উদ্ভ্রান্ত মৌংরা ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে

চেয়েছেন ''বেলায়েতের মর্যাদায় ফেরেশ্তাগণ নবীদের চেয়ে উত্তম হলেও (মূলত জমহুরের মত নয়) নুবুয়তে এবং রিসালাত এর মর্যাদায় ফেরেশতাদের চেয়ে নবী রসূলগণ শ্রেষ্ঠ। আর এর একমাত্র কারণ নবী সৃষ্টির উপাদান মাটি হওয়া (নাঊযু বিল্লাহ্)।

ইমামে রব্বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র বাণীটির ভাবার্থ যেন এটাই যে 'সৃষ্টির উপাদান মাটি হওয়ার কারণেই নুবুওয়ত এবং রিসালাত পদটি মর্যাদাবান হয়েছে। উপাদান নূর কিম্বা নার বা আগুন হলে এত বড় মর্যাদা হত না (মূর্খতা আর কাকে বলে)।

সবাই জানে মানব সৃষ্টির উপাদানে 'মাটি' ছাড়াও আগুন, পানি এবং বাতাসও রয়েছে। পবিত্র কোরআনে এসেছে মাটি মরা ও প্রাণহীন হয়ে অনুর্বর তথা উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন বাতাসের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প একত্রিত করে ভারি মেঘে পরিণত করার পর তা থেকে পাণি বর্ষণ করে সে পানি দ্বারা মরা মাটিকে জীবিত ও উর্বর করা হয়। এরশাদ হচ্ছে- **فاحيينابه الارض بعد موتها** (১) **وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى اذا اقلّت سحابا ثقالا سقنٰه لبلد ميّتٍ فانزلنا به المآء فاخرجنا به من كل الثمرات** (২) নির্জীব মাটিকে সজীব করা হল পানি দিয়ে। বলুন তো মর্যাদাটা কার বেশি হল? বাস্তবে উপাদান মূল বিবেচ্য নয়। আল্লাহ্ পাকের বাণী আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি **من سلٰلة من طين** মানে মাটির উপাদানে, **من ماء مهين** অর্থাৎ নিকৃষ্ট পানি (বীর্য) দিয়ে। এখানে কি উপাদান গত মর্যাদার কথা বলেছেন? মোটেও নয়। বলেছেন, দেখ আমি কত বড় মহান স্রষ্টা নিকৃষ্টতম উপাদান থেকে ইনসান বানিয়ে সৃষ্টিতে সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছি। এটা ইনসানের শ্রেণী ও কর্মগত মর্যাদা। যা তাকে ফেরেশতারও উপরে নেয়ার কথা বলেছে। উপাদান গত মর্যাদা নয়। (দেখুন না শ্রেণীগত দায়িত্ব পালনকারী মুমিনদের বলা হয়েছে **خَيْرُ الْبَرِيَّة** আর এই শ্রেণীগত মর্যাদা ক্ষুন্নকারী কাফিরদের বলা হয়েছে **شَرُّ الْبَرِيَّة**। আমাদের প্রিয়নবী ইনসান তবে নূরের সৃষ্ট ইনসান। ইমামে রব্বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র এ আক্বীদা আমরা ইতোপূর্বে উদ্ধৃতি দিয়েছি। তাই, এখানে তাঁর বাণীর উল্টো ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবার কোন সুযোগ নেই। আর ''মুহাম্মদ (সঃ) মাটির মানুষ'' ''অন্য সব মানুষের মতই একজন মানুষ'' ইত্যকার জঘণ্যতম উক্তি করে অধ্যাপক গোলাম আযম কিম্বা মাটি প্রণেতারা ভ্রান্তি এবং গোস্তাখী থেকে নিষ্কৃতি পাবেন্ না।

ধ্রুবসত্য এটাই যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীব হুজূর পুরনূর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সৃষ্টি জগতে সর্বপ্রথম সৃজন করেছেন। যখন মহান আল্লাহর সত্ত্বা ব্যতীত কিছুই ছিল না। এমন কি জ্বীন ফেরেশতা ও ইনসান সৃষ্টির উপাদান তথা নার, মাটি ও নূরও ছিল না। সর্বময় ক্ষমতার মালিক যিনি **فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْد** যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন **عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر** কোন কিছুরই যিনি মুহতাজ-মুখাপেক্ষী নন **اَلصَّمَدُ** সে চিরন্তন সত্ত্বা আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত স্বীয় সত্ত্বার সামগ্রিক পরিচয় দানকারী রূপে যাঁকে সৃষ্টি করে ধরাধামে প্রেরণ করেছেন **قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِكُمْ** অর্থাৎ স্রষ্ঠার সঠিক পরিচয়দানকারী জানিয়ে দিলেন **اَنَا اَوّلُ الْمُسْلِمِيْنَ** অর্থাৎ প্রথম আত্মসমর্পণকারী মানে সর্বপ্রথম সৃষ্টি আমিই। আমাদের বোঝার জন্যেই বলে দিলেন **خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللّٰهِ** মানে আমি মহান আল্লাহর নূরানী ইচ্ছার (**ارادة التخليق**) সর্বপ্রথম বাস্তবরূপ।

তাই একজন সত্যিকার মুসলমানের আক্বীদা হচ্ছে নবীজী আপাদমস্তক ইনসান। সূরাতে এবং সীরাতে সর্বদিকে ইনসান। যেহেতু তিনি সৃষ্টিতে সকল সৃষ্ট বস্তুর আগে তাই তিনি **নূরানী ইনসান।**

প্রসঙ্গঃ "মাটির মর্যাদা"

মুসনাদ-এ ইমাম আহমদ -এ হযরত আবু দারদা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন **حبُّک الشیءَ یعمی و یصم** মানে- ভালবাসা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। একটি অসত্য ও অবাস্তব উক্তি "মুহাম্মদ (সঃ) অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ" (আস্তাগফিরুল্লাহ্ মাআযাল্লাহ্) প্রমাণ করতে মাটিপ্রেমে উদ্ভ্রান্ত আহসানুল্লাহ্ সাহেবানরা আঁকায়-বকায় কীযে আঁকেন আর বকেন হুঁশ থাকে না। অপরিণামদর্শী হিসেবে তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, মান-অপমান তথা সম্মান-অসম্মান সৃষ্টির উপাদান দিয়ে বিচার করা হয় না। ইবলিশের ধারণা ছিল সে আগুনের তৈরী তাই মাটির আদম থেকে সে উত্তম। তার এ ধারণা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে কর্ম দ্বারাই মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয়।

এটাই যখন সত্য, তখন 'মাটির মর্যাদা' শিরোনামে মাটির গুণকীর্তন করতে গিয়ে 'নূর'কে ছোট আর অমর্যাদাবান করার ব্যর্থ চেষ্টা কেন?

তাঁর প্রশ্ন, মাটির মর্যাদা বেশি না হলে মাটির সৃষ্টি আদমকে নূরের সৃষ্ট ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করালো কেন? অন্যদিকে নবীদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি না করে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন কেন? (মানে নূর থেকে মাটি শ্রেষ্ঠ বলেই) অথচ লিখেছেন 'মাটি বা নূরের সাথে সম্মান-অসম্মান সম্পৃক্ত নয়।' আবার ওলামায়ে আহলে সুন্নাতকে দায়ী করে বলেছেন-

"অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামের বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ)কে মাটির মানুষ বলার অর্থই হচ্ছে তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা এবং নূর দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলাই হচ্ছে তাঁর সম্মান সমুন্নত করা।"

মাওলানা সাহেব, পরিতাপ তো আপনাদেরই জন্য যারা একই নিঃশ্বাসে অনেকগুলো পরস্পর বিপরীত কথা লিখেন আর বলেন। সুন্নী ওলামায়ে কেরামতো যা ধ্রুব সত্য সেটাই লিখছেন আর বলছেন, তা হচ্ছে 'নবীকুল সম্রাট হুজূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান স্রষ্টা আল্লাহর 'নূর' দ্বারা সৃজিত। সম্মান-অসম্মান এর মাপকাঠি এটা নয়। বরং আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের দরবার হতে মহা সম্মানিত 'নুবুওয়্যত' ও 'রিসালাত' এর সর্বোচ্চ পদমর্যাদা লাভই সৃষ্টিকুলে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান হওয়ার সোপান।

আপনারাইতো শরীয়তের দলিলসমূহে মনগড়া আর সুবিধাবাদি পন্থা অবলম্বন

করে রসূলের রূহ এবং দেহ বিভক্ত করে 'রূহ' নূরের তৈরী আর 'দেহ'কে একবার কাদা মাটির আবার সাদামাটির তৈরী ইত্যাদি সেচ্ছাচারী মন্তব্য করেছেন।

অথচ ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্রিয় নবীজির দেহ মোবারক সৃষ্টির উপাদান যমিন থেকে সংগৃহীত হয়েছে সত্য, কিন্তু তা মাটির অংশ কিংবা মাটির উপাদান ছিল না। তা ছিল রসূলে পাকের পবিত্র দেহ সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যমিনে সংরক্ষিত এক বিশেষ ও মহামর্যাদাবান 'নূর'। যাকে বাহাউল আরদ, মানাউল আরদ, কুলবুল আরদ, আলকুবদ্বাতুল বায়দ্বা ইত্যাদি অভিধায় অভিধিত করা হয়েছে। কিন্তু নিশাচর তো দিনের আলোয় বেরই হতে চায় না, সূর্যদর্শন তার হবে কী করে?

মাটির মাওলানার দলিলসমূহের "ضلالت"

আশায় বুক বেঁধে ঘটা করে যে দলিলগুলো দিয়েছেন রূহুল বয়ান আর শামী থেকে তাতে আমাদের সাথে একবার চোখ বুলিয়ে যান।

রূহুল বয়ান শরীফের এবারতে **تفضیل الارض علی السمآء** মানে তুলনামূলক আসমানের চেয়ে যমিন মর্যাদাবান বুঝানো হয়েছে। এখন **اَرْضٌ** বা যমিন বলতে কেবল মাটিকে তো বুঝায় না, এর দ্বারা জল-স্থল এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সম্মিলিতভাবে সবকিছুকেই **اَرْضٌ** বা যমিন বলা হয়। কিন্তু আপনারা কেবল 'মাটি' বুঝলেন কেন?

আসমানের উপর যমিনের মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণ বর্ণনায় বলা হয়েছে- যেহেতু মর্যাদার মাপকাঠি 'নুবুওয়্যত' ও 'রিসালাত' এর মহামর্যাদায় অধিষ্ঠিত নবী-রসূলগণ যমিন থেকে সৃষ্ট অর্থাৎ তাঁদের সৃষ্টির মূল উপাদান যমিন এর মাঝ থেকেই সংগৃহীত, তাঁরা এ যমিনে বসেই আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং মহান আল্লাহর ঘোষণা- **مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى** এর পরিপ্রেক্ষিতে যমিনেই আরাম করছেন। প্রতীয়মান হল মাটি তো নয়ই বরং অনেকগুলো বস্তুর সমন্বিত নাম 'যমিন' এর মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে তৃতীয় ধাপে এসে। মর্যাদার প্রথম বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত 'নুবুওয়্যত' ও 'রিসালাত' নামের নেয়ামতটি পরবর্তীতে সেই নেয়ামত প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি নবী ও রসূলদের। সর্বশেষে নবী-রসূলদের সংসর্গ লাগা 'যমিন' এর।

অকাট্য ও অখন্ডনীয়রূপে প্রমাণিত মহান স্রষ্টার সর্বপ্রথম সৃষ্টি হুজূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর সৃজন উপাদান 'নূর' সেটাও সুপ্রমাণিত।

খোদায়ী নেয়ামতপ্রাপ্ত নবী-অলীদের সৃষ্টির মৌলিক উপাদান সম্পর্কে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বাণী-

اعیاء مخلوق اند از اسماء ذاتیہ حق و اولیاء از اسماء صفاتیہ
وسید رسل مخلوق است از ذات حق و ظہور حق در وے بالذات است

নবী-রসূলগণ আল্লাহ্ পাকের জাতি নামের ফয়জ এবং অলীগণ গুণবাচক নামের ফয়জ থেকে সৃষ্ট। আর নবীকুল সম্রাট মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার মহান সত্তার সরাসরি ফয়জ থেকেই সৃজিত। আর তাই খোদায়ী সত্তার পরিচিতি তারই পবিত্র সত্তার মাধ্যমে বিকশিত।*

ফতোয়ায়ে শামীর উদ্ধৃতিটি 'নবীজির দেহ সৃষ্টির উপাদান 'মাটি' প্রমাণ করার জন্য পেশ করা মানেই মূর্খতা। কারণ এর শিরোনামই হচ্ছে **فی تفضیل مکة علی المدینة** মানে মক্কাশ্রেষ্ঠ নাকি মদীনা শ্রেষ্ঠ এবং **فی تفضیل قبرہ الممکرم** ﷺ। অর্থাৎ প্রিয়নবীর কবর শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে রসূলে পাকের পবিত্র দেহ মোবারকের স্পর্শ পাওয়ায় তার কবর শরীফের সম্মান শুধু মক্কা নয় বরং সমগ্র সৃষ্টি এমনকি আরশ মু'আল্লার চেয়েও বেশি। এর দ্বারা দেহ সৃষ্টির উপাদান 'মাটি' প্রমাণ হয় কিভাবে?

মাটি প্রবক্তরা যে কত বড় জাহেল মূর্খ তা প্রমাণিত হয় মাটির মর্যাদা প্রমাণে তাদের পেশকৃত তিন নম্বর যুক্তিটির ছত্রে ছত্রে।

মাটির সৃষ্ট আদমকে সিজদা করতে নূরের সৃষ্ট ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে মাটির মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

আদম ও তাঁর সন্তানদেরকেই জগতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করেছেন। খেলাফতের মর্যাদা দিয়েছেন।

নুবুওয়্যত ও রিসালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মাটির মানুষকেই অর্পণ করেছেন। অতএব মাটিই শ্রেষ্ঠ। তাই মুহাম্মদ (সঃ)কে মাটি বললেই সম্মান হবে 'নূর' বললে নয়।

বিবেকবানরা লক্ষ্য করুন : আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে ধাপে ধাপে সৃষ্টির পূর্ণতায় এনেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে-

* মাদারিজুন্নবুওয়াত, ২:৬০৯

خلقہ من تراب/ ولقد خلقنا الانسان من سلٰلة من طین/ خلقنا ھم من طین لازیب/ ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأمسنون/ خلق الانسان من صلصال کاالفخّار

এখন হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক কেন এবং কখন নির্দেশ প্রদান করলেন তার সঠিক তথ্য হচ্ছে, ফেরেশতারা খেলাফতের যোগ্যতার মাপকাটি কেবল নির্ঝঞ্ঝাট ইবাদত-বন্দেগী এবং পাপমুক্ত হওয়াকে মনে করে আল্লাহর দরবারে আরজ করেছিলেন- **اتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک** তদুত্তরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন **اِنِّیْ اَعْلَمُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ** মানে খেলাফতের মাপকাঠি কি তোমরা তা জাননা, আমিই ভাল জানি। পরবর্তীতে আল্লাহ্ পাক হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে এমন সব জ্ঞান দান করলেন যা ফেরেশতাদের প্রদান করেন্ নি। ফেরেশতাদের কাছে এসব জিজ্ঞেস করলে স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই তারা জবাব দিতে ব্যর্থ হন। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এসব তথ্য অনর্গলভাবে ফেরেশতাদের জানিয়ে দেন। ফলে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। বুঝা গেল 'মাটি' দিয়ে সৃষ্ট বলে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সম্মানিত হন্ নি, এলম তথা জ্ঞানের কারণেই সম্মানিত হয়েছেন। হরিবাবু, রবি ঠাকুর, নমরূদ, ফিরআউন আর বুশ-টনিরাও তো মাটির তৈরি সত্যি নয় কি? কিন্তু তারা আর মুমিন-মুসলমানরা কি এক? উভয়ে মাটির তৈরি হলেও মুসলিমের সম্মান কেন? উত্তর সহজ 'ইসলাম' এর বদৌলতে, আর ইসলাম মানেই 'নূর'। 'ঈমান' মানে নূর। ইলম মানে 'নূর'। কোরআন মানে 'নূর। যারা এসব নূর পেয়েছে আর যারা পায়নি উভয়ের পার্থক্যটা নিরূপিত হয়েছে নিঃসন্দেহে নূর দিয়ে। মুসলিম মিল্লাতকে বোকা বানানোর কূট-কৌশল আর কতটা বানাবেন?

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মাটির তৈরি' আর 'অন্য সব মানুষের মত একজন মানুষ' প্রমাণ করতে যারা আট-ঘাঁট বেঁধে নেমেছেন তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মুসলিম মিল্লাতের সর্বজনমান্য মুফাস্সির ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সিজদা করার জন্য মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাদের প্রতি কেন নির্দেশ করেছিলেন তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাফসীরে কবির শরীফে আয়াতে করিমা **تلک الرسل** এর তাফসীরে লিখছেন- **ان الملٰئکة امروا بالسجود**

لادم لاجل نور محمد ﷺ كان فى جبهة ادمؑ অর্থাৎ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এর কপাল মোবারকে সংস্থাপিত ছিল বলেই আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতারা নির্দেশিত হয়েছিল।

বাতিলের শত প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝেও যারা বিবেকের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন আপনাদেরকেই বলতে হবে ফেরেশতারা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে 'মাটি' হওয়ার কারণে সিজদা করেছিলেন? না কি নূরে মুহাম্মদীর আমানতদার আদম তথা নূরে মুস্তফাকে সম্মান করেছিলেন?

আদম সন্তানরা সৃষ্টিতে সবার সেরা আবার সবচে' নিকৃষ্টও বটে। **خَيْرُ الْبَرِيَّة** এবং **شَرُّ الْبَرِيَّة** আদম সন্তানদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি 'মাটি' নয়, 'ঈমান' ও 'আমল'।

নুবুওয়্যত ও রিসালাত প্রথমতঃ মহান আল্লাহর বাণী **ذالک فضل الله يؤتيه من يشآء** এর ভিত্তিতে দ্বিতীয়তঃ জাহান্নামী-পাপী-তাপী, পথভ্রষ্ট মানবগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শনে নবী এবং রসূল মানুষের মধ্যে থেকে বানানোই যুক্তিযুক্ত। উপাদান মাটি হোক কিম্বা নূর হোক মানুষের হেদায়তের জন্য মানুষই হতে হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমান- **ولو جعلنه ملكا لجعلنه رجلا** অর্থাৎ- নবী রসূল যদি ফেরেশতাকে করতাম তাকে মানুষের আকৃতি দিয়েই প্রেরণ করতাম।

প্রতীয়মান হল যে, নবী-রসূল হওয়ার জন্য ফেরেশতা হওয়া অথবা 'নূর' এর সৃষ্ট হওয়া অন্তরায় নয়। অন্তরায় হচ্ছে তার আকৃতি ও প্রকৃতি। মানে নূরের সৃষ্টি তার স্বরূপে মানবজাতির হেদায়তের জন্য নুবুওয়্যত ও রিসালাত এর দায়িত্ব পালন করতে পারেন্ না। অতএব, মাটি কিম্বা নূর এখানে বিবেচ্য নয়। এর দ্বারা সৃষ্টির প্রথম ও মহান আল্লাহর জাতি নূরের জ্যোতি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটি প্রমাণ করে সম্মান দেয়ার নিষ্ফল কসরতের প্রয়োজন আছে কী?

প্রসঙ্গ : একটি ভুল ধারণার অপনোদন

সুবিবেচক ও জাগ্রত মুসলিম মিল্লাত, উল্লিখিত শিরোনামে মাটি প্রণেতার বাসী, বস্তাপঁচা ও দুর্গন্ধময় কথাগুলো শোনার আগে আশেকে রসূল আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র কয়েক লাইন না'তিয়া কালাম পড়ে নিজের তন-মন, ধ্যান-ধারণা সজীব করে নিন। ফরমাচ্ছেন :

تیری خُلق کو حق نے عظیم کہا تیری خَلق کو حق نے جمیل کیا
کوئی تجھسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا ترے خالق حسن وادا کی قسم
وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
کہ کلام مجید نے کہائی شہا ترے شہر وکلام وبقا کی قسم
تیرا مسند ناز ہے عرش بریں تیرے محرم راز ہیں روح امیں
تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم

মাটি ওয়ালাদের মুরব্বী সিদ্দীক আহমদ আযাদ সাহেবের ফরমানটি পুনরাবৃত্তি করুন-

کوئی خلقت میں ہمسر ہی نہیں ہے + امام الاوّلین والاٰخرین ہے

তার বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে আমাদের মত কিম্বা 'অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ' বলা শুদ্ধ আর তাঁকে অনুপম-অতুলনীয় ও বেমেছাল মানুষ বলে বিশ্বাস করা ভুল ও অশুদ্ধ। ওই লেখকের বক্তব্য; কিছু সংখ্যক আলেম ও ভুল ধারণা পোষণ করেন। তাই, তাঁদের এ ভুলধারণা অপনোদন করে 'নবী আমাদের মত একজন মানুষ' ঈমান বিধ্বংসী এ বড়িটি গেলানোর জন্যে এ অমানবিক অপচেষ্টা এসব ভণ্ডামী ও প্রতারণা নতুন কিছু নয় ঃ

রসূলকে আমাদের মত মানুষ প্রমাণকারীদের সযত্নে পাতা ফাঁদগুলো দেখে পবিত্র কোরআন মজীদের কিছু আয়াতে করীমাহ্ আমার মনের কোণে উঁকি মারছে; যেখানে 'ফিরআউন'র ভণ্ডামীপূর্ণ বক্তব্যগুলো বিবৃত হয়েছে। বিবেকবানদের কৌতুহল নিবারণে এগুলো উপস্থাপন করছি।

ফিরআউন বলল, হে আমার রাজন্যবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন

ইলাহ্ আছে বলেতো আমার জানা নেই (২৮ঃ৩৮)।

وقال فرعون يايها الملأ ما علمت لكم من الٰهٍ غيرى

ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের সামনে এই বলে ঘোষণা করল, হে আমার জাতি! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছনা? এ নদীগুলো আমারই পাদদেশে প্রবাহিত (৪৩ ঃ ৫১)।

ونادٰى فرعون فى قومهٖ قال يقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون ـ

ফিরআউন বলল- দেখ, আমি যা বুঝি তোমাদেরকে তাই বলছি। আর আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখাই (৪০ ঃ ২৯)।

قال فرعون ماريكم الامارى وما اهديكم الاسبيل الرشاد

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান-

আমি (হযরত) মূসা আলাইহিস্ সালামকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরআউন ও তার প্রধানদের নিকট প্রেরণ করেছি। কিন্তু তারা (দুষ্ট ফিরআউনের মিষ্ট কথায় প্রতারিত হয়ে) তারই কার্যকলাপের অনুসরণ করল, অথচ ফিরআউনের কর্মকান্ড (আদর্শ) সঠিক (ও শুদ্ধ) ছিলনা (১১ঃ৯৬,৯৭)।

ولقد ارسلنا موسٰى بايانتا وسلطن مبين ـ الى فرعون وملأئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد

মাটির প্রবক্তারাও বোঝাতে চাচ্ছেন, সঠিক কথা তারাই বলেন। ক্ষমতার রজ্জু তাদেরই হাতে। নির্ভুল পথ তারাই দেখাচ্ছেন।

ভ্রান্তির বেড়াজাল ঃ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছেন- দু'টো বস্তু কিম্বা বিষয়ের মাঝে যে কোন একটা দিক বিবেচনায় রেখে ও পারস্পরিক সাদৃশ্য তথা তুলনা করার নিয়ম আরবীসহ পৃথিবীর সব ভাষায় রয়েছে। যেমন আকার-আকৃতি প্রকৃতিতে তারতম্য হলেও কেবল সাহসিকতার দিক বিবেচনা করে কোন মানুষকে 'অমুক বাঘের মত' এভাবে অনেক ক্ষেত্রে বেশ কম হলেও যেকোন একটা গুণকে সামনে রেখে 'পুত্রটি পিতার মত' বলার নিয়ম চালু আছে। এভাবে নিয়ম নীতির তারতম্য থাকলেও শুধু ফরজ হওয়ার বিষয়টা মিল থাকায় আল্লাহ্ পাক বলেছেন **كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم** ... মানে পূর্ববর্তীদের মত তোমাদের উপরও রোযা ফরজ করা হয়েছে। তদ্রুপ শেষ নবীর উম্মতের আলেমদেরকে 'বনী ইসরাঈল' এর নবীদের মত বলা হয়েছে। মাত্র একটি বিষয়ে মিল থাকায় তা হচ্ছে দ্বীনের খিদমত।

এমনিভাবে অন্য রসূলদের সাথে অনেকগুলো পার্থক্য থাকলেও তিনি বলেছেন

'আমি অপরাপর রসূলদের মত একজন রসূল'। 'একজন মানুষ রসূল'।

অতএব বুঝা গেল একটি বিষয়ে মিল থাকলেও কাউকে 'আমার মত' বলায় দোষ নেই। তদ্রুপ পার্থক্য যতই থাক 'মানুষ' হওয়ার ক্ষেত্রে আমরাও মানুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষ। তাই 'রসূল আমাদের মত মানুষ' কিম্বা 'মুহাম্মদ (সঃ)ও অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ' বললে কোন দোষ হয় না। আর 'আমাদের মত' বললেই সব দিক দিয়ে তিনি আমাদের মত হয়ে যান্ না, কেবল 'মানুষ' হওয়ার দিকটাই বুঝানো হয়। 'আমাদের মত' বললেও আমরা তাঁকে নবী-রসূল হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছি। এই হচ্ছে মাটির পক্ষে যুক্তিদাতাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভ্রান্তির এ জাল ছিন্ন করুন

পবিত্র কোরআন মজীদে খোদাদ্রোহী ও নবী-অলীর শত্রুদের সাথে আঁতাতকারীদের যাবতীয় অবলম্বনকে **بَيْتُ الْعَنْكَبُوْت** অর্থাৎ 'মাকড়সার ঘর' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হচ্ছে **ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت** মানে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম।

বিবেকের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখুন, মাটির প্রবক্তারা বলছে "একটি বিষয়ে মিল থাকলেও আমাদের মত বলা যায়'। পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে- সে 'একটি বিষয়' কোন্টি যাতে মিল থাকায় 'রসূল'কে 'আপনাদের মত' বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন? বলতে চাইবেন 'মানুষ' হওয়া। অর্থাৎ 'রসূল'তো মানুষই। এখন বলতে চাচ্ছেন আপনারাও মানুষ এবং রসূলের মত মানুষ? মা'আযাল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্।

কেউ কারো মনের মত কাজটা না করলে বলে দেয় 'তুই মানুষ না আস্ত একটা বলদ, একটা গাধা।' অন্যদিকে আল্লাহর বাণীতো আরো শক্ত আরো কঠোর। আল্লাহর মনোনীত কাজ হচ্ছে সকল মানুষ নিঃশর্তভাবে রসূলের জন্যেই জান-মাল উৎসর্গ করবে সর্বোচ্চ সম্মান রসূলকেই করবে। ফরমাচ্ছেন **وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ**। আদেশ-নিষেধ রসূলেরই মানবে অনুকরণ-অনুসরণ তাঁরই করবে। **وَمَآاَرْسَلْنَا من رَّسُوْل الا ليطاع باذن الله** বলেছেন **فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰه**। আল্লাহ্ চান মানুষ আমার দেয়া চোখ দিয়ে রসূলের সৌন্দর্য উপভোগ করে তাঁরই কথা শুনে অনুধাবন করে হৃদয়ের উচ্চাসনে রসূলকে বসিয়েই ধন্য হোক।

এ বিষয়ে যারা ব্যর্থ হয়েছে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে মানুষতো নয়ই চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের কাতারেও রাখেননি। এরশাদ ফরমাচ্ছেন **اولئك كالانعام**

بل هم اضل বলবেন আমরা 'রসূল'কে মেনে চলি, তাই আমরা জন্তু-জানোয়ার নই আমরা মানুষ আর 'রসূল' ও মানুষ তাই রসূল আমাদের মত মানুষ। কাজেই নিজের ফাঁদে নিজেই আটকা পড়লে যুক্তি দেবে কে? মকতুবাতে ইমাম রব্বানীতে রয়েছে

اذا كان ذوعلم اسير ابنفسه فمن ذالذى ينجوبه من غوائه

অর্থাৎ আত্মগরিমায় বিভোর কোন আলেম নামধারী কেউ যদি নিজের কথার জালে বন্ধি হয়ে যায় তাকে তার ভ্রান্তি থেকে কে মুক্তি দেবে?

বিবেকবানরা লক্ষ্য করুন, তারা একবার বলছে রসূলের সাথে সব দিক দিয়ে আমাদের কোন তুলনাই হয় না, শুধু মানুষ হওয়ার দিক থেকে 'আমাদের মত'। তাই রসূলকে 'আমাদের মত' বললেই তিনি আমাদের সমান হয়ে যান্ না।

বলতে চাই, যখন অকপটে স্বীকার করলেন 'মত' বললেই সমান হয়ে যানা তখন অহেতুক 'আমাদের মত' বলার এত শখ এত তোড়জোর এত আয়োজন কেন? যা অবাস্তব, বাস্তবতার সাথে যার ব্যবধান আকাশ- পাতালেও তুল্য নয়, এমন অবান্তর-অবাস্তব বলছেন আর বলাতে চাচ্ছেন্ কেন?

'তাশবীহ' (সাদৃশ্য) এর উদাহরণ দিয়েছেন **زَيْدٌ كَالْاَسَد** মানে সাহসিকতায় 'যায়েদ বাঘের মত'। যদিও সাহসিকতায় বাঘের বাস্তব তুলনা বাঘ নিজেই। দ্বিতীয় উদাহরণ পেশ করেছেন **الابن كمثل ابيه** মানে পুত্রটি পিতার মত।

প্রতীয়মান হল তাশবীহ তথা সাদৃশ্য বুঝাতে **ماتحت**কে **ما فوق**এর তুল্য করে অর্থাৎ নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের সাথে কোন ব্যাপারে তুলনা করে **مـاتـحـت**তথা নিম্নস্তরের টার কিছুটা সম্মানজনক প্রশংসার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এ নিয়মে পিতার (**مـافـوق**) সাথে পুত্রের (**مـاتـحـت**) এবং বাঘের (**مـافـوق**) সাথে সাহিসকতায় (**مـاتـحـت**) এর তুলনার নিরিখে আপনাদের ভাষার বিন্যাস হওয়া উচিত ছিল। 'আমরা রসূলের মত', যেমন বলেছেন 'যায়েদ বাঘের মত'। কিন্তু আপনারা নিজেদের নিয়ম নিজেরাই ভঙ্গ করে বলছেন 'রসূল আমাদের মত' অর্থাৎ বাঘ যায়দের মত'।

দেখুন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ, এ কথা আমরা স্বীকার করছি তো এটাই তো আমাদের ঈমান। কিন্তু 'আমাদের মত' শব্দটার সংজোযনকে শুধু নাজায়েয নয় কাফেরের স্বভাব বলে মনে করি। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ সেটাই প্রমাণ করে।

মাটির প্রবক্তরা বলে 'আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী ও রসূল হিসেবে গ্রহণ করেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছি।' এখন মানুষ হওয়ার দিক থেকে 'আমাদের মত মানুষ' বললে শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকৃতি হয়ে যাবে না কি?

উত্তর তো সোজাই, অস্বীকৃতি হয়ে যাবে।এ ক্ষেত্রে প্রিয় নবীর বাণীগুলো আপনারাই নকল করেছেন। সুবিধাবাদী অর্থ করেছেন সেটা ভিন্ন কথা। রসূলে পাকের এরশাদ **انـا اكـرم الاولين والاٰخـرين** পূর্বাপর সকল মানুষের চেয়ে আমিই অধিক সম্মানী। **انـا سيـد ولد اٰدم** মানবজাতিতে আমিই সবার সেরা। সওমে বেছালের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অক্ষমতার কারণ দর্শাতে এরশাদ করেছেন **اَيُّكُمْ مِثْلِىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ** (তোমাদের কেউতো আমার মত নও, আমিও তোমাদের কারো মত নই)।

আপনারা বলছেন তিনি নুবুওয়াতের বলে বলীয়ান। তাঁর কোন কোন জিনিসটা নুবুওয়াতের বলে বলীয়ান? একটা সোজা কথাকে প্যাঁচাল করবেন কেন? আল্লাহ্ তাঁকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করে মানব সমাজে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁকে মনুষ্যত্ব দিয়েছেন এবং সেই মনুষ্যত্বকে নবুওয়্যত দ্বারা সজ্জিত ও বলীয়ান করেছেন। এভাবে আদম সন্তানদের সবাইকে আল্লাহ্ মানুষ করেছেন তথা মনুষ্যত্ব দিয়েছেন, কিন্তু সকলের মনুষ্যত্বে নুবুওয়্যত দেননি। এখন নুবুওয়্যত দ্বারা বলীয়ান আর নুবুওয়্যত থেকে বঞ্চিত দু'জন মানুষ শুধু মনুষ্যত্ব নিয়ে সমান কী করে হয়? বিবেকবানরাই বিচার করুন।

সামঞ্জস্যের মানদণ্ড সূরতে না সীরাতে?

তারা স্বীকার করেছেন সীরাত অর্থাৎ 'বাতেন' এর দিক থেকে রসূল অতুলনীয়। বাকি রইল 'সূরত' মানে 'জাহের'। 'রসূল আমাদের মত মানুষ' বক্তব্যের প্রবক্তারা জাহের মানে সূরতকেই 'মত' বলার অবলম্বন হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে সহস্রাযুত মানুষ আপনার চোখের সামনে, দু'জনের মাঝে বাহ্যিক চেহারাতেও হুবহু কোন মিল খুঁজে পাবেন না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাহাবীর মুখেই বর্ণনা শুনুন। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফরমাচ্ছেন: **كـان رسول الله** ﷺ **احسن الناس وجها واحسنهم خلقا** মানে: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'ই সমগ্র মানবগোষ্ঠীতে সূরত এবং চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্যের অধিকারী।

আশেকে রসূল আল্লামা শারফুদ্দীন বুসিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

فهو الذى تمّ معناه وصورتهٗ ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم

মর্মার্থ: আল্লাহর প্রিয় হাবীবই ভেতর-বাইরে পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে আসীন।

'রসূল আমাদের মত মানুষ' বলতে হলে তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, তারাও চরম পূর্ণতা এবং শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্যের অধিকারী। **فـان لـم تـفـعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدّت للكافرين**

মূর্খতার নির্লজ্জ পরিচয়ঃ

সূরা কাহাফ শরীফের সর্বশেষ আয়াতের এ অংশটি اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ মনে হয় তাদের জন্য 'রসূল আমাদের মত মানুষ' বলার সবচে মজবুত দলিল। এর আড়ালে এরা প্রকৃত সত্যবাদী সম্মানীত সুন্নী ওলামায়ে কেরামদের 'ধোঁকাবাজ' 'মিথ্যাবাদী' ইত্যকার নোংরা গালিও দিয়েছেন। অথচ আয়াতে করিমার শুরু এবং শেষের অংশ বাদ দিয়ে সবচেয়ে জঘণ্যতম খেয়ানত করে এখন 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। একে আমাদের আঞ্চলিক প্রবাদে 'থুথুর বাঁধ দিয়ে সাগর সেঁচা' মানে অবাস্তব পরিকল্পনা বলা হয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয়

দেখুন, এ আয়াতের শুরুতে রয়েছে قُـــلْ মানে 'হে মাহবূব! আপনি বলুন।' কাফির-মুনাফিকরা বলত এবং ধারণা করত لَسْتَ مرسَلا আপনি রসূল নন مانراک الابشر مثلنا 'আমরা আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষই মনে করি।'

আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত সে সব কাফির-মুশরিক মুনাফিকদের প্রতি উত্তরে বলার জন্য প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিলেন ... قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ 'আমি তোমাদের মত মানুষই কিন্তু।' অনুবাদে 'কিন্তু' যোগ করলাম কোত্থেকে? জানতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই। লক্ষ্য করুন, আয়াতে করিমায় مِثْـلُـكُـمْ শব্দের শেষে কোন বিরাম চিহ্ন অর্থাৎ দাঁড়ি, কমা, যতিচিহ্ন ছাড়াই মূল বক্তব্যের মর্মশেষ হচ্ছে يُـوْحٰـى اِلَـىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِد এ এসে। এবার তাদের 'দিন দুপুরে পুকুর চুরি'। তার উপর সিনাজুড়ি প্রবাদের মতই মোটা মোটা খেয়ানতগুলো প্রত্যক্ষ করুন।

এক. এরা আয়াতের শুরু থেকে قُـــلْ শব্দটি বাদ দিয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে 'হে মাহবূব! এ সব মূর্খ জাহেলদের আপনি নিজেই উত্তরটা এভাবে দিন 'আমি তোমাদের মত মানুষই (কিন্তু) আমার কাছে ওহী আসে অথচ তোমাদের কাছে ওহী আসেনা অতএব আমাকে তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ ধারণা করে কেন নবী ও রসূল হিসেবে বিশ্বাস করে আমার উপর ঈমান আনছো না?

পবিত্র কোরআনুল হাকিমের কোথাও আল্লাহ্ পাক সরাসরি এ কথা বলেন্ নি যে, 'হে মানুষেরা তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদেরই মত একজন মানুষ এসেছেন' বা 'যিনি তোমাদের নিকট এসেছেন তিনি তোমাদের মতই একজন্ মানুষ'। বরং যা বলেছেন তা হচ্ছে لَـقَـدْ جَـآءَ كُـمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْـفُسِـكُمْ... নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে এক মহান রসুল

তাশরীফ এনেছেন। قَـدْ جَـآءَ كُـمْ مِـنَ اللّٰـهِ نُـوْرٌ وَّكِتَـابٌ مُّبِيْـن অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এক মহান আলো (রসূল) ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। يَـآاَيُّهَـا النَّـاس قَـدْ جَـآءَ كُـمْ بُـرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ওহে মানব সম্প্রদায় নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে অকাট্য দলিল এসেছে। وَمَآاَرْسَلْنٰـکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ আমিতো আপনাকে নিখিল সৃষ্টির জন্য রহমত (করুণার আধার) রূপে প্রেরণ করেছি। يَآاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآاَرْسَلْنَاکَ شَـاهِـدًا وَّمُبَشِّـرًاوَّنَـذِيْـرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا হে গায়বের সংবাদদাতা মাহবূব! আমি আপনাকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষ সাক্ষি, মুমিনদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ -দাতা, অবাধ্য কাফিরদের জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী, আল্লাহর দিকে মনোনীত আহ্বানকারী এবং আলোদানকারী উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

বিবেকবানদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। বর্ণিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত প্রিয় হাবীবকে একজন সাধারণ মানুষ কিম্বা অন্যসব মানুষের মত একজন মানুষ বলে কোথাও উল্লেখ করেন্নি। বরং 'রসূল', 'নূর', 'বুরহান', 'রহমত', 'নবী', 'শাহিদ', 'মুবাশ্শির', 'নাযীর', 'দা-ঈ ইলাল্লাহ্ বিইয্নিহী' এবং 'সিরাজুম্মুনীর' ইত্যকার উপাধিতে ভূষিত করেছেন। মাটি প্রবক্তাদের প্রতি জিজ্ঞাসা, তাদের মধ্যে কে বা কারা এ সব গুণের অধিকারী? যার সুবাদে 'রসূলকে তাদের মত এবং অন্যসব মানুষের মত একজন মানুষ বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে এত গুণাবলী যাঁর তাঁকে দিয়ে 'ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম' বলানো হল কেন? সুবিবেচক ভাইয়েরা, এটাই প্রণিধানযোগ্য বিষয়। আয়াতে করিমার আদ্যোপান্ত সামনে রাখলে বুঝতে পারবেন এ বক্তব্য দ্বারা 'রসূল' ও অন্য সব মানুষের মতই একজন মানুষ বলে ঘোষণা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না বরং যে সমস্ত জাহেল ইসলাম গ্রহণ না করে 'রসূল'কেও নিজেদেরই মত একজন মানুষ বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিল এ আয়াতের মর্মে-ছত্রে তাদেরই অকাট্য ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে এবং প্রমাণ দেয়া হয়েছে 'আমি মানুষের মত' তবে তোমাদের মত মানুষ নই। আগরতলাকে উগারতলা মনে করলে মূর্খতার এ অন্ধত্ব ঘুচাবে কে?

দুই. এসব জাহেলের দ্বিতীয় খেয়ানত হচ্ছে এরা আয়াতে করীমায় উল্লিখিত مِثْلُكُمْ (তোমাদের সাদৃশ্য) শব্দে كُمْ (তোমাদের) বলে কাদের সম্বোধন করা হয়েছে তা নিরূপন করতে না পেরে নিজেদেরকেই সম্বোধিত মনে করে কিম্বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই 'হাতে ধরে গাঁতে' (গর্তে) অর্থাৎ كُمْ এ পড়েছে। তারা

জানে না যে, এ كُـمْ (গর্তে) এ সাহাবী থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোন মুমিন-মুসলমান নেই মানে সম্বোধিত নয়। এ كُـــــمْ দ্বারা ইসলামের ঊষালগ্ন হতে অদ্যাবধি সকল কাফির, মুশরিক, বেঈমান, গোস্তাখে রসূল, বে-আদবদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে; তাদের ধারণার প্রতিবিধান করার জন্য। এখন এরা নিজেদেরকে এ كُـــــمْ এর মাঝে নিক্ষেপ করলে করুক। সচেতন মুসলিম মিল্লাতকে বিনয়ের সাথে বলব, কারো বাঁশীর সুরে বিমোহিত হওয়ার আগে বংশী বাদকের পরিচয়-পরিণতির কথা জেনে নিন, আপনাকে সিদ্দীকে আকবর, ফারুক্ব-ই আ'যম, যুন্-নূরাঈন, শেরে খোদা, রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের সাথী বানাচ্ছে নাকি আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওতবা, ওলীদ বিন মুগীরা ও উবাই বিন সলুল প্রমুখ কাফির-মুশরিক, মুনাফিকদের মাঝে শামিল করে দিচ্ছে? كُـــــمْ (কুম) দ্বারা কারা সম্বোধিত আরো একটু নিশ্চিত হতে চান? তাহলে বক্ষ্যমান আয়াতের তাফসীর বর্ণনায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে ত্বাবরানী শরীফ থেকে উদ্ধৃত ওহী লিখক প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণিত এ বর্ণানাটি পড়ুন :

انـه قـال هـذه اخـرُاية انزلت يقول تعالىٰ لرسوله محمّد ﷺ قل لهؤلآء الـمشركين المكذبين برسالتك اليهم انما انا بشر مثلكم فمن زعم انه كاذب فليأت بمثل ماجئت به ۔

অর্থাৎ প্রখ্যাত কাতেবে ওহী হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (আমার কেতাবতে সর্বশেষ) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে বলছেন, হে রসূল আপনি ও সমস্ত গোস্তাখ মুশরিকদের বলুন, যারা (আপনাকে নিজেদের মত মানুষ মনে করে) আপনার রিসালাতকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে; দেখ আমি তোমাদের মত মানুষই তবে আমার কাছে ওহী আসে। অতএব যে-ই আমাকে মিথ্যুক মনে করে কিম্বা নিজের মতই (সাধারণ) মানুষ মনে করে ঈমান আনবে না সে যেন আমারই মত ওহী প্রাপ্তি প্রমাণ করে।

মাটি প্রণেতাকে বলুন, 'রসূল আমাদের মত মানুষ' বলতে চাইলে প্রমাণ করুক তারাও ওহীপ্রাপ্ত। অন্যথায় এ আয়াত দিয়ে রসূল আমাদের মানুষ প্রমাণ করার অপচেষ্টা নিরেট মূর্খতা, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার শামিল। সহজ-সরল মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার এ এক অমার্জনীয় ও জঘণ্যতম আচরণ।

তিন. মাটি প্রণেতাদের আরেকটি মারাত্মক খেয়ানত হচ্ছে এরা আয়াতের শেষাংশ **يُـوْحٰـى اِلَـیَّ اَنَّـمَــا اِلٰـهُـكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِد** অংশটি জেনে শুনে বাদ দিয়ে বর্ণচুরির এক নির্লজ্জ প্রমাণ দিয়েছে।

মানতিক অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রে কোন বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করতে **جـنـس** (জাতীয়তা), **فـصل** (পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য) **خاصّه** (স্বকীয় বৈশিষ্ট্য) ইত্যাদি নিয়মগুলো বড়ই তাৎপর্যবহ। উদাহরণ স্বরূপ **انســــان** অর্থাৎ 'মানুষ' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি বলা হয় **حَيُـــوَانٌ** (প্রাণী)। উত্তর আংশিক সঠিক হবে। কারণ, মানুষেরও প্রাণ আছে। কিন্তু তার সাথে প্রাণ থাকার সুবাদে অন্য জীবগুলোও সংযুক্ত থাকায় সকল প্রাণীর মাঝ থেকে ইনসান নামের প্রাণীকে সহজে পৃথক করা যাবে না।

হ্যাঁ, যদি বলা হয় ইনসান হচ্ছে **حَيُـوَان نَـاطِق** (মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম বা জ্ঞানী জীব)। এটা হবে 'মানুষ'র একটি পূর্ণ সংজ্ঞা। কারণ, **نَـاطِقٌ** (পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্যটির) কারণে অন্যান্য প্রাণীর প্রাণ থাকলেও মানুষের কাতারে শামিল হতে পারবে না।

তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতে করিমাতে ও 'রসূল'র একটি পূর্ণ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেহেতু রসূল মানুষের হেদায়তের জন্য মানুষের মাঝেই এসেছেন তাই, প্রথমে বলেছেন **بَشَـرٌ مِّثْـلُكُمْ** জিন্‌স্ অর্থাৎ জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যে। এ পর্যন্ত কেবল 'মানুষ' হওয়ার সুবাদে সকল মানুষই রসূলের কাতারে শামিল ছিল। কিন্তু যখন বলা হয়েছে **يُوْحٰى اِلَیَّ**... তখন 'ওহী পায়নি' এমন সব মানুষ বহিষ্কার হয়ে গেছে।

حَيُـوَان نَـــاطِـق বললে যেমন কেবল প্রাণ থাকার কারণে কোন প্রাণী বলতে পারেনা যে মানুষও আমার মত প্রাণী' যেহেতু তার কাছে **نَـــاطِـق** বৈশিষ্ট্যটিই নেই। তদ্রূপ **بَشَـرٌ مِّثْـلُكُمْ يُوْحٰى اِلَیَّ** বলার পর সাধারণ কোন মানুষ কেবল 'মানুষ' হওয়ার সুবাদে দাবি করতে পারেনা যে 'রসূল আমার মত মানুষ' কিম্বা 'আমি রসূলের মত মানুষ'। কারণ, তার কাছে **يُـوْحٰـى اِلَـیَّ** এর বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ্ পাক হেদায়ত নসীব করুন; আ-মীন।

মাটি প্রবক্তার মত আয়াতের লেজ কর্তন করে কথা বলার সুযোগ দিলে সুযোগসন্ধানীরা বলেই দেবে যে, মুসলমানরা তোমরা নামায পড়োনা, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা নামায পড়তে নিষেধ করেছেন **يَـآاَيُّهَـا الَّـذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الـصَّـلٰوةَ** আর দেখ নামায পড়লে কিন্তু দোযখে যাবে **فَـوَيْـلٌ لِّـلْـمُصَلِّيْنَ**... এভাবে ফতোয়া দেবে; মানুষের মাঝে নবী-রসূল হওয়ার যোগ্যতা নেই। কারণ, পবিত্র কোরআনে বলছে **مـا كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والـنـبـوّـة** তাদের এ ফতোয়া কি কেউ মানবে? নিশ্চয় বলবে লেজকাটা আর বর্ণচোরা ফতোয়া আমরা মানি না। তেমনিভাবে **اِنَّـمَــا اَنَــا بَشَـــرٌ مِّثْلُكُمْ** এর মাথাকাটা লেজকর্তিত বর্ণচোরা ঈমান বিধ্বংসী ফতোয়ার মারাত্মক পরিণতি ভেবে দেখুন।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

নবী, ওলী, মুমিন, কাফির সবাই মানবীয় যোগ্যতা আর গুণাবলীতে সমান' এর তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে এ সব যোগ্যতা আর গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু খোদাপ্রদত্ত এ যোগ্যতা সবাই বহাল রাখতে পারে তাতো ঠিক নয়। তারা বলেছেন, 'মাটির তৈরি মানুষকেই খেলাফতের মর্যাদা দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে 'খেলাফতের মর্যাদা নয় বরং যোগ্যতা দিয়েছেন। যারা যোগ্যতা বহাল রাখতে পেরেছেন তাদের অধিষ্ঠিত করেছেন আর যারা যোগ্যতা নষ্ট করে দিয়েছেন কিম্বা হারিয়ে ফেলেছে তারা ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ অতঃপর আমি তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতমে নিক্ষেপ করেছি। اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের চেয়েও ভ্রান্ত। তাই সর্বাধিক ঘৃণ্য। এর অন্তর্ভুক্ত। মানবীয় যোগ্যতা আর গুণাবলী বলতে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-আরাম, জৈবিক চাহিদা কেবল এগুলো নয়, যেমনটি তারা বুঝেছেন। এ গুণাবলী যোগ্যতা পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের মাঝেও রয়েছে। মানুষের মাঝে মানবীয় গুণাবলী বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً/وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ মানে: 'ইবাদত ও খিলাফত। সবাই এ যোগ্যতা বহাল রাখতে পেরেছে।' এ কথা সত্য নয়; আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমাচ্ছেন هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ মানে তোমাদের অনেকে যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ কাফির হয়ে গেছে এবং অনেকে বহাল রয়েছে। প্রিয় নবীজী ফরমান : كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَيُنصرانه ويمجّسانه মর্মার্থ: সব মানব সন্তান মানবীয় গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও পারিবারিক কারণে তা হারিয়ে ফেলে। ''রসূলও আমাদের মত মানুষ'' এ বস্তাপঁচা কথাটির লাইসেন্স নিতে 'মাটি প্রবক্তা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুফাস্‌সির আল্লামা ইসমাঈল হক্কীর এবারতটি নকল করেছেন: ان بنى اٰدم فى الصفات البشرية واستعداد الانسانية سوآء النبى والولى والمؤمن والكافر والفرق بينهم بفضيلة الايمان والولاية والنبوّة والوحى والمعرفة এর মর্ম হচ্ছে: নবী, ওলী, মুমিন, কাফির সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে মানবীয় গুণাবলী সমভাবেই দিয়েছেন, কোন প্রকারের তারতম্য করেননি। কিন্তু তাই বলে সবাই এখন সমান ও সমপর্যায়ে নেই। কারণ, তাদের মাঝে ঈমান, বেলায়ত, নুবুওয়্যত ওহী ও মা'রিফাত এর মানদণ্ডে পার্থক্য হয়ে গেছে। অতএব এখন আর 'সবাই মানুষ'

এ খোঁড়াযুক্তিতে নবী- ওলীদেরকে তোমরা সাধারণ মুসলমানের সাথে এবং মুমিনের সাথে কাফিরের তুলনা কর না। কারণ শেষের গুণটাই বিবেচ্য শুরুরটা নয়। اِنَّمَا الْاَمر بِالْخَوَاتِيمএবংوَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ এর তাৎপর্য এটাই।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সর্বাধিক পবিত্র মহা মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ পর্যন্ত সালফে সালিহীনদের কেউ মহান আল্লাহর মহীয়ান গরীয়ান নবী-রসূলদের বিশেষ করে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মত কিম্বা সব মানুষের মতই একজন মানুষ বলেননি। হ্যাঁ, যুগে যুগে আবু জেহেল, আবু লাহাব, আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল, এজিদ ও ইবনে সাবা'র প্রেতাত্মারা মুসলমানদের ঈমান নিধনে এ মারাত্মক ঈমান সংহারি ব্যাধিটি ছড়িয়েছে। এমন কি- ''রসূলও মানুষ, আমরাও মানুষ, অতএব, রসূলও আমাদের মতই মানুষ'' এ বিষবাষ্পের আড়ালে عصمت انبياء তথা 'সকল নবী নিষ্পাপ' মুসলিম মিল্লাতে প্রতিষ্ঠিত এ আক্বীদা বিশ্বাসকে চুরমার করে দিয়েছে। এরা লিখেছে 'নিষ্পাপ হওয়া নবী-রসূলদের জন্য কোন জরুরি বিষয় নয় (নাঊযু বিল্লাহ) এবং লিখেছে- মানুষ নবী-রসূলদের খোদা মনে না করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করেই নবী-রসূলদের দিয়ে গুনাহ্ করিয়ে নিয়েছেন (আস্তাগফিরুল্লাহ)। এরা পবিত্র কোরআনের বিকৃত অর্থ করে লিখেছে সূরা 'নসর' শরীফে وَاسْتَغْفِرْهُ এবং সূরা মুহাম্মদ শরীফে وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ বলে আল্লাহ্ পাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের গুনাহ্ মাফ চাইতে বলেছেন। এভাবে সূরা ফাতাহ শরীফে বর্ণিত আল্লাহর বাণী لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ইত্যকার আয়াতদ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গুনাহ্ করেছেন বলে প্রমাণিত হয় (মা'আযাল্লাহ)। ঈমান-আক্বীদার ব্যাপারে আপন-পর কোন কথা নেই। আল্লাহ্ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَافَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

''মুমিনগণ! ন্যায় বিচারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানকারী অবস্থায়, যদিও তাতে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হয় অথবা মাতাপিতার (ক্ষতি হয়) কিংবা আত্মীয়- স্বজনের (ক্ষতি হয়); যার বিরুদ্ধে

সাক্ষ্য দাও সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন, সর্বাবস্থায় আল্লাহরই সেটার সর্বাধিক ইখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়োনা যাতে সত্য থেকে আলাদা হয়ে পড়ো এবং যদি তোমরা হেরফের করো অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আল্লাহর নিকট তোমাদের কর্মসমূহের খবর রয়েছে।''*

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ কিম্বা ব্যক্তিরেষ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় একজন মুসলমানকে প্রভাবিত করতে পারে না। মহান আল্লাহর নির্দেশ: **وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى** কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার কর, প্রকৃত খোদাভীতি এটাই। সূরা মায়েদা, ৮ আয়াত

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ প্রমাণ করে নবীদের জন্য সর্বাধিক জরুরি বিষয় **عصمت** তথা নিষ্পাপ হওয়াকে অস্বীকার করে মহাপ্রাণ নবী-রসুলদের যারা সাধারণ পাপী-তাপী মানুষদের কাতারে নামিয়ে এনে প্রকারান্তরে ইসলামকেই কলুষিত করছে এরা কি ন্যায় করছে? সচেতন মুসলমানদের এদের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া এবং এ ধরনের নোংরা আক্বীদাকে প্রতিহত করা উচিত নয় কি? **كُلّ اَمْرٍ يُتَذَرَّعُ اِلى مَحْظُوْرٌ فَهُوَ محظُوْرٌ** অর্থাৎ একটি নাজায়েয ও অবৈধ বিষয় অর্জনের জন্যে যে বিষয়টি মাধ্যম বানানো হয় সে বিষয়টাও অবৈধ ও নাজায়েয বলে সাব্যস্ত হবে। নবী-রসূলদের মা'সূম অর্থাৎ নিষ্পাপ স্বীকার না করে তাঁদের পাপী বলা ইসলামে জঘণ্যতম অপরাধ। আর এ অপরাধ তথা নবী-রসূলকে পাপী সাব্যস্ত করার জন্যেই সূক্ষ্মভাবে ও সুকৌশলে মুসলিম মিল্লাতকে বিষাক্ত ক্যাপসুল গেলানো হচ্ছে- ''রসূল আমাদের মত বরং সব মানুষের মতই একজন মানুষ'' (নাউযু বিল্লাহ্)। তাই, সুন্নী ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে এ বক্তব্য এবং এর প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজকে তাদের ঈমানের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে সজাগ করে গেছেন এবং করছেন। বলা বাহুল্য, এটাই সত্যপন্থীদের পরিচয়।

যা মনে রাখার মত

রসূলে পাক সাহেবে লাওলাক হুজুর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একজন প্রকৃত মুমিনকে কী ধারণা রাখতে হবে সে সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন সলফে সালেহীনদের কয়েকটি উদ্ধৃতি জাগ্রত বিবেক মুসলিম মিল্লাতের সামনে পেশ করছি।

* সূরা নিসা, ১৩৫ আয়াত

এক. হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'জামউল ওয়াসায়েল' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড, ৯ম পৃষ্ঠায় লিখতেছেন:

من تمام الايمان به اعتقاد انه لم يجتمع آدمى من المحاسن الظاهرة الدآلّة على المحاسن الباطنة ما اجتمع فى بدنه عليه السلام

''রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর উপর একজন উম্মতের পূর্ণ ঈমান হচ্ছে অন্তরে এ আক্বীদা রাখা যে জাহেরে-বাতেনে তাঁর গুণাবলীর সমকক্ষ কেউ নেই।''

দুই. আল্লামা শায়খ ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আল্ মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ্ আলাশ্ শামাইলিল মুহম্মাদিয়াহ্'তে ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

مما يتعين على كل مكلف ان يعتقد ان الله سبحانه وتعالىٰ اوجد خلق بدنه ﷺ على وجه لم يوجد قبله ولا بعدهٗ مثلهٗ

সর্ব সম্মত বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানকে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আক্বীদা পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহ্ রসূলে পাকের শারীরিক গঠনে এমন অপরূপ সৌন্দর্য দিয়েছেন যার উপমা পূর্বেও নেই পরেও হবে না।

তিন. আল্লামা ইমাম শিহাবুদ্দীন কস্তুলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া' ১ম খণ্ড ২৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা দিচ্ছেন:

اعلم ان من تمام الايمان به ﷺ بان الله تعالىٰ جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعدهٗ خلق آدمى مثله ﷺ

''জেনে রেখ, ঈমানের পূর্ণতা সাধনে এ আক্বীদা অবশ্যই রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ পাক কোন মানুষকে আগের কিম্বা পরের রসূলে পাকের দৈহিক গঠনের মত বাহ্যিক রূপও কাওকে দান করেননি।

চার. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবদুর রঊফ মানাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'জামউল ওয়াসায়েল' এর হাশিয়া 'শরহুস্ শামায়েল' ১ম খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা এবং 'ফয়জুল ক্বদীর' ৫ম খণ্ড ৭২ পৃষ্ঠায় লিখতেছেন:

وقد صرّحوا ق بان كمال الايمان اعتقاد انه لم يجتمع فى بدن انسان من المحاسن الظاهرة ما اجتمع فى بدنه- (٢) من تمام الايمان به عليه الصلوٰة والسلام الايمان به بانه سبحانه خلق جسده على وجه لم يظهر قبله ولا بعدهٗ مثلهٗ

মর্মার্থ: ওলামায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঈমানের পূর্ণতা অর্জনে রসূলে পাককে জাহেরে-বাতেনে অনুপম ও অতুলনীয় বলে আক্বীদা পোষণ করা অত্যাবশ্যক।

পাঁচ. হাফেজ ইবনে হাজর মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'জাওয়াহেরুল বিহার' গ্রন্থে ২য় খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

انه يجب عليك ان تعتقد انّ من تمام الايمان به عليه الصلوٰة والسلام الايمان بان الله تعالىٰ اوجد خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده فى اٰدمى مثله ﷺ

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের এ ব্যাপারে জেনে রাখা উচিত যে, ঈমানের পরিপূর্ণতা হচ্ছে হুজূর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে শুধু মাত্র বাতেনী গুণাবলীতে নয় বরং শারীরিক গঠন ও জাহেরী সৌন্দর্যেও অতুলনীয়ও বেমেছাল মানা।

ছয়. আশেকে রসূল আল্লামা শরফুদ্দীন বুসিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সুবিখ্যাত 'কসীদাহ্-ই-বুরদা' শরীফে ফরমাচ্ছেন:

منزه عن شريک فى محاسنه ـ فجوهر الحسن فيه غير منقسم

'খোদাপ্রদত্ত সৌন্দর্যে তিনি অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর প্রাপ্ত সৌন্দর্যে তিনিই একক কেউ তাঁর অংশীদার নেই।'

সুধী পাঠক, ঈমানের পূর্ণতা বিধানের প্রশ্ন তো তাদের সাথে সম্পৃক্ত যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ যারা আল্লাহর হাবীবকে নবী-রসূল মেনে নিয়েছে তাদেরকেই বলা হচ্ছে মেনেছো যখন অতুলনীয় ও অনুপম হিসেবেই মানতে হবে। তা নাহলে ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এখন এ গাঁজাখোরী কথার পরিণতি কী হবে? যে বলা হচ্ছে- আমরা তো নবী এবং রসূল বলে মেনে নিয়েছি। এরপর 'মানুষ' হিসেবে 'আমাদের মত মানুষ' বললে দোষের কী আছে? বিবেকবানরা বিচার করবেন কী?

নূর প্রসঙ্গ

অভিজ্ঞ ও বিদগ্ধজনেরা বলেছেন:

بدل جاتی ہے جب ظالم کی نیت - نہ کام آتی ہے اُسکو دلیل اور حجت

অর্থাৎ জালিমের নিয়ত যখন বদলে যায়, মানে যে যাই বলুক কিছুই শুনবে না, কোনটাই মানবে না, যাই বুঝবে ঘুরে ফিরে সেটাই মানবে, মুরব্বী যা বলেছেন হোকনা সেটা ষোল আনাই মিছে ওটাই বলে যাবে। তখন কোন দলিল প্রমাণ আর মানতে চায় না। সে উল্টোকে সোজা আর সোজাকে উল্টো দেখতে পায়। ত্রিতত্ত্ববাদী অর্থাৎ তিন খোদার প্রবক্তা 'নজরান' এর খ্রিস্টান পাদ্রীরা রসূলে পাকের দরবারে এসেছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদা কিম্বা খোদার সন্তান প্রমাণ করার জন্যে। রসূলে মুকাররম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানে নুবুওয়্যত থেকে অকাট্য দলিল-যুক্তি-প্রমাণ শুনেও তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল। মহান আল্লাহর নির্দেশে হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'মুবাহালাহ্'র আহ্বান করলেন। অর্থাৎ আমরা একে অপরকে অভিশাপ দেব; মিথ্যুক ধ্বংস হয়ে যাবে। এরা 'মুবাহালাহ্'র চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহসও পায়নি নিজেদের ভ্রান্তমত ও পরিহার করেনি। এখন পরিণাম ফল হয়তো দুনিয়াতে ভোগ করতে হয়নি; কিন্তু আখিরাতে? মহান আল্লাহ এরশাদ ফরমান:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

মর্মার্থ: একটি অণু পরিমাণ ভাল ও মন্দ কাজের জন্যেও সুফল ও কুফল ভোগ করতে হবে।

অপ্রিয় হলেও সত্য কথাটি হচ্ছে 'মাটি'র লেখক, প্রকাশক এবং পরামর্শদাতারা এ বিষের বড়িটি সাধারণ মুসলমানকে সেবন করাতে শুরুতে যে মহারথি আযাদ সাহেবের অভিমতটি সংযোজন করে বইটির মান বাড়াতে চেয়েছেন তার দ্ব্যর্থহীন বাণী পড়ুন আর বুঝুন:

حشر میں لوگ دیکھیں گے نبی جی ☆ تجلّی ہی تجلّی ہیں تجلّی

অর্থাৎ পরকালে হাশরের ময়দানে মানুষ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপাদমস্তক কেবল একটি নূরানী আলো হিসেবেই দেখতে পাবে।*

* আঁসূ কা দরয়া, ২৩পৃষ্ঠা

আমরা 'মাটি' প্রবক্তাদের বলি হাশরতো নয় অন্তত: মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকুন চোখের পর্দা ইনশা আল্লাহ্ খুলে যাবে, বাকি নবীজীর নূরানিয়্যত প্রত্যক্ষ করতে আযাদ সাহেবের কথা মতে আপনাদেরকে হাশর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। **فارتقبوا وانامعكم مرتقبون** অবশ্য 'হায়রে কপাল মন্দ, চোখ থাকিতে অন্ধ' হলে কার কথা কে শোনে? 'মাটি' পুস্তিকায় অভিমতদাতা আযাদ সাহেবতো অতি পরিষ্কারভাবেই লিখে দিয়েছেন নবীকুল সম্রাট হুজূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহ মোবারক কী দিয়ে গঠিত।

بغیر پرتو نور مجسّم - جہاں ہو گا اندھیرا ایک جہنّم

এখানে *نور مجسم* শব্দটির দিকে বিবেকবানদের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর অর্থ হচ্ছে এমন সত্তা যার দেহ 'নূর' দ্বারা গঠিত। অথচ 'মাটি' পুস্তিকায় আদ্যোপান্ত চেষ্টা করা হয়েছে 'নবীর দেহ মাটি দ্বারা গঠিত' প্রমাণ করতে। এমন নির্জলা মিথ্যা আর নির্লজ্জ প্রতারণার অনুযোগ-অভিযোগ মহান আল্লাহর দরবারে তো আছেই, বিবেকবানদের কাছে প্রশ্ন 'আর কতদিন ঘুমোবেন নয়ন মেলিয়া?'

পর্যালোচনা নাকি প্রতারণা ?

হুজূরে আকরম নূরে মুজাস্সাম মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার প্রথম সৃজন এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ পাকের সৃজন ইচ্ছার প্রথম প্রতিফলন। তাই আল্লাহ্ তা'আলার জাতি নূর হতে সৃজিত বলেই প্রমাণিত।

এ বিষয়ে মূল দলিল হিসেবে যে সমস্ত আয়াতে পাক ও আহাদীসে মুবারাকাহ্গুলো রয়েছে তা হচ্ছে:

১. **وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْن**...'আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পনকারী' (৬:৮৩)। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে সবইতো আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণকারী। এরশাদ হচ্ছে: **وَلَهٗ اَسلم مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْض** 'আসমানসমূহ ও যমীনে যে কেউ রয়েছে সবাই তাঁরই সামনে মস্তকবনত' (৩:৮৩)। কিন্তু সর্বাগ্রে যিনি আল্লাহর সম্মুখে ঝুঁকেছেন তিনি 'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি। তাঁর পূর্বে কিম্বা তাঁর সমসাময়িক কোন সৃষ্টিই ছিলনা। প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা নিযামুদ্দীন হাসান নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি **غرائب القرآن** নামক তাফসীর গ্রন্থের ৮ম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠায় এ আয়াতে করিমার ব্যাখ্যায় দলিল স্বরূপ হাদীসে রসূল পেশ করেছেন: **اَوَّلُ كَمَا قَالَ: مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِى** 'যেমনিভাবে প্রিয়নবী নিজেই এরশাদ করেছেন: আল্লাহ্

তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরী সত্তাই সৃষ্টি করেছেন।'

২. মহান আল্লাহর ঘোষণা **وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْن** 'হাবীব! আমিতো আপনাকে জগতসমূহের জন্য রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' -(২১:১০৭) এ আয়াতে করিমার ব্যাখ্যায় আল্লামা সৈয়দ মাহমূদ আলূসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে রূহুল মা'আনী শরীফ ১৭ খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠায় ফরমাচ্ছেন:

وكونه ﷺ رحمة للجميع باعتبار انه عليه الصلوٰة والسلام واسطة الفيض الالٰهى على الممكنات على حسب القوابل ولذا كان نورهٗ ﷺ اوّل المخلوقات ففى الخبر اول ما خلق الله نور نبيک يا جابر -

'হুজূর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিজগতের জন্য 'রহমত' হওয়ার রহস্য এই যে, তিনিই এ জগতে প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যোগ্যতা অনুসারে খোদায়ী করুণাধারা লাভ করার একমাত্র মাধ্যম। আর এ কারণেই তাঁর নূরানী সত্তা সমগ্র সৃষ্টিজগতে প্রথম সৃষ্টি এবং এ কথাই রসূলে মুয়াজ্জম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে পাকে ঘোষণা করেছেন: 'হে জাবের! আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তোমার নবীর 'নূর'কেই সৃষ্টি করেছেন।

৩. মহান আল্লাহর সৃজন শিল্পের প্রথম অস্তিত্ব রসূলে মুকাররম ফাখরুল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ''আল্লাহর নূরের সৃষ্টি'' এ বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট ও মুহকাম আয়াত যেটি পেশ করা হয় সূরা মায়েদা শরীফের ১৫নং আয়াত **قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَ كِتَابٌ مُّبِيْن** এ আয়াত প্রসঙ্গে মুফাস্সিরীনদের অভিমত নিম্নরূপ:

হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু লিখেছেন **يعنى محمد صلّى الله عليه وسلّم**....অর্থাৎ 'নূর' মানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লামা ইবনে জরীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু লিখেন **يعنى بالنور محمد ﷺ** 'নূর বলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা মাহমূদ আলূসী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন **وهو نور الانوار والنبى المختار ﷺ**...নূর মানেই সকল নূরের মূল নবীয়ে মুখতার মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন **هو النبى ﷺ**...নূর এর অর্থ স্বয়ং নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রিয়নবী সৃষ্টির প্রথম ও নূরের সৃজন; এ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ যে হাদীসে পাকটি

বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে সায়্যিদুনা ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ছাত্র এবং হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দাদা ওস্তাদ সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ হাফেযুল হাদীস হযরত ইমাম আবদুর রাজ্জাক আবু বকর বিন হুজ্জায রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বরাতে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ আনসারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে পাক

قال قلت يا رسول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اوّل شىء خلقه الله تعالى قبل الاشيآء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيک من نوره...الخ

অর্থাৎ হযরত জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রসূলে পাকের দরবারে আরজ করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্ আমার মাতা-পিতা আপনার কদমে কোরবান; দয়া করে বলুন মহান স্রষ্টা সবার আগে কোন্ জিনিসটা সৃষ্টি করেছেন? প্রিয় রসূল (এটা বলেননি তা আমি কী করে জানি? বরং দ্ব্যর্থহীন ভাষায়) উত্তর দিলেন- শোন হে জাবের! নিঃসন্দেহে মহান খালেক আল্লাহ্ তা'আলা সবার আগে তোমার নবীর নূরানী সত্তাকেই সৃষ্টি করেছেন।

যে সকল মনীষী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন:

১. আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মদ দিয়ার বিকরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি,*
২. শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।**
৩. আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর কস্তুলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।***
৪. ইমাম আল্লামা যুরক্বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।****

* তারীখ আল্ খামীস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২।
** মাদারিজুন্নুবুয়্যত (ফার্সী), মুদ্রণ মাকতাবা-এ নূরিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, ২পৃষ্ঠা।
*** মাওয়াহিব যুরকানী সংযুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫।
**** শরহে মাওয়াহেব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫।

৫. আরেফ বিল্লাহ্ শায়খ আবদুল করিম জীলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাত ৮০৫ ঈসায়ী।*
৬. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি**
৭. ইমাম বায়হাক্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, 'দালাইলুন্ নুবুওয়্যত' গ্রন্থে।
৮. আল্লামা মুহাম্মদ মাহদী আল্ফাসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১০৫২ হি.)।
৯. আল্লামা আরেফ বিল্লাহ্ আবদুল করিম নাবলূসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।****
১০. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।*****
১১. ইমাম আলী বিন বুরহান উদ্দীন হালবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি,******
১২. আল্লামা আবদুল হাই লৌখনভী। আল্ আছারুল মারফূআহ্ ফিল আখবারিল মাওদূআহ্ (লাহোর থেকে মুদ্রিত) ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠায় হাদীসে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন

قد ثبت من رواية عبد الرزاق اولية النور المحمدى خلقا وسبقته على المخلوق سبقا

হাদীসে আবদুর রাজ্জাক দ্বারা হুজূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী সত্ত্বার সৃজন ও অস্তিত্ব সকল সৃষ্টির পূর্বে হওয়াকেই প্রমাণ করে।

১৩. দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মত মৌং আশরাফ আলী থানভী 'নশরুত্তীব ফী যিকরিল হাবীব' গ্রন্থে ৬নং পৃষ্ঠায় হাদীসে আবদুর রাজ্জাক বড় বিশ্বস্ততার সাথে বর্ণনা করেছেন।

* **الناموس الاعظم والقاموس الاقدم فى معرفة قدر النبى ﷺ**
** جواهر البحار, ৪র্থ খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠা।
*** মাতালিউল মুছিরাত, পৃষ্ঠা ২২১।
**** আলহাদীকাতুন্ নাদিয়্যাহ্ শরহে আতত্বারীকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা ৭৫, খণ্ড ২য়।
***** ফাতাওয়া হাদীছিয়্যাহ্, ২৮৯ পৃষ্ঠা।
****** সীরাতে হালবিয়্যাহ্।

১৪. মুহাদ্দিসুল জলীল আল্লামা মোল্লা আলী আল্ ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, 'আল্ মাওরিদুর্ রভী ফিল মাওলীদিন নবভী' কিতাবে (কাহেরাহ্ মিসর থেকে মুদ্রিত) ২২নং পৃষ্ঠায় এ নাতিদীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৫. আল্লামা আহমদ আবদুল জাওয়াদ দামেস্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত গ্রন্থ **السراج المنير وبسيرته استنير** (দামেস্কে মুদ্রিত) পৃষ্ঠা ১৩,১৪।

এভাবে এক বিশাল সংখ্যক সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে ইসলাম শায়খ ইমাম আবদুর রাজ্জাক বর্ণিত হাদীসে জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র আলোকে এ দু'টো গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা অর্থাৎ ক. 'প্রিয় নবী মহান আল্লাহর নূরানী সৃষ্টি' এবং খ. সর্বপ্রথম সৃষ্টি সর্বজন গৃহীত মাসআলা হিসেবে স্ব স্ব কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং উম্মতে মুসলিমাহ্ তথা জগদ্বাসীর সামনে নিঃসঙ্কোচে উপস্থাপন করেছেন।

পাঠকবৃন্দের কৌতূহল নিবারণে অতি প্রয়োজনীয় আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

১. প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইলমে হাদীসের বিজ্ঞ সমালোচক আল্লামা ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ৫৯৭ হিজরী)। তাঁরই প্রণীত গ্রন্থ 'মাওলিদুল আরূস (আল্ মাকতাবাতুস সিকাফিয়্যাহ্, বৈরুতে মুদ্রিত) ১৬ নং পৃষ্ঠায় জলীলুল ক্বদর সাহাবী হযরত কা'বুল আহবার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন:

وعن كعب الاحبار رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله ﷺ لما اراد الله سبحانه خلق المخلوقات وخفض الارضين ورفع السمٰوٰت قبض قبضة من نوره سبحانه وتعالٰى وقال لها كونى محمدا ﷺ فصارت تلك القبضة عمودا من نورفسجد ورفع رأسه وقال الحمد لله فقال الله تعالٰى لاجل هٰذا خلقتك وسميتك محمدا فبك ابدأ المخلوقات وبك اختم الرسل۔

"রসূলে পাক এরশাদ করেছেন: মহান স্রষ্টা আল্লাহ যখন জগত সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন মানে নীচে যমীন আর উপরে আসমান উপস্থাপনের ইচ্ছা হল, স্বীয় নূরানী ইচ্ছার প্রথম বিচ্ছুরণকে হুকুম করলেন তুমি 'মুহাম্মদ' হয়ে যাও। (**قبض قبضة من نوره** অর্থাৎ স্বীয় নূর হতে এক মুষ্টি নূর'র মর্ম এটাই)। মহান আল্লাহর হুকুমে সে নূরানী বিচ্ছুরণ এক নূরানী সত্ত্বায় পরিণত হয়ে সিজদায় পড়ে গেল। আর সিজদা থেকে মাথা তুলে ঘোষণা করলেন **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** মানে

সমস্ত প্রশংসার যোগ্য কেবল আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করলেন এ জন্যই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার নাম রেখেছি 'মুহাম্মদ'। তোমারই মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা করব আর তোমাকে দিয়েই রিসালাতের সমাপ্তি ঘটাব।

'এক মুষ্ঠি নূর' বক্তব্যটি মূলতঃ মানুষকে বুঝাতে, বাস্তবে তাঁর ইরাদা বা ইচ্ছার প্রতিফলনই উদ্দেশ্য। এখন **كونى محمدا فصارت عمودا من نور** 'মুহাম্মদ হয়ে যাও আর তা নূরের স্তম্ভ হয়ে গেল মানে 'মুহাম্মদ' না হয়ে অন্য কিছু হয়ে গেছে? এটাতো ইচ্ছার প্রতিফলন নয়। তাই মানতে হবে **عمودا من نور** অর্থ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরানী সত্ত্বায় প্রতিভাত হলেন। এরপর **فسجد ورفع رأسه وقال الحمد لله** সিজদায় মাথা রাখা আর ওঠে 'আল্হামদু লিল্লাহ্' বলা এটা কি অশরীরী ছিল? হাদীসের মর্মতো সেটা সমর্থন করেনা। তাই তাঁর নূরানী অস্তিত্বের বিকাশ মেনে নেয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

২. ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ-এ আল্ফে সানী শায়খ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফরমান:

فلا جرم هو واسطة بين سائر الحقائق وبين الله جل وعلى ويستحيل ان يصل احد الى المطلوب بدون توسطه عليه وعلى اله الصلوة والسلام

অর্থাৎ "মহান স্রষ্টার দরবার হতে মৌলিক অস্তিত্ব লাভে সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য তিনিই একমাত্র মাধ্যম। তাঁর উসীলা ব্যতিরেকে উদ্দেশ্য সাধন তথা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।"*

৩. 'সৃষ্টির প্রথম প্রিয়নবীর নূরানী সত্ত্বা' এ প্রসঙ্গে হুজূর গাউসুল আযম দস্তগীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র (**سر الاسرار فى مايحتاج اليه الابرار** লাহোর থেকে মুদ্রিত) কিতাবের একটি উদ্ধৃতি পড়ুন:

اعلم وفقك الله لما يحب ويرضى لما خلق الله تعالى روح محمد ﷺ اولا من نور جماله كما قال الله عز وجل خلقت روح محمد من نور وجهى كما قال النبى ﷺ اول ما خلق الله روحى واول ما خلق الله نورى واول ما خلق الله القلم واول ما خلق الله العقل۔ فالمراد منها شيء واحد وهو الحقيقة المحمدية

* মাকতুবাত ফার্সীর আরবী তরজমা) দফতর ছালেছ, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩। المكتبة السعيدية لاهور

"মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি তোমার নসীব হোক, হে মুরীদ তুমি জেনে রেখো আল্লাহ্ পাক স্বীয় জামালী সিফত থেকে প্রিয় নবীর রূহ মোবারক সৃষ্টি করেন। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন 'আমি আমার নূরী সত্ত্বা হতে রূহে মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছি। যেমনিভাবে হাদীসে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে 'আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার রূহকে সৃষ্টি করেছেন (অন্য বর্ণনায়), 'আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন', (অন্য সূত্রে) 'আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন' (আরেক সূত্রে) 'আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আক্বলকে সৃষ্টি করেছেন'।

এখানে শব্দের বৈপরীত্বে পৃথক পৃথক কোন সৃষ্টি নয়। বরং উদ্দেশ্য একটাই আর তা হচ্ছে হাক্বীক্বতে মুহাম্মদিয়্যা' মানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রকৃত নূরী সত্ত্বা।

৪. আল্লামা সৈয়দ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ আল্‌জুরজানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তিকাল ৮১৬ হিজরী) শরহে মাওয়াক্বেফ (ইরানের 'কোম' এ মুদ্রিত) ৭ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা লিখেছেন:

قال بعضهم وجه الجمع بينه (اول ما خلق الله العقل) وبين الحديثين الأخرين اول ما خلق الله القلم واول ما خلق الله نورى۔ ان المعلوم الاول من حيث انه مجرد يعقل ذاته ومبدأهٗ يسمى عقلا۔ ومن حيث انه واسطة فى صدور سائر الموجودات ونفوس العلم يسمى قلما ومن حيث توسطه فى افاضة انوار النبوة كان نورا لسيد الانبيآء۔

মানে: হাদীসে পাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হিসেবে 'আক্বল', 'ক্বলম' এবং 'আমার নূর' তিনটি বস্তুর উল্লেখ মূলতঃ নবীকুল সম্রাট এর নূর মোবারককেই বুঝানো হয়েছে। সর্বাগ্রে নিরেট ও নির্ভেজাল অস্তিত্বময় একমাত্র তাঁরই সত্ত্বা। তাই তাঁকে 'আক্বল' এবং সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রাপ্তির তিনিই মাধ্যম তাই তাঁকে 'ক্বলম' এবং আন্‌ওয়ারে নুবুওয়্যত'র তিনিই ফয়েজ বিতরণের একমাত্র সোপান তাই তিনি 'নূর' হিসেবে আখ্যায়িত।

৫. আল্লামা নূরুদ্দীন মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'শরহে শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থে (মুলতান থেকে মুদ্রিত) ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: **ان اولها النور الذى خلق منه عليه الصلوٰة والسلام** অর্থাৎ সর্বপ্রথম সৃষ্টি সেই মহান 'নূর' যদ্বারা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬. মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থে ১ম খন্ডে ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেন **والاول هو النور المورد الروى للمولد النبى المحمدى على مابَيَّنْتُهٗ فى المورد للمولد** অর্থাৎ কিতাবে আমি প্রমাণ করেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী সত্ত্বাই সর্বপ্রথম সৃষ্টি।

৭. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি **الموضوعات الكبير (مجتبائى دهلى)** ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেন:

وأما نوره عليه السلام فهو فى غاية الظهور شرقا وغربا واول ماخلق الله نورهٗ وسماه فى كتابه نورا وفى دعائه عليه الصلوٰة والسلام اللهم اجعلنى نورًا۔ لكن هذا النور ليس له الظهور الا فى عين اهل البصيرة فانها لاتعمٰى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور۔

অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বত্র প্রিয়নবীর নূরানী সত্ত্বাই সর্বাধিক পরিচিত ও প্রকাশিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই নূরানী সত্ত্বাকে সর্বাগ্রে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে তাঁকে নূরানী সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন 'আল্লাহ্ আমাকে নূরানী সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত রাখ'। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর নূরানী সত্ত্বা বস্তুজগতে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছেই প্রকটিত। (কেবল কপালের চোখে প্রিয়নবীর নূরানী সত্ত্বার যিয়ারত সম্ভব নয়) আল্লাহ্ পাক বলেন, কপালের চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয় মানে অন্তর্দৃষ্টি।

৮. আরেফ বিল্লাহ্ ইমাম আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি **اليواقيت والجواهر** গ্রন্থে ২য় খন্ড, ২০ পৃষ্ঠায় হাদীসে উল্লিখিত **اَوّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقَل** এবং **اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ** উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানে বলেন: **ان معناهما واحد لان حقيقة محمد ﷺ تارة يعبّر عنها بالعقل الاول وتارة بالنور** মানে নূর কিম্বা আক্বল পরস্পরের কোন বৈপরিত্য নেই। এগুলো হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বহুমুখী পরিচিতি।

৯. হুবহু একই কথা আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিন হাসান দিয়ার বিকরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তারীখুল খামীস' কিতাবে লিখেছেন:

واهل الحقيق على ان المراد من هٰذه الاحاديث شىء واحد لكن باعتبار نسبه وحيشياته تعددت العبارات

১০. আশেকে রসূল আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি **کلیات اقبال** কাব্যগ্রন্থে বলেন:

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب - گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

হে রসূল, লৌহ মাহফূজ কিম্বা কলম বা আল্লাহর কিতাব সবই আপনার নূরানী সত্ত্বার স্বরূপ। এ গুম্বজ সদৃশ্য বিশাল আকাশ আপনার মহান নূরানী সত্ত্বার সামনে ক্ষুদ্র দানার মতই।

কাজেই শরৎকালীন মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমা শশীর চেয়েও কোটি গুণে সুস্পষ্ট প্রিয়নবীর সৃষ্টির প্রথম হওয়া এবং নূরের সৃষ্টি তথা নূরানী সত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি। অসংখ্য দালায়েল ও প্রমাণাদি থেকে কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে পেশ করেছি মাত্র।

পরিতাপের বিষয়! 'মাটি' প্রণেতা তার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব অভিমতদাতা সিদ্দীক আহমদ আযাদ সাহেবের প্রিয়নবীর শানে উক্তি **نور مجسّم** (মানে 'নূর' দ্বারা গঠিত দেহ)সহ এত অজস্র দলিল-প্রমাণ সত্ত্বেও হুতুমপাখি নিশাচরের মত সূর্যদর্শন করবইনা বলে যেন শপথ নিয়েছেন। নূরানী নবীর নূরানী সত্ত্বা হওয়ার নূরানী কিতাব আল-কোরআন এর নূরানী আয়াত **قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ** এর ব্যাখ্যায় মহামনীষী হযরাতে মুফাস্সিরীনে কেরামের পাঁচটি নকল করেছেন, লক্ষ্য করুনঃ

১. তাফসীরে মাযহারী:

قد جآئكم من الله نور يعنى محمد ﷺ اوالاسلام

২. তাফসীরে বায়জাভী:

قد جآئكم من الله نور وكتاب مبين يعنى القران فانه الكاشف لظلمات الشک والضلال والكتاب الواضح الاعجاز وقيل يريد بالنور محمد ﷺ

৩. তাফসীরে খাযেন:

قد جآئكم من الله نور وكتاب مبين يعنى محمد ﷺ انما سماه الله نورا لانه يهتدى بالنور فى الظلم وقيل النور هو الاسلام

৪. তাফসীরে কবীর :

قد جآئكم من الله نور وكتاب مبين فيه اقوال الاوّل ان المراد بالنور محمد ﷺ وبالكتاب القران ـ الثانى المراد بالنور اسلام والكتاب القران ـ الثالث النور والكتاب هو القران تسمية محمد ﷺ الاسلام والقران بالنور ظاهرة لان النور الظاهر هو الذى يتقوى به البصر على

ادراک الا شیاء الظاهرة و النورالباطن ایضا هو الذی یتقوی به البصیرة علی ادراک الحقائق والمعقولات

৫. আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান':

قد جآئكم من الله نور سید عالم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی

এসব উদ্ধৃতির পর মন্তব্য করেছেন "উল্লিখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, 'নূর' শব্দটির অর্থ নিয়ে মুফাস্সিরীনে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যাঁদের মতে 'নূর' অর্থ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরা তার দেহ মোবারক নূর দ্বারা গঠন করার কথা বলেন নাই বরং হেদায়তের নূর বলেছেন।"

জানতে চাই 'মাটি' প্রবক্তাদের নিকট, এ এবারতগুলোতে 'রসূলে পাকের দেহ মোবারক নূর দ্বারা গঠন করা হয়নি' কোথায় বলা হয়েছে? বরং আগুন-পানি-মাটি-বাতাসের সকল উপাদান তথা সমগ্র সৃষ্টির আগে মহান স্রষ্টার নূরানী ইচছার প্রতিফলন নূরানী সৃজন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে যখন মাটির মানুষের হেদায়তের জন্য মানব সমাজে মানবের আকৃতি ও স্বভাব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তাঁকে সম্পূর্ণ নিজেদের মতই জ্ঞান করতে পারে; বিধায় মানুষের বোধগম্য নিয়মে নূরের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে 'অন্ধকারে আলোদানকারী' পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির তিমিরতা থেকে পরিত্রাণ দানকারী' ইত্যাদি ভাষায়। কোথাও কেউ 'নূরে মুজাসসাম তথা নূর হওয়াকে অস্বীকার করেন্ নি।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র উদ্ধৃতি আমরা পূর্বেও দিয়েছি যে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম'র কপাল মোবারকে নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকার কারণেই সে নূরে পাকের সম্মানার্থে ফেরেশতাদের সিজদার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

এখানে আল্লামা রাযীর পেশকৃত এবারতটির প্রতি পুণঃদৃষ্টি দেয়ার আহ্বান করব। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন ইসলাম, কোরআন, নূর সবই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র এক একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নাম। বাইরের বস্তুগুলো প্রত্যক্ষ করতে জাহেরী আলো আর অন্তর্নিহীত তথা বাতেনী অবস্থা জানতে বাতেনী নূর অত্যাবশ্যক। এ জাহেরী-বাতেনী নূরের সমন্বিত নাম 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই, আল্লাহ্ পাক তাঁকে নূরের সৃজন ও নূর নামে অভিহিত করেছেন।

কানযুল ঈমানের তাফসীর খাযাইনুল ইরফানেও আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রিয়নবীর নূরানিয়্যতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'নূরে মুজাসসাম' হওয়াকে অস্বীকার করেন নি।

প্রিয়নবীর বাণী اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِیْ এর বিশ্লেষণে আমরা মুসলিম মিল্লাতের স্বীকৃত মনীষীবৃন্দের বর্ণনাদি উপস্থাপন করেছি। তাই نُوْرِی অর্থ رُوْحِی বিধায় নূরের দেহ প্রমাণিত হয় না' বলা কপটতাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর উক্তি।

উপসংহারে ঈমান সংহার

মাটির প্রবক্তা হুজূরের বিভ্রান্তিকর চাপা স্বীকারোক্তিটি লক্ষ্য করুন: ''তাছাড়া মুহাম্মদ স:কে নূর বলা হলেও মাটি অস্বীকার করা হয়না। যেমন মাটির মানুষ বলার কারণে মানুষের দৈহিক গঠনে অন্যান্য উপাদানকে অস্বীকার করা হয় না।''

মাওলানা সাহেব, মানুষকে মাটির মানুষ বলার কারণে তার দৈহিক গঠনে অন্যান্য উপাদান অর্থাৎ আগুন, পানি ও বাতাস ইত্যাদিকে এ জন্য অস্বীকার করা হয় না যে, তখন অন্যান্য উপাদানসমূহের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সৃষ্টির সর্বপ্রথম সৃজন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে নূর বলা হলে অন্যান্য সব উপাদান বাদ পড়ে যায় সঙ্গত কারণেই। যেহেতু তখন মহান আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বা ব্যতীত তৃতীয় কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, মানে আপনাদের 'মাটি' স্বীকৃতি পায় কী করে? তখনও যাকে সৃষ্টিই করা হয়নি। আসল কথা হচ্ছে من لم يجعل الله لهٗ نورا فما له من نور মানে পথের দিশা আল্লাহ্কেই দিতে হয়।

প্রসঙ্গ :"মানবীয় দুর্বলতা"

আরবীতে প্রবাদ আছে-

اِنّک لَا تجنی من الشوک العنب

অর্থাৎ- "কাঁটা গাছ থেকে আঙ্গুর ফল পেতে পার না।" ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি মানে ইসলামী আক্বায়েদ ও বিশ্বাস মতে সবচে নোংরা-নাপাক আক্বীদা হচ্ছে 'রসূল আমার মত বরং অন্য সব মানুষের মতই একজন মানুষ' এ ধারণা পোষণ করা। 'মুরব্বীর উদ্ভাবিত এ নোংরা আক্বীদাটির পরিবেশ দুষণকারী দুর্গন্ধ দূরীকরণে 'ভক্তের' ঘামঝরা পর্যালোচনা দেখে মনে হচ্ছে তিনি 'পায়খানা করে প্রস্রাব দিয়ে ইস্তিঞ্জা করেছেন।' কথায় আছে 'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব (প্রাণী)।' সৃষ্টিতে সবাই প্রাণী নয়। অনেক কিছু আছে জড় বস্তু। জড়ের চেয়ে জীব অর্থাৎ প্রাণী সেরা। মানুষও প্রাণী, আর সকল প্রাণীকুলে মানুষ সেরা। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা। প্রাণীকুলকে حَيَوَانٌ (জীব) বলে। মানুষ ও حَيَوَانٌ প্রাণী হিসেবে 'মানুষ'ও জীবজগতের অন্তর্ভূক্ত। আর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি حَيَوَان হওয়া নয় বরং اِنْسَانٌ হওয়া। اِنْسَانِيّة মানে মনুষ্যত্বই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে তাকে। তাই 'ইনসান' সাধারণ প্রাণীতুল্য নয়। বিশেষ করে একজন মানুষ যখন সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে তার ইনসানিয়্যত অর্থাৎ স্রষ্টার সৃজনোদ্দেশ্যকে সাধন করতে পারে তখন সে হয় خَيْرُ الْبَرِيّة। সে এমন পরশমণিতে পরিণত হয় যে, তার সত্ত্বা, নিয়্যত ও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত সকল বস্তুই আল্লাহর কাছে মাহবুব ও দামী হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন খাবারের চাহিদা পূরণে অসংখ্য গরু-ছাগলসহ হালাল পশু জবাই হয়। অথচ যিলহজ্বের দশম তারিখে ঈদুল আদ্বহা দিবসে খাস আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে যে পশু কোরবানী দেওয়া হয়, তাকে আল্লাহর নিদর্শন جعلنٰها لکم من شعآئر الله لکم এবং পশুগুলোর সম্মানকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক বলা হয়েছে وَمَنْ يُّعَظم شَعآئر اللّٰه فانّها من تقوٰی القلوب। মুমিন ইনসান এর মাঝে রয়েছে মর্যাদার তারতম্য। সর্বোচ্চ শ্রেণীতে আছেন মহামর্যাদা লাভকারী নবী-রসূল আলাইহিমুস্ সালাম'গণ। তাঁদের মাঝে শ্রেণীবিন্যাস হয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছেন প্রিয়নবী مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ 'ইনসান-ই-কামিল'।

আর ঘুমিওনা নয়ন মেলিয়া

আমাদের এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বিবেচনায় রেখে বিবেকবানরা বলুন ‘ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, নিদ্রা, ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি যেখানে একজন সাধারণ ইনসানের মানবীয় দুর্বলতা বলা যায় না সেখানে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সত্বা ‘মুহাম্মদ’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র মানবীয় দূর্বলতা আখ্যা দিয়ে তাঁকে সাধারণ মানুষের মতই একজন মানুষ প্রমাণের চেষ্টা জঘণ্যতম ধৃষ্টতা নয় কি?

‘মানুষ কাকে বলে?’ এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি বলে ‘যার মাঝে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, নিদ্রা এবং ব্যাথা-বেদনার অনুভূতি আছে তাকেই মানুষ বলে।’ এটা হবে নিরেট জেহালত এবং মূর্খতাসূলভ উত্তর। কারণ, উল্লিখিত স্বভাব-চরিত্র حَيَــوَانٌ তথা প্রাণীকূলের। মানে حَيَــوَانٌ তথা প্রাণী বলতেই তার মাঝে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, নিদ্রা ও ব্যাথা-বেদনার অনুভূতি থাকবে। ইনসান ও حَيَوَانٌ। তাই প্রাণী তথা জীব হিসেবে এসব কিছু তার মাঝেও থাকতে পারে, তবে দুর্বলতা হিসেবে নয় বরং تَــوَابِــع ও لَــوَازِم মানে প্রয়োজনীয়তা ও সংশ্লিষ্ঠতার ভিত্তিতে। তাফসীরে রূহুল বায়ান প্রণেতা কিম্বা প্রকৃত মুসলিম মনীষীবৃন্দের মূল বক্তব্য এটাই। কিন্তু রূহুল ঈমান অর্থাৎ حـــبِّ حَبِيْـــبُ الــرَّحــمٰن সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না থাকলে রূহুল বায়ান এর মর্ম বুঝবেন কোত্থেকে?

ইনসান এর মর্যাদা

ইনসান তার সৃজন উদ্দেশ্য اِلَّا لِيَعْبُدُوْن সাধনে ব্রতী হয়ে স্ফীত লক্ষে الَّذِيْنَ اٰمَـنُـوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ ঈমান ও তাক্বওয়ার প্রকৃত স্তরে পৌঁছে গেলে لَا خَـوْفٌ عَـلَـيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এর মর্যাদা লাভে ধন্য হয়। অর্থাৎ তখন সে এ সমস্ত জাগতিক ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, নিদ্রা, ব্যথা-বেদনা সব কিছুকেই ডিঙ্গিয়ে যায়। কিছুই তার পথ রোধ করতে পারে না। এতো গেল একজন সাধারণ ইনসানের মর্যাদা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ আর গোলামীর বদৌলতে আল্লাহর মাহবূব হয়ে যিনি ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, নিদ্রা আর ব্যথা-বেদনাশূন্য এ মর্যাদামণ্ডিত জীবন লাভ করলেন

বিবেকবানরা চিন্তা করবেন্ না? অনুসরণ আর গোলামীর যদি এ মর্যাদা হয়, স্বয়ং অনুণীয় সত্বা ও মনিবের মর্যাদা কে নিরূপণ করবে? গোটা জগৎকেই আল্লাহ্ তা‘আলা যাঁর দুয়ারে করুণার পাত্র করে দিয়েছেন, ঘোষণা দিয়েছেন وَمَـآاَرْسَـلْـنَـاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْن মানে راحـمـا للعالمين অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের প্রতি করুণা বিতরণকারী। তাঁকে এ সব জাগতিক দুর্বলতার শিকার

প্রমাণ করে একজন সাধারণ মানুষ সাব্যস্ত করার প্রবণতা মন্দিরে চলতে পারে; মসজিদ কিম্বা আহলে মসজিদ এর সাথে এর তফাৎ ‘মাশরিক্ব-মাগরীব’ (পূর্ব-পশ্চিম) এর দূরত্বের সাথেও তুলনা হয়না। বিশ্ববিশ্রুত আশেক্বে রসূল আল্লামা শরফুদ্দীন বূসিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وكيف تدعوا الى الدنيا ضرورة من + لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

অর্থাৎ মানবীয় প্রয়োজনীয়তা ঐ সত্বাকে জগতের দিকে ধাবিত করতে পারেনা, যাঁর সৃজন না হলে গোটা জগতটাই অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। মানে জগতটা স্বয়ং যার প্রতি মুহতাজ। জাগতিক বিষয়- বস্তুর প্রতি তাঁর দুর্বলতা রয়েছে বলা জঘণ্যতম ও অমার্জনীয় মিথ্যাচারিতা।

নবী জীবনের বাস্তবতা

সুখ-দুঃখেই মানুষের জীবন। আল্লাহ্ পাক বলেন- وبلونٰهم بالحسنات والسَّيئات(১২৮ : ৭) ‘ধৈর্য’ এবং ‘কৃতজ্ঞতা’ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের নির্দেশ দিয়েছে তাকে। সর্বক্ষেত্রে রসূলই হচ্ছেন মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। বলে দিয়েছেন- لَـقَـدْ كَـانَ لَـكُـمْ فِـىْ رَسُوْلُ الـلّٰـهِ اُسْـوَـةٌ حَسَــــنَة....তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। (৩৩:২১)

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

মানে গ্রহণ-বর্জনে রসূলকেই মেনে চল। (৫৯:৭)

مَنْ يَّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ

যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। (৪:৮০)

وَمَا اَرْسَلْنَا من رَسُوْلٍ اِلَّا لِيُطاع بِاِذْنِ اللّٰه

রসূল এ জন্যই প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁরই আনুগত্য করা হয়। (৪ : ৬৪)

...وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

রসূল তোমাদেরকে কিতাব, হিকমত ও তোমাদের অজানা বিষয়াদি শিক্ষা দেন। (২: ১৫১)

প্রিয়নবী ﷺ নিজে ও জানিয়ে দিয়েছেন- بُـعِثْـتُ مُـعَـلِّمًـا“আমি শেখানোর জন্যেই প্রেরিত হয়েছি।”

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق

"উন্নত চরিত্রের পূর্ণতা দান করতেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"

প্রতীয়মান হল, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে রসূলই হচ্ছেন অনুকরণীয় নির্ভুল আদর্শ। সেটা জাগতিক ভয়-ভীতি, সুখ-দুঃখ, ব্যাথা-বেদনা, আহার- নিদ্রা, পায়খানা-প্রস্রাব কিম্বা ঐশিক বিষয়াদি যেমন খোদাভিতি, দ্বীনদারী, তাক্বওয়া-পরহেযগারী ইত্যাদি সবই রসূলের মাঝে ছিল। যেহেতু তিনি খোদাও ছিলেন না কিম্বা খোদার সন্তানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। তবে এগুলো তাঁর মাঝে তথা কথিত মানবীয় দুর্বলতা হিসেবে ছিল না। বরং لَوَازِم ও تَوَابِع মানে প্রয়োজনীয়তা ও সংশ্লিষ্টতা হিসেবে ছিল। যেহেতু তিনি সাধারণ মানব ছিলেন না, ছিলেন সকলের শিক্ষক, আদর্শমানব, ইনসান-ই কামিল। তাঁর সওমে বেসাল পালন, বক্ষ বিধারণ ও মি'রাজ গমনসহ অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহ অকাট্যরূপে প্রমাণ করে যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অতুলনীয়, অনন্য অসাধারণ মানব। তাইতো তিনি সকলের জন্য আদর্শ ছিলেন।

'আদর্শ' হতে হলে নিখুঁত হতে হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল নিখুঁত ছিলেন না বরং নিখুঁত হওয়ার মাপকাঠি ছিলেন। এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْن

"আমার এবং আমারই মাপকাঠিতে নিখুঁত হওয়া খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ অনুসরণই তোমাদের কতর্ব্য।"

জাহেল-মুর্খরা বলে 'সাহাবী-ওলী কেউ সত্যের মাপকাঠি নন' একমাত্র রসূলই সত্যের মাপকাঠি। অথচ একই নিঃশ্বাসে বলে রসূল মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত নন।

মানবীয় দুর্বলতার স্বরূপ

জ্বীন-পরী, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গসহ অসংখ্য প্রানীকুলের অংশ হচ্ছে 'ইনসান মানে মানুষ। ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-নিদ্রা, ব্যাথা-বেদনার অনুভূতি আল্লাহ্ তা'আলা সব প্রাণীকেই দিয়েছেন। তাই কেবল মানুষ নয়, এ সব আকর্ষণ সকল প্রাণীকুলের এমনকি গাছ-পালা, তরু-লতারও। মানুষ প্রাণী-অপ্রাণী সকল সৃষ্টির চেয়ে সেরা। অতএব, সাধারণ প্রাণীকুলের দুর্বলতাকে মানুষের মানবীয় দুর্বলতা আখ্যায়িত করা ঠিক নয়। বরং একজন মানুষকে মানবীয় পূর্ণতা অর্জনে এসব কিছু বর্জন ও অতিক্রম করে যাওয়ার উপরই শর্তারোপ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে একজন প্রকৃত মুমিন, খোদাভীরু, সৎকর্ম দ্বারা মহান আল্লাহর দরবারে প্রিয়ভাজন মানুষ সম্পর্কে বলা হচ্ছে لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ ইহ-পরকালীন কোন দুর্বলতাই তার মাঝে নেই (১০:৬২)। প্রকৃত অর্থে ঈমান, খোদা ভিরুতা, সৎকর্ম ইত্যাদির জন্য নির্ভুল আদর্শ ও নমুনা হচ্ছেন 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এখন যাঁকে অনুসরণ করে একজন 'ইনসান' এসব 'প্রাণীয়' দুর্বলতা দলিয়ে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেন স্বয়ং সে আদর্শের মূর্তীমান প্রতীক রসূলে আকরম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা কথিত এ সব মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন নি। এমন গাঁজাখোরী কথা মুসলমান তাও আবার মাওলানা(?) দের মুখে?

মানুষের প্রকৃত দুর্বলতা কোথায়?

পবিত্র ফোরক্বানে হামীদে এরশাদ হচ্ছে يٰبَنِيْ اٰدم لايفتننّكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنّة "হে আদম সন্তানরা! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ করতে না পারে- যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল (৭:২৭)।

প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই শয়তানের সাথে মানুষের বৈরিতা শুরু। সে বলেছে- ربّ بما اغويتنى لاُزيّنن لهم فى الارض ولاغوينهم اجمعين "হে আমার প্রতিপালক, আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করে তুলব এবং ওদের সবাইকে বিপথগামী করব। (১৫ঃ৩৯)

فبمااغويتنى لاقعُدَنّ لهُمْ صراطک المستقيم-ثمّ لاٰتينّهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولاتجدُ اكثرهم شاكرين-

"তুমি যে আমার সর্বনাশ করলে, এ জন্যে আমিও তোমার সরলপথে মানুষের সর্বনাশের জন্যে ওঁত পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ-পশ্চাৎ, ডান-বাম চতুর্দিক থেকেই পথভ্রষ্ট করব। ফলে তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না। (১৬,১৭ : আ'রাফ)

প্রতীয়মান হল সাধারণভাবে ক্ষুধা-পিপাসা, ভয়-ভীতি আর ব্যাথা-বেদনার অনুভূতি ইত্যাদি মানুষের দুর্বলতা নয় বরং পানাহার, আরাম-নিদ্রাসহ নৈমিত্তিক জীবনে কর্মে-আচরণে পেছনে লেগে থাকা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে

ভ্রান্তির শিকার হওয়ায় তার দুর্বলতা, যা থেকে তাকে বার বার সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (২ ঃ ২০৮)

সব মানুষই কি সমপর্যায়ের

এ প্রশ্নের উত্তরও পবিত্র কোরআনকে জিজ্ঞেস করুন। মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তকারী বিতাড়িত শয়তান নিজেই স্বীকার করেছে **الا عبادک منهم المخلصين** "মানুষের মাঝে তোমার নির্ভেজাল ও নির্বাচিত বান্দাদের আমি বিপথগামী করতে পারব না।" (১৫ ঃ ৪০)

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতও দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছেন-

انّ عبادی لیس لک علیهم سُلطٰن الا من اتبعک من الغٰوین "তোমার স্বার্থান্ধ অনুসারীদের বাইরে আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না।" (১৫ ঃ ৪২)

পবিত্র কোরআন এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট বর্ণনা সূরা নাহল শরীফের ৯৯ ও ১০০ নং আয়াতগুলোতে প্রত্যক্ষ করুন। **اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰن على الّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبّهم يَتوكّلُوْن** "মহান প্রতিপালক দয়াময় আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল প্রকৃত মুমিনদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই।

انما سُلْطٰنُهٗ على الذِيْنَ يتولونهٗ والّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْن "শয়তানের আধিপত্য কেবল তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক ও বন্ধু বানায় এবং তাদের উপর যারা শির্ক করে।"

শয়তানের আধিপত্যমুক্ত মহান আল্লাহর এসব নির্বাচিত বান্দার প্রথম সারিতে রয়েছেন মহামর্যাদাবান আম্বিয়া ও রসূল আলাইহিমুস্ সালাম। হ্যাঁ, নবী-রসূলদের মাঝে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সবার উপরে তিনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখন শয়তানী প্ররোচনাজনিত দুর্বলতার সাথে তাঁর সাথে ব্যবধান কত কল্পনা করুন।

নবী-রসূল ও অলীদের মর্যাদার মাপকাঠি

পানাহার, আরাম-আয়েশ ও যৌনবৃত্তি মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে ভ্রান্তির আঁধারে নিমজ্জিত করতে মানুষের এ প্রকৃতিগত স্বভাবগুলোকেই শয়তান কাজে লাগায়। মানবসন্তান হিসেবে সকল নবী-রসূল এবং অলীদের মাঝেও প্রকৃতিগত এ স্বভাবগুলো রয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁদের জীবন এতই নিপুন ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, সেখানে শয়তান উঁকি মেরেও দেখতে পারে না। মহান আল্লাহ নির্বাচিত এ বান্দাদের মাঝে এ চরিত্র ও স্বভাবগুলো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মানবীয় জীবন যাপনের জন্য দেয়া হয়নি। বরং তাঁদের মর্যাদাগত দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থেই দেয়া হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيٰته وَيُزَكِّيْهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

*আল্লাহর বাণী মানুষের সামনে পড়ে শোনান

*তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করণ ও

* আল্লাহর কিতাব ও হিকমত মানে জীবনের সর্ববিষয়ে সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেয়া।

পূর্বাপর মানবকূলের জ্ঞানের আধার ঐশীজ্ঞানের অদ্বিতীয় ভান্ডার রসূলে আজম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

"মানবকুলের শিক্ষক হিসেবেই আমি প্রেরিত হয়েছি"

মানুষ সত্যাসত্যের ধ্রুবজ্ঞান নবী-রসূলদের নিকট থেকেই পেতে পারে। তাঁদের পবিত্র শিক্ষা পাওয়ার পর অভিযোগ অনুযোগ তথা আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল পথ মানুষের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমান-

رُسُلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرّسل

অর্থাৎ সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারীরূপে রসূলদের এ জন্যেই প্রেরণ করি যেন এরপর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। (৪ ঃ ১৬৫)

প্রতীয়মান হল, সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগত খোদা প্রদত্ত এ স্বভাবগুলো নবী-অলীদের মাঝে তাঁদের মানবীয় অবস্থার পূর্ণতার জন্যে নয়। বরং তাঁদের দায়িত্ব ও মর্যাদাগত অবস্থার তাকমীলের জন্যেই আবশ্যিক ছিল।

ছিদ্রান্বেষণ নাকি ছিদ্র ভরণ ?

১. মাটি প্রণেতার আক্ষেপ, (সুন্নী) ওলামায়ে কেরাম 'মানবীয় দুর্বলতা'র অর্থ 'গুনাহ' বুঝাবার অপচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। ২. নিজেদের দোষমুক্ত প্রমাণ করার মতলবে ওই লিখক বলছেন 'তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যেই মাসূম (নিষ্পাপ) হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। মানবীয় দুর্বলতা নবী অথবা নুবুওয়ত- রিসালাতের প্রতি কোন প্রকার অপমান বা অশ্রদ্ধা নয়। ৩. সুন্নী ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে গিয়ে লিখছেন 'যারা এ ব্যাপারে ছিদ্রান্বেষণ করে তারা আদৌ সত্যান্বেষী নয়। বরং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।'

বিবেকবানরা লক্ষ্য করুন, আমরা পবিত্র কোরআন হাদীসের অকাট্য দলীলও ইজমা-ক্বিয়াস দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, ভয়-ভীতি, ক্ষুৎ-পিপাসা ও যৌন চাহিদা ইত্যাদি কেবল মানুষের চাহিদা নয়। বরং জীব হিসেবে প্রাণীকুলের চাহিদা। অতএব, কেবল এগুলোর আকর্ষণই মানুষের মানবীয় দুর্বলতা নয়। বাস্তবে এ সবের অবলম্বনে শয়তানের ধোঁকার শিকার হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হওয়াতেই মানুষের দুর্বলতা।

তাই যারা ''তিনি না অতি মানব না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত'' এ বস্তাপঁচা ঈমান বিধ্বংসী পুঁথি গন্ধময় বক্তব্য দ্বারা নবী-রসূলগণকেও পাপী এবং গুনাহগার (নাঊযু বিল্লাহ্) সাব্যস্ত করে 'নবীরাও আমাদের মত সাধারণ মানুষ', মুহাম্মদ (সঃ) অন্য সব মানুষের মতই একজন মানুষ' প্রমাণ করার 'চোরদরজা' খুলেছে, তাদের বাস্তব চেহারা তুলে ধরতেই সুন্নী ওলামায়ে কেরামের এ সার্থক চেষ্টা ও সফলশ্রম। নবী-অলীদের শানে গোস্তাখী করে পুড়ে যাওয়া কপাল জোড়া লাগাতে চাইলে একে অপচেষ্টা না বলে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে মেনে নেয়াতেই কল্যাণ।

২. হুজূর পুরনূর আক্বা ও মাওলা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে 'নবী হিসেবে গ্রহণ করলাম তো সবই মেনে নিলাম' এটা ধোঁকাবাজি এবং প্রতারণার নামান্তর। দেখুন, কাদিয়ানীরা তাদের মসজিদ নামের আড্ডাখানার সদর দরজাতেই বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছে **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه**। মানে 'আমরা তাওহীদেও বিশ্বাস করি এবং 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকেও রসূল হিসেবে গ্রহণ করেছি।'

কিন্তু বাস্তব ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন কেউ কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে

মুসলমান বলে স্বীকার করবে? কখনও না। অপরাধ কি? খাতামুন নাবীয়্যীন' স্বীকার করে না। আর এটা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির অন্যতম।

এভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে নবী- রসূল হিসেবে যারা মেনে নেয় তারা আর নবী সম্পর্কে 'মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়' বলে মন্তব্য করতে পারে না। যেহেতু এর মানে হয় শয়তানী প্ররোচনার শিকার হওয়া অর্থাৎ গুনাহে লিপ্ত হওয়া। অথচ নবীগণকে মাসুম তথা নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করাও উসূলে দ্বীনের অন্যতম বিষয়। কাদিয়ানীদের অপরাধের চেয়ে এটা আরও জঘণ্যতম। দ্বীন-ঈমানের সুরক্ষিত দেয়ালে ছিদ্র করতে অপচেষ্টা করা একটি অমার্জনীয় অপরাধও বটে।

''সুন্নী ওলামায়ে কেরাম মানবীয় দুর্বলতার অর্থ 'গুনাহ' বুঝাতে চেয়েছেন, তাই তাঁরা ছিদ্রান্বেষী, সত্যান্বেষী নন।'' চাচাকে খুন করে সম্পূর্ণ নিরাপরাধ আরেকজনের ঘাড়ে খুনের দায় চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টার ঘটনা সূরা বাক্বারা শরীফে আমরা পড়েছি। হযরত কালীমুল্লাহ আলাইহিস সালাম তূর পাহাড় থেকে গাভী জবেহ করার খোদায়ী নির্দেশ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলকে অনেক কাট-খড় পুড়িয়ে আসল খুনীর পরিচয় উদ্ধার করতে হয়েছে।

ইনশা আল্লাহ এখানে আমাদেরকে সত্যান্বেষীর খোলস পরা এসব প্রকৃত সত্যের তথ্য গোপনকারীদের আসল চেহারা উন্মোচন করতে অন্তত গাভী কোরবানী দেয়া লাগবে না। সামান্য শ্রম, সময় এবং মনযোগ ব্যয় করলেই চলবে।

মাটি প্রবক্তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে ''রসূল' মানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মত বরং সকল মানুষের মতই একজন সাধারণ মানুষ।'' এ অবাস্তব দাবীকে বাস্তব বানাতে প্রথম নীতি বানালেন حضور (ﷺ) نہ فوق البشر تھے। অর্থাৎ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ মানুষই ছিলেন, মানব সীমার উর্ধ্বে মানে অতিমানব ছিলেন না।'' দ্বিতীয় নীতি গড়লেন نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر تھے অর্থাৎ ''তিনি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বেও ছিলেন না'' (তরজুমানুল কোরআন, এপ্রিল ১৯৭৪)। এবার بشری کمزوری মানে 'মানবীয় দুর্বলতার' আড়ালে মনের সংগোপনে সযত্নে লালিত স্বপ্নটির স্বরূপ দেখতে চানতো মাটি প্রবক্তাদের প্রাণস্পন্দন 'মওদূদী' সাহেবের 'তাফহীমাত' ২য় খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠার নিম্নে উদ্ধৃত বর্ণনাটি গভীর মনযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মানসিকতায় সিদ্ধান্ত নিন।

در اصل عصمت انبیاء کے لوازم ذات میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت کی ذمّہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کیلئے مصلحتا خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے ورنہ اللہ کی حفاظت تھوڑی دیر کیلئے بھی ان سے منفک ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے اسیطرح انبیاء سے ہو سکتی ہے اور ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے بالارادہ ہر نبی سے کسی وقت اپنی حفاظت اُٹھا کر ایک دو لغزشیں ہو جانے دی ہے تا کہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں اور جان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں

অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ‘ইসমত’ (নিষ্পাপ হওয়া) নবীদের সত্ত্বাগত গুণ নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা সঙ্গত কারণে নুবুওয়ত এর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের নিমিত্তে তাঁদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করেছেন। অন্যথায় আল্লাহর হেফাজত তাদের উপর থেকে ক্ষণিকের জন্য ওঠে গেলে তাঁরাও সাধারণ মানুষের মত ভুল-ভ্রান্তির শিকার হতে পারেন। এখানে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় এই যে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করেই প্রত্যেক নবী থেকে স্বীয় হেফাজত তুলে নিয়ে দু’একটি ভুল-ত্রুটি হতে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নবীগণকে খোদা বলে ধারণা না করে এবং জেনে নেয় যে, এঁরাও মানুষ।

বিবেক ও চিন্তাশক্তি একমাত্র খোদা-রসূল ছাড়া অন্য কারো কাছে বন্ধক না দিয়ে থাকলে স্বাধীনভাবে বলুনতো পানাহার, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় নবীগণ খোদা না হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট দলিল নয় কি? সায়্যিদুনা হযরত ঈসা ও হযরত মারয়াম আলায়হিমাস্ সালামকে খ্রিস্টানরা খোদা মানছে। মহান আল্লাহ্ তাদের ধারণা খণ্ডন করে বললেন **وكانا ياكلان الطعام** মানে এঁরা উভয়ে তো পানাহার করে। খোদা হয় কি করে?

আর মওদূদী সাহেবের অভূতপূর্ব, অভিনব, মনগড়া ও ঈমান সংহারী যুক্তি হচ্ছে ‘নবীগণকে খোদা মনে না করাতে স্বয়ং আল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে পাপ করিয়ে নিয়েছেন’; মা‘আযাল্লাহ্-আস্তাগফিরুল্লাহ্। ‘নবী আমাদের মত সাধারণ মানুষ -মাটির মানুষ।’ এ অসত্যকে প্রমাণ করতে আল্লাহ্ পাকের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে আরেকটি জঘণ্যতম অসত্যের আশ্রয় নিতে হল মওদূদী সাহেবকে। শুধু তাই নয়, স্ববিরোধী বক্তব্যের এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত দেখতে চান? তাহলে মওদূদী সাহেবের উপরিউক্ত বক্তব্যের পাশাপাশি নিম্নোক্ত আরো দু’টো উদ্ধৃতি মেলাবার চেষ্টা করুন।

এক. মওদূদী সাহেব দলীয় গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করেছেন-

رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالا
اتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو

মানে- রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কাউকে সত্যের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করবে না। অন্য কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না। কারো আদর্শিক গোলামীতে লিপ্ত হবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, মওদূদী সাহেবের প্রথমোক্ত বক্তব্যের নিরিখে প্রমাণিত হয় নবীগণও মাঝে মাঝে পাপাচারে জড়িয়ে পাপী ও দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছেন। এখন একজন গুনাহ্গার ব্যক্তি কী করে সত্যের মাপকাঠি হয় এবং কিভাবে একজন পাপী মানুষকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করতে পারি? যেহেতু সত্যের মাপকাঠি আর সমালোচনার উর্ধ্বে হতে হলে তাকে নির্ভুল ও নিষ্পাপ হতেই হবে। এখন রসূল তো নিষ্পাপ নন। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে নিষ্পাপ থাকতেই দেননি (নাউযুবিল্লাহ্)।

দুই. এখন নির্ভুল ও নিষ্পাপ আদর্শের খোঁজে যারা পাগলপারা হয়ে ছুটছেন, মওদূদী সাহেব তাদের হাল ধরেছেন, বলছেন ‘তোমরা যাচ্ছ কোথায়? এই তো আমি আছি না? নবীগণ মাঝে মধ্যে দু’একটি ভুল-ত্রুটি করলেও আমার জীবনে কিন্তু কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়নি। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা নবীদেরকে দিয়ে দু’একটি ভুল- ত্রুটি সংঘটিত করালেও আমাকে কিন্তু অক্ষত রেখেছেন, কারণ, আমি বড়ই হুঁশিয়ার ইনসান! দেখুন না, মওদূদী সাহেব রচিত رسائل و مسائل (রাসায়েল ও মাসায়েল) দ্বিতীয় সংস্করণ ৩০৬নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন -

میں کبھی کوئی کام بفضلہ تعالی جذبہ ومیلان سے نہیں کرتا اور جو کہ کہتا ہوں خوب
تول کر کہتا ہوں اور میں خوب مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی بات خلاف حق نہیں کہی

অর্থাৎ, “আমি কখনও কোন কাজ আবেগ কিংবা চাপের মুখে করিনা এবং যা বলি খুব মেপে-ঝোপে বলি। আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, আমি সত্য এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিনি।”

কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা যাবেনা। সম্মানার্থে কারো সমালোচনা না করা মূর্তিপূজার শামিল। ইত্যাদি ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা সমালোচনার দুয়ার খুলে দিয়ে **সায়্যিদুনা আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে লিখেছেন-**

پس ایک فوری جذبہ نے جو شیطانی تحریض کے زیر اثر ابھرا تھا ان پر ذھول طاری کر دیا اور ضبط
نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرے

অর্থাৎ-"শয়তানী প্ররোচনায় হঠাৎ সৃষ্ট আবেগটি হযরত আদমের মাঝে আত্মবিস্মৃতির জন্ম দেয়। ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণের বাঁধন শিথিল হতেই তিনি আনুগত্যের উঁচু স্তর থেকে পাপ-পঙ্কিলতার নিম্নস্তরে নেমে যান।"*

হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কেও লাগামহীন কলমের বিচরণ প্রত্যক্ষ করুন-

....اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ھی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ اس بلند ترین مقام پر قائم رہے جو مومن کیلئے مقرر کیا گیاہے بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر بنی جیسا اعلی واشرف انسان بھی تھوڑی دیر کیلئے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے۔...جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اسکو محض اسلئے اپنا بیٹا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاھلیت کا جذبہ ہے-

অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে নবীগণও তো মানুষ। আর একজন মুমিনে কামিলের জন্য সুনির্দিষ্ট সর্বোচ্চ মর্যাদায় টিকে থাকায় কোন মানুষই সক্ষম নয়। অনেক সময় জটিল মনস্তাত্বিক বিষয়ে নবীরমত উঁচু স্তরের মহান ব্যক্তিরাও মানবীয় দুর্বলতার কাছে পরাজয় বরণ করেন" (নাঊযু বিল্লাহ্)। যেমন- যে সন্তান হক ছেড়ে বাতিলের সাথে আঁতাত করেছে তাকে কেবল এ অজুহাতে আপন মনে করা যে, সে তোমার ঔরসজাত সন্তান, এটা নিতান্তই জাহেলিয়াতের আকর্ষণ।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের মন্তব্য

نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا

"নবী হওয়ার পূর্বেতো হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম থেকে একটি বড় গুনাহ্ হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে খুন করে ফেলেছিলেন।**

হযরত ইউনুচ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মন্তব্য লক্ষ করুন ঃ

...حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی

"হযরত ইউনুচ আলাইহিস্ সালাম থেকেও নুবুওয়্যত এর দায়িত্ব পালনে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গিয়েছিল।***

* তাফহীমুল কোরআন, ৩য় খন্ড, পৃ.১২৩, ষষ্ঠ সংস্করণ
** রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম/৩১
*** তাফহীমুল কোরআন

হযরত দাঊদ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মওদূদী ঃ

حضرت داؤد (علیہ السلام) نے اپنے عہد کے اسرائیلی سوسائٹی کے عام رواج سے متأثر ہو کر اُریا سے طلاق کی درخواست کی تھی

হযরত দাঊদ আলাইহিস্ সালাম ইসরাঈলী সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে উরয়ার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আবেদন করেছিলেন।*

এ তথাকথিত بشری کمزوری তথা মানবীয় দুর্বলতার আড়ালে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের উক্তিগুলো বুকে হাত দিয়ে প্রত্যক্ষ করুন। সূরা নছর শরীফের তাফসীর করতে গিয়ে وَاسْتَغْفِرْهُ বাক্যের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دھی میں جو بھول چوک یا کوتاھی آپ سے ہوتی ہو وہ اسے معاف فرمادیں

অর্থাৎ- আল্লাহর কাছে দু'আ করুন এ নুবুওয়াতের খেদমত আঞ্জাম দিতে গিয়ে যে সব ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনার থেকে হচ্ছে তিনি যেন তা ক্ষমা করে দেন।**

"কোরআনের চারটি বুনিয়াদি পরিভাষা" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس تیئس سال کے زمانہ خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاھیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرمادیں

অর্থাৎ-"মহান সত্ত্বা আল্লাহর কাছে দরখাস্ত কর, মালিক! এ তেইশ বৎসরের নুবুওয়তি জীবনে দায়িত্ব পালনে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে তা ক্ষমা করে দিন।"

সুপ্রিয়, মুসলিম মিল্লাত! সুষ্ঠু বিবেচনায় বলুন তো যেখানে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত নিজেই প্রিয়নবীকে সম্বোধন করে বলছেন فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ "তবে (মানুষের পরিত্রাণের জন্য) সম্ভবতঃ আপনি নিজেকে আত্মবিনাশী করে দেবেন"***

* তাফহীমুল কোরআন
** তাফহীমুল কোরআন
***সূরা কাহফ, আয়াত ৬

مَـآاَنـُزَلـُنَــا عَـلَيُـكَ الُقُرُاٰنَ لِتَشُقٰى "(হে মাহবূব!) আমি আপনার উপর এ কোরআন এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ক্লেশে পড়বেন।"* مـا عـلـى الـرسـول الا البـلاغ "রাসূলের দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া।"** لَسُـتَ عَـلَيُـهِـمُ بِـمُـصَـيُـطِـرٍ "আপনিতো দারোগা-পুলিশ নন (যে, তাদের হাতকড়া লাগিয়ে জোরপূর্বক ইসলাম দেবেন)।"*** وَلَا تُسُـئَـلُ عَـنُ اَصُـحَـابِ الُجَحِيُمِ "আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।"****

اَلُيَوُمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَيُكُمُ نِعُمَتِىُ وَرَضِيُتُ لَكُمُ الُاِسُلَامَ دِيُنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম।"*****

এতগুলো খোদায়ী ঘোষণার পরেও তেইশ বৎসরের নুবুওয়াতী জীবনের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি মওদূদী সাহেবের দৃষ্টি যাওয়া বিকারগ্রস্ত মানসিকতার লক্ষণ নয় কি?

মওদূদী সাহেবই তো লিখেছেন প্রিয়নবীজী সম্পর্কে "তিনি পরের কল্যাণ-অকল্যাণ দুরের কথা, নিজের কল্যান-অকল্যাণ করতেও অক্ষম।" আবার তার অনুসারীরা গঠন করেছেন 'ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ।' মানে কল্যাণ করতে রসূল অক্ষম হলেও তারা সক্ষম। আর সক্ষম এবং অক্ষম তো সমান হয়না ফলে তারা রসূলের চাইতেও....।

উম্মতে মুসলিমাহ্‌র প্রথম সারিতে যাঁরা। মহান আল্লাহর দরবারে যাঁদের গ্রহণযোগ্য হওয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ এরশাদ হয়েছে رَضِـىَ الـلّٰـهُ عَنُهُمُ وَرَضُوُا عَـنـُهُ মানে "আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন আর তারাও আল্লাহ্‌তে সন্তুষ্ট।" যাঁদের ঈমানী দৃঢ়তা আর পারস্পরিক হৃদ্যতার বর্ণনায় বলা হচ্ছে وَالَّـذِيُنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الُكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيُنَهُمُ "তাঁর সাহাবীগণ কাফিরদের সামনে অত্যন্ত কঠিন (দুর্জয়-দুর্বার) ও নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতিশীল।"

---

* সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত-২
** সূরা মায়েদা, আয়াত-৯৯
*** সূরা গাশিয়াহ্; আ. ২২
**** সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১১৯
***** সূরা মায়েদা, আয়াত - ৩

যাঁদের ঈমানকে পরবর্তী সকলের ঈমানের গ্রহণযোগ্যতার মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে فَـاِنُ اٰمَـنـُوُا بِـمِثُلِ مَآ اٰمَنُتُمُ بِهٖ فَقَدِ اهُتَدُوُا "তোমরা (সাহাবীরা) যাতে এবং যেভাবে ঈমান এনেছ তারাও যদি সেভাবে ঈমান গ্রহণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা সৎপথ পাবে।" لا تتـخـذوا هـم غـرضـا من بعدى মানে পরবর্তীতে তোমরা আমার সাহাবীদের সমালোচনার শিকার করোনা। বলে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাবধানবাণী থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব লিখেছেন ঃ

بسااوقات صحابہ (رضی اللہ عنہم) پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا

"প্রায় সময় সাহাবীদের উপরও মানবীয় দুর্বলতা প্রাধান্য পেয়ে যেত।"*

ব্যক্তিগতভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন, ইমাম চতুষ্ঠয়, ইমাম গাজ্জালী, মুজাদ্দিদে আল্‌ফ্ সানী, পীর-মাশায়েখ, আউলিয়া কেরাম কেউও তো রেহাই পান্‌নি بشری کمزوری তথা 'মানবীয় দুর্বলতা' নামের ভুতে পাওয়া সমালোচনার দুর্বিনিত তলোয়ার থেকে। হ্যাঁ, এ 'মানবীয় দুর্বলতা'মুক্ত একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছেন মি. মওদূদী সাহেব। উদ্ধৃতিসহ তার দাবিটা পাঠক ইতোপূর্বে লক্ষ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর এ বাণীটি অতীব প্রণিধানযোগ্য।

هُوَ اَعُلَمُ بِكُمُ اِذُ اَنُشَاَكُمُ مِّنَ الُاَرُضِ وَاِذُ اَنُتُمُ اَجِنَّةٌ فِىُ
بُطُوُنِ اُمَّهٰتِكُمُ فَلَا تُزَكُّوُا اَنُفُسَكُمُ هُوَ اَعُلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

"তিনি তোমাদের সৃজন ও মাতৃগর্ভের মধ্যে ভ্রূণরূপে অবস্থানসহ সবই সম্যক অবগত আছেন। অতএব, আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়োনা; খোদাভীরু কে? তিনিই ভালভাবে জানেন ।"**

সুস্থ-সবল ও জাগ্রত বিবেক যাদের, চিন্তা ও বিচার শক্তি যাদের লোপ পায়নি, স্রষ্টাকে সাক্ষী রেখে বলুন, যাঁদের সম্মান করা ঈমানের অঙ্গ, যাঁদের তা'যীম করা আল্লাহর ইবাদত, এমন মহাত্মাদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করাকে যারা নিত্যদিনের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, যারা নবী- অলীগণের সমালোচনা করে ইসলামের ছিদ্রান্বেষণ করে আবার নিজেদেরকেই সত্যান্বেষী বলে দাবী করছে, এদের কোন্ অভিধায় ভূষিত করবেন?

যারা একটি নির্জলা মিথ্যাকে সত্য এবং কুফরকে ইসলামের লেবাস যারা পরাতে চায় তাদের ব্যাপারে প্রকৃত মুমিনদের সজাগ, সচেতন ও সাবধান থাকা অবশ্যই কর্তব্য।

---

* তাফহীমাত, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ২৯৪
** সূরা নাজম, আয়াত- ৩২

'নেতা' প্রসঙ্গ

সুপ্রিয় জাগ্রতবিবেক বন্ধুগণ, 'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসা'র প্রবাদটি আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়। মুহতারম 'মাটি হুজূর' ও নিঃসন্দেহে এ অবস্থারই শিকার। দেখুন তিনি অভিযোগ করছেন;

> ''নবী করীম (সঃ)কে 'নেতা' বলা যাবে কি-না, প্রসঙ্গটি নিয়েও বর্তমানে কিছু সংখ্যক আলেম বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মতে নবীকে নেতা বললে ঈমান হারা হয়ে যায়। কারণ দেশের রাজনৈতিক দলের প্রধানদেরকে 'নেতা' বলা হয়। তাই একই শব্দ নবী করীম (সঃ) এর শানে ব্যবহার করলে তিনিও অন্যান্য নেতাদের সমান হয়ে যান।''

''একজনের শানে ব্যবহৃত একটি শব্দ অন্য ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করলেই দু'জনে সমান হয়ে যায়'' এমন অবান্তর গাঁজাখোরী মত সুন্নী ওলামায়ে কেরামের নয়। শব্দ একটি হলেও ওলামায়ে আহলে সুন্নাত পাত্রভেদে অর্থ করে থাকেন।

ব্যক্তিভেদে একই শব্দের প্রয়োগ দেখে আঁৎকে ওঠা এবং তাতে শির্কের ঝুঁঝুবুড়ির গন্ধ পাওয়ার প্রবণতা নজদী-ওহাবী, তাবলীগী, দেওবন্দী, লা-মাযহাবী ও মওদূদী মতাদর্শী আলেমদের। তাই তাদের মতে কাউকে 'ওলী' মানা শেরেক, 'গাউস' মানা শেরেক, 'হাজত রাওয়া' মানা শেরেক, 'মুশকিল কোশা' মানা শেরেক, 'দা-ফিউল বালা' বললে শেরেক হবে, 'গাউসুল আযম' এবং 'দস্তগীর' বললে শেরেক...; জানিনা তাঁদের শের্ক এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে আরো কত প্রকারের শেরেক উৎপাদিত হয়। অথচ এসব হজরাতুল 'আল্লামা' ও 'মাওলানা'(?)রা বেমালুম হজম করে ফেলেছেন যে এ 'আল্লাম' ও 'মাওলানা'র মহিমান্বিত শব্দ দু'টো মহান আল্লাহ্ তায়ালারই দুটি সেফাতি নাম:

اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

হে আল্লাহ্ তুমিই 'মাওলানা' (আমাদের অভিভাবক)। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত কর।-২ঃ ২৮৬

اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْب

তুমিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত-৫ঃ১১৬

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তায়ালা কেবল غَيْبٌ সম্পর্কে عَالِمٌ বা عَلَّامٌ নন, তাঁর শান হচ্ছে مَوْلَانَا ـ عَلَّام ـ عَالِم عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ বলতে চাচ্ছি এ

সবইতো আল্লাহ্ পাকের পবিত্র গুণবাচক নাম। তাই এ উপাধিগুলো ধারণ করতে কিংবা কাউকে সম্বোধন করতে তারা শেরেকের গন্ধ পান্ না কেন? এ দুর্গন্ধটি কেবল আল্লাহর মাহবূবদের ব্যাপারে নাকে লাগে? কী গুরুগম্ভীর স্বরেই বলেন-

> ''দেখুন এক শ্রেণীর আলেমরা হযরত বড়পীর সাহেবকে গাউসুল আযম এবং দস্তগীর বলে থাকেন। এ সব বলা যাবে না। কারণ এগুলোর অর্থ সাহায্যকারী। আর আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই। অতএব এসব বললে 'শেরেক' হবে।'' -মুফাস্সির(?) সাঈদী)

দেখুন, مَوْلَانَا ও عَلَّامَة একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই। অতএব কাউকে 'মাওলানা' এবং 'আল্লামা' বলা যাবে না, বললে শেরেক হবে। এখন নিজেদের বেলায় مَوْلَانَا ও عَلَّامَة উপাধিগুলো টিকিয়ে রাখতে যে যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলাদির সাহায্য নেবেন, মহাপ্রাণ আউলিয়ায়ে কেরামের শানে ও গাউস-গাউসুল আযম, দস্তগীর, হাজত রাওয়া, দাফেউল বালা, মুশকিল কোশা ইত্যাদি মার্যদাজনক শব্দ ব্যবহারে সে একই ধরনের যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলগুলো প্রয়োগ করুন, তবে মাসাইল বুঝে আসবে এবং শেরেক-শেরেক ভূত ছুটে যাবে। এরপরেও এ চিরঅদৃশ্য ও অপ্রমাণযোগ্য শির্কভূতের আক্রমণে হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়ে বসলে বিনয় ও আদবের সাথে সুন্নী পীর-উলামা, মাশাইখদের যে কারো শরণাপন্ন হোন ইন্শা আল্লাহ্ একশভাগ নিরাময় পাবেন।''নেগাহে মর্দে মুমিন সে বদল যা-তী হ্যায় তাক্বদীরেঁ''-[ইকবাল]। হুজূর গাউসুল আযম দস্তগীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ ফরমান:

وَلَوْ اُلْقِيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ مَيِّتٍ☆لَقَامَ بِقُدرَةِ المَوْلٰى تَعَالٰى

''অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর কৃপায় আমার দৃষ্টিতে মুর্দাও জীবিত হয়ে যায়।''

চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা!

মাটি হযরতের মন্তব্য 'তাঁদের মতে নবীকে নেতা বললে ঈমান হারা হয়ে যায়' এর বিশ্লেষণ জায়গামত করা হবে। এক্ষুনি তাঁর একটি ফাঁকা বুলির যথার্থতা যাচাই করতে চাই যদ্বারা তিনি সরলমনা সাধারণ মুসলমানদের চোখে ধুলো দিয়ে বিজ্ঞ সুন্নী ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে একটি অবান্তর, অমূলক ও মূর্খতাসুলভ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বুলিটি হচ্ছে- ''কারণ দেশের রাজনৈতিক দলের প্রধানদেরকে নেতা বলা হয়।''

উক্তিটাতে সত্যতার মাত্রা যাই থাকুক মূলতঃ 'নেতা শব্দটির ওজন, মান ও সম্মান বুঝাতে চেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ 'নেতা' শব্দটি বড় সম্মানজনক। তাই

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আমাদের নেতা' বা 'বিশ্বনেতা' বলে আমরা মানহানি তথা ছোট্ট করিনি। বরং 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল বলে যে সম্মান দেয়া হত তার চেয়েও অনেক উঁচু ও বড় সম্মান আমরা দিয়েছি। যেহেতু 'নেতা' শব্দটির মাঝে যে বিশালত্ব ও বিস্তৃতি রয়েছে 'রসূল' শব্দটির মাঝে তা' নেই (আস্তাগফিরুল্লাহ্-মা'আযাল্লাহ্)। আলোচ্য প্রসঙ্গটির শেষাংশে তাঁর একটি মন্তব্য দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। তিনি লিখেছেন:

''প্রকৃত পক্ষে 'নেতা' শব্দটি ব্যবহার করার মাধ্যমে অনুসরণের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয়।'' (নাউযুবিল্লাহ্)

'নেতা' শব্দের হাক্বীক্বত

'নেতা' শব্দটির অর্থ, প্রয়োগ ও প্রচলন নিয়ে আলোচনা করে দেখি। বাংলা অভিধানে 'নেতা' শব্দের অর্থ করা হয়েছে-

''(১) নায়ক। (২) যিনি কোন দল পরিচালনা করেন বা দলের যিনি প্রধান ব্যক্তি।'' এখানে 'দল' বলতে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক কোন শ্রেণীবিন্যাস করা হয়নি। প্রতীয়মান হল 'নেতা' শব্দটি রাজনৈতিক কিম্বা অরাজনৈতিক শিক্ষিত-অশিক্ষিত তথা শিক্ষক-ছাত্র, আইনজীবী-বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক-শ্রমিক, মুটে-মজুর, রিকসাওয়ালা-ঠেলাগাড়ী ওয়ালা এমনকি ঝাড়ুদার-সুইপার পর্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় প্রতিনিধিত্বকারী দলের নায়ক মানে পরিচালকের জন্যেও 'নেতা' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

পাঠকসমাজ, আশা করি এবার বুঝতেই পেরেছেন 'নেতা' শব্দটির ওজন বাড়াতে মাটি প্রণেতার প্রতারণামূলক ফাঁকা বুলিটির বাস্তবতা। ''কারণ দেশের রাজনৈতিকদলের প্রধানদেরকে নেতা বলা হয়।''

প্রচলিত অর্থে নেতা কে?

চলমান দুনিয়ার বাস্তবতার নিরিখে এ কথা সবাই জানেন যে, নির্দিষ্ট কোন এলাকার মানুষ অথবা বিশেষ কোন শ্রেণী বা পেশাজীবী লোকেরা এলাকা ও সমাজের শান্তি- শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এভাবে শ্রেণী বা পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণে গঠিত সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব বিন্যাস করে দু'বৎসর, তিন বৎসর কিম্বা পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্যে যোগ্য মনে করে গোপন ভোট কিম্বা সর্ব সম্মতিক্রমে যাকে নির্বাচিত করে প্রচলিত অর্থে তাকেই নেতা বলে।

এ তাত্ত্বিক আলোচনায় 'নেতা' সম্পর্কে যে তথ্যগুলো বেরিয়ে আসে সেগুলো

ধারাবাহিকভাবে চোখের সামনে রাখতে হবে। যাতে আসল মাসআলা (রসূলকে নেতা বলা যাবে কিনা?) শরতের মেঘমুক্ত আকাশে চৌদ্দ তারিখে পূর্ণিমা শশীর মতই স্পষ্ট হয়ে যায়।

এক. কোন রাজনৈতিকদল নয় বরং যে কোন শ্রেণী বা এলাকাবাসীর স্বার্থ রক্ষায় গঠিত সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে 'নেতা বলে।

দুই. 'নেতা' নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যই নির্বাচিত হন।

তিন. এলাকাবাসী কিম্বা পেশাজীবী অন্যান্য লোকজনই যোগ্যতা যাচাই করে 'নেতা' নির্বাচন করে থাকে।

চার. নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর 'নেতা' আর নেতৃত্বে বহাল থাকেন না। তখন তিনি জীবিত থাকলেও তার কোন ক্ষমতা চলে না, তিনি 'সাবেক নেতা' হিসেবে আখ্যায়িত হন।

পাঁচ. মানুষের যাচাই ক্ষমতা যথার্থ, পরিপূরক ও ধ্রুব নয় বলে যোগ্য মনে করে অনেক সময় অযোগ্য লোককেও 'নেতা'র আসনে বসিয়ে দেয়। ফলে হিতে বিপরীত হয়।

ছয়. অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে দেশে অরাজকতা দেখা দিলে কিম্বা এলাকাবাসী তথা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষণের বদলে স্বার্থহরণ চললে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিয়ে নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা হয়।

সাত. মানুষ শয়তানী প্ররোচনার শিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপটেও দেখা যায় অনেকে সন্ত্রাস, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি অনিয়ম ও অবৈধ পথে নেতৃত্বের আসন দখল করে নিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ সৎ ও যোগ্য লোক চিনতে পেরেও ভোট দিয়ে তাঁকে 'নেতা' হিসেবে নির্বাচিত করতে পারে না। এভাবে অসৎ ও অযোগ্য লোক 'নেতা' হয়ে বসছে আর তাকেই 'নেতা বলে স্বীকার করতে হচ্ছে। একে 'ক্বেয়ামত'র পূর্ব লক্ষণগুলোর মাঝে গণ্য করে প্রিয়তম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন

وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم অর্থাৎ অসৎ লোকেরাই সমাজে নেতৃত্ব দেবে, আর যোগ্য ও সৎ মানুষরা হবে ঘৃণ্য ও নগণ্য।

বুঝতেই পারছেন 'নেতা সমাজ বা দলের প্রধান ব্যক্তি হলেও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি নন।

আট. সাধারণতঃ কোন নেতাই ঐশী নির্দেশনায় নিয়ন্ত্রিত হন না। নিজেরাই চিন্তা-চেতনা, গবেষণা কিম্বা সহযোগীদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

নয়. 'নেতা' কোন কোন সময় গভীর চিন্তা-গবেষণা এবং সুনিপুন পরামর্শের

পরেও সীমিত জ্ঞানের কারণে অথবা স্বজন প্রীতির টানে কিম্বা কোন চাপের মুখে সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্ত দানে ব্যর্থ হন।

দশ. 'নেতার কোন সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত হলে কিম্বা কোন অবৈধ-অন্যায় তথা শরীয়ত গর্হিত নির্দেশ প্রদান করলে তা মানতে কেউ বাধ্য নয়। এমনকি এ ধরনের অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধী আদেশ-নিষেধের সম্ভব হলে ইসলাহ্ এবং সংশোধন করা অন্যথায় এর প্রতিবাদ ও একে প্রতিহত করা অপরাপর সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ ব্যাপারে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সুস্পষ্ট বাণী হচ্ছে:

عَنْ ابْنِ عُمَر قَالَ قَالَ النَّبِىّ ﷺ السمع والطاعة على المرأ المسلم فيما احب وكره مالم يؤمر بمعصية

'নেতা' যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাদ্রোহী আদেশ দেবেন্ না ততক্ষণ তার আদেশ-নিষেধ পছন্দ হোক কিম্বা না হোক মেনে নেয়াটাই মুসলমানের কর্তব্য।

فاذا أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة ـ (متفق عليه)

আর যখন অন্যায় ও খোদাদ্রোহী আদেশ দেবে, তার সে আদেশ শুনবেওনা মানবেওনা। কারণ, **لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق** খোদাদ্রোহীতায় কাউকে মানার বিধান নেই। কাজেই নেতা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে দশটি অনস্বীকার্য বিষয় তুলে ধরেছি।

এবার মহাপবিত্র কোরআনে হাকীমে 'রসূল'র যে সংজ্ঞা, তা'রীফ ও পরিচিতি দেওয়া হয়েছে তার সাথে 'নেতা' সম্পর্কীয় তথ্যগুলো মিলিয়ে কোন প্রকার সাদৃশ্য আছে কিনা যাচাই করে দেখি।

এক. 'নেতা নির্দিষ্ট দল, শ্রেণী ও বিশেষ কোন এলাকার জন্য নির্বাচিত হন। অথচ রসূল্ সমগ্র সৃষ্টি কুলের জন্য প্রেরিত। এরশাদ হচ্ছে-

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاس اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا বলুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল। (৭:৮)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاس بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِن اَكْثر النَّاس لَايَعْلَمُوْنَ আমিতো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।"-৩৪:২৮

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَان عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْن لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيْرًا তিনি কতই মহান, যিনি স্বীয় প্রিয়তম বান্দার প্রতি ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ আমিতো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কল্যাণকারীরূপেই প্রেরণ করেছি। ২১:১০৭

আমাদের মাটিপ্রবক্তা বন্ধুরা হয়তো বলবেন, "জ্বী, আমরাও তো রসূলকে বিশ্বনেতা বলেই মানি। সবিনয়ে বলি, দয়া করে 'বিশ্বরসূল' বলুন, 'বিশ্বনেতা' নয়। তার কারণ:

দুই. দুনিয়ার তাবৎ নেতাগণ সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন অথচ আমাদের রসূলের শুরুতো আছে নিশ্চয় কিন্তু কখন থেকে তা একমাত্র মহান স্রষ্টাই জানেন। আমাদের কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে:

كُنْتُ نَبِيًّا وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

আমি নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস্ সালাম আত্মা ও শরীরের মধ্যে ছিলেন।

'মাটি' পুস্তিকার অভিমতদাতা আযাদ সাহেব এ হাদীসে পাকের উর্দূ ভাষায় কবিতার ছন্দে এভাবে ভাবার্থ পেশ করেছেন।

ابھی تخلیق ادم خواب میں ہے + محمد ﷺ کو نبوّت ملگئی

অর্থাৎ, এখনও আদম সৃষ্টি স্বপ্নজগতে অথচ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নুবুয়্যত লাভ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

আর শেষ কোথায়? পবিত্র কোরআন দুটো বাক্য দিয়েই এতদসংক্রান্ত সব সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছে

وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيّٖنَ "তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রসূল।" এখন আল্লাহর জগৎ ও জগতের স্থায়িত্বের সাথেই 'রসূল'-এর রিসালাত -এর স্থায়িত্ব একই সুতোয় গাঁথা।

তিন. সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হচ্ছে- সাধারণ মানুষই 'নেতা' নির্বাচন করে। অথচ 'রসূল' নির্বাচন করার কোন যোগ্যতা ও অধিকার আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে দেননি। 'রসূল'র ব্যাপারে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। এরশাদ হচ্ছে- **اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْر** "আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মধ্য হতে বাণীবাহক আর মানুষের মধ্য হতে রসূল নির্বাচন করেন, নিশ্চয় আল্লাহই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" ২২:৭৫

اللّٰه اعلم حيث يجعل رسالتهٗ আল্লাহ্ রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন।-৬:১২৪

অথচ নেতা, ইমাম, সরদার নির্বাচনের অধিকার মানুষকে দিয়েছেন এমনকি

সফর ইত্যাদিতে নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখতে নিজেদের একজনকে নেতা বানিয়ে নেবার নির্দেশও এসেছে হাদীসে পাকে।

চার. 'নেতার' সময় শেষ হলে, মারা গেলে নেতৃত্ব আর থাকেনা এবং নামের আগে সাবেক যুক্ত হয়। অথচ পার্থিব জীবন থেকে রসূল পর্দা করেছেন ১৪২৪ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও রিসালাতের শান পূর্ববৎ এবং কেউ রসূলকে সাবেক রসূল বলেনি আর বলতে পারবেওনা কোন দিন। مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ-এর অনুবাদে কেউ "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল ছিলেন" এমনটি কেউ করতে পারবে না।

পাঁচ. মানুষের যাচাই করা ও নির্বাচিত 'নেতা'র মাঝে দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মহান আল্লাহর নির্বাচিত রসূলের মাঝে দোষ-ত্রুটি কিম্বা ভুল-ভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই, থাকতে পারেনা। পবিত্র কোরআন বলছে مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى "তোমাদের সঙ্গী (রসূল) বিভ্রান্তও নন, বিপথগামীও নন" ৫৩:২

সাধারণত জাহেরী তথা কর্মক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তিকে ضَلَالَةٌ এবং ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা- বিশ্বাস মানে বাতেনী ভ্রান্তিকে غَوَايَتٌ বলা হয়। এতদ্বারা 'রসূল'কে ভেতর-বাইর সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত ও নির্দোষ বলে জানিয়ে দেয়া হল।

মানুষের নির্বাচিত 'নেতা'র মাঝে নির্ভুল সিদ্ধান্ত ও নিখুঁত আদর্শ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই, অথচ 'রসূল' সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ফরমাচ্ছেন لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "তোমাদের জন্য আল্লাহর 'রসূল'র মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ" ৩৩:২১

ছয়. 'নেতা' মাঝে মাঝে অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে অপসারিত হয়, কিন্তু সর্বশেষ রসূল পর্যন্ত কোন নবী- রসূলই রিসালাতের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে কিম্বা কর্তব্যে অবহেলার কারণে অপসারিত হওয়ার নজির নেই।

সাত. সন্ত্রাস, ঘুষ, দুর্নীতি ও অবৈধপন্থায় 'নেতা' হওয়া যায়, বর্তমানে হচ্ছেও তাই। কিন্তু এভাবে নবী রসূল হওয়া যায় না। কারণ 'রসূল' সরাসরি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত আর 'নেতা' নির্বাচন করে মানুষে। সমাজে গুণে-গরিমায় নেতার চেয়েও অনেক উত্তম মানুষ থাকে কিন্তু রসূল হন সবার সেরা। এদিকে আমাদের প্রিয়তম রসূল হচ্ছেন সৃষ্টির সেরা। অর্থাৎ

অযোগ্য নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সমাজে নেতৃত্ব দেবে। হাদীসে পাকে এসেছে:

ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشياه يتطاولون فى البنيان

অর্থাৎ, কেয়ামতের পূর্বে মায়ের সাথে দাসীর মত ব্যবহার করবে, সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীর অকুলীন লোকেরা প্রাসাদবাসী হয়ে অহঙ্কারে মেতে উঠবে।

এক কথায় 'নেতা'র আসন হচ্ছে অরক্ষিত কিন্তু রিসালাত ও রসূলের পদমর্যাদা হচ্ছে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত।

আট. 'নেতা'গণ অহীপ্রাপ্ত নন বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না, পক্ষান্তরে নবী-রসূল অহীপ্রাপ্ত, তাই তাঁদের ফায়সালাই যথার্থ। এরশাদ হচ্ছে مَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى "তিনিতো মনগড়া কথা বলেননা, (যা বলেন) তা'তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

اِنْ اتبع اِلّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ

"আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি কেবল তাই মেনে চলি" -(৪৬ : ৯)

নয়. নেতা অনেক সময় চাপের মুখে নতি স্বীকার করে অনৈতিক কাজ করে। অথচ এমন কোন নবী-রসূল নেই যার সাথে কাফিররা অতিরঞ্জন করেনি এবং চাপ সৃষ্টি করেনি। পবিত্র কোরআন বলছে- يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَايَاْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ "বান্দাদের জন্য পরিতাপ, ওদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছেন ওরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।" (৩৬:৩০)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لنخرجنّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اوْ لتعودُنّ فى ملّتنَا

"কাফিররা রসূলগণকে বলল: আমরা তোমাদের দেশান্তর করব, অন্যথায় আমাদের ধর্মাদর্শেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। (১৪:১৩)

এতে মহাপ্রাণ রসূলগণের উত্তর সত্যই হৃদয়গ্রাহী:

ولنصبرنّ على ماااذيتمونا وعلى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ "তোমাদের সকল নির্যাতন আমরা ধৈর্যের সাথেই সহ্য করে যাব আর ধৈর্যশীলদের এটাই তো পরিচয়। -(১৪:১২)

দশ. নেতার ভুল ও অন্যায় আদেশ মানাতো যাবেই না, বরং ইসলাহের নিয়তে এর প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান ফরয। পক্ষান্তরে মহান নবী-রসূলগণ কোন ভ্রান্ত ও অন্যায় নির্দেশ দিতেই পারেন্ না। উপরন্তু নবী-রসূলগণের কোন

নির্দেশ কারো মনপূতঃ না হলেও নিজের অযোগ্যতাই স্বীকার করতে হবে। প্রতিবাদ করা সুস্পষ্ট কুফরী। এ ব্যাপারে কালামে পাকে এরশাদ হচ্ছে:

وما كان لمؤمنٍ وَّلا مومنةٍ اِذا قَضى الله ورَسُوْلُهٗ امرا انٍ يّكُون لَهُمُ الخيُرة من امرهم ـ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مُّبِيُنا

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিম্বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। আর কেউ আল্লাহ-রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। -(৩৩: ৩৬)

فلا وَرَبّكَ لا يُؤمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بيْنَهُمْ ثمّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حرجا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"না, না, হে মাহবূব! আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবেই না যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের ফয়সালার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের মনে কোন দ্বিধা-সংশয় না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়।" (৪ : ৬৫)

প্রতীয়মান হল, 'রসূল' এবং 'নেতা' শব্দ দুটো তর্কশাস্ত্রের মানদন্ডে পারস্পরিক সম্পর্ক **عموم خصوص مطلق**-এর। অর্থাৎ, 'রসূল' শব্দটি আম (ব্যাপক) এবং 'নেতা' শব্দটি খাস (নির্দিষ্ট)। আরো একটু খোলাসা করে বললে আশা করি সকলেরই বুঝে আসবে। মানব জীবনের জন্মলগ্ন থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য, মরণক্ষণে, ব্যক্তিজীবনে, পরিবার ও সংসার জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, একজন মেষ চালক থেকে শুরু করে, রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত, মসজিদের ইমাম থেকে ময়দানে জিহাদে সর্বাধিনায়ক পর্যন্ত, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, শিক্ষক-ছাত্র, নেতা-কর্মী, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন, দোস্ত-দুশমন, পাড়া-প্রতিবেশী, জীবনে মরণে, ক্বরে-হাশরে, এমন কোন ব্যক্তি নেই, স্থান নেই, সময় নেই, বিষয় নেই, বরং সকলের জন্য সর্বস্থানে, সর্বক্ষণে, সর্ববিষয়ে 'রসূল'র মাঝেই পাওয়া যায় সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, চিরন্তন, চূড়ান্ত, চিরসুন্দর, চিরঅভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয়, ও অলঙ্ঘনীয় আদর্শ।

সূরা নূর শরীফের ৬৩নং আয়াতে করিমায় মূল বিতর্কিত মাসআলার অনিন্দ্য সুন্দর সমাধান রয়েছে, যার ভাবার্থ ও মুফাস্সিরীনে কেরামদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে মাটি প্রণেতারা নিজেদের পক্ষে কীর্তন গাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তার সমাধান তো যথাস্থানে আসছে; এখানে ওই আয়াতে পাকের শেষাংশটুকু যা মূল বক্তব্যের পরিণতি ও উপসংহার হিসেবে বিবেচনা করা যায় পাঠকদের খেদমতে পেশ করা অতীব প্রয়োজন। এরশাদ হচ্ছে:

فليحذر الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ امْرِهٖ ان تُصِيبهمْ فتنة او يصيبهم عذاب اليم

"যারা তাঁর (রসূলের) আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।

বিবেকবাণরা বলুন তো, সমাজে যাকে 'নেতা' নামে আখ্যায়িত করা হয় তার মাঝে আদর্শের এমন ব্যাপ্তি-বিস্তৃতি রয়েছে কি না? 'নেতা'র আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপর্যয় বা কষ্টদায়ক শাস্তি পেতেই হবে এমন কোন বিধান রয়েছে কী না? উত্তর অবশ্যই 'না' বাচক হবে। কারণ 'নেতা' ঐশীবাণী তথা, সরাসরি খোদায়ী নির্দেশে পরিচালিত নয়। 'রসূল' ও 'নেতা'র এ মৌলিক পার্থক্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আরবীতে 'নেতা'র প্রকৃত প্রতিশব্দ কোন্‌টি? 'নেতা' বিষয়ের পর্যালোচনায় জনাব মাটিপ্রণেতা।

আরবীতে 'নেতা'র প্রকৃত প্রতিশব্দ কোন্‌টি?

'নেতা' বিষয়ের পর্যালোচনায় মাটি প্রণেতা সাহেব লিখেছেন; "নেতা শব্দের আরবীতে সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে ইমাম (اِمَامٌ) ও সাইয়্যেদ (سَيّدُ) এবং উর্দূতে সরদার (سردار)। এ জন্য রসূলকে ইমামুল আম্বিয়া অর্থাৎ 'নবীদের নেতা' এবং সাইয়্যেদুল আলম অর্থাৎ 'বিশ্বনেতা' বলা হয়।"

আরবী **سَيّد** শব্দের বাংলায় একমাত্র প্রতিশব্দ যদি 'নেতা'ই হয়ে থাকে তাহলে 'দারমী' শরীফ থেকে উদ্ধৃত মিশকাত শরীফ **باب الاعتصام بالكتاب والسنة** দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৯নং পৃষ্ঠায় হযরত রাবী'আহ্ আলজূসী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে পাকের শেষের নির্বাচিত অংশটি পড়ুন। এরশাদ হচ্ছে-

... سيّدبنٰى دارًا فصنع فيها مأدبة وارسل داعيا فمن اجاب الداعى دخل الدار واكل من المادبة ورضى عنه السيدُ ـ ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المادبة وسخط عليه السيّد ـ

"এক মহামর্যাদাবান 'সাইয়্যেদ' একটি ঘর তৈরি করলেন এবং তাতে এক বিশাল দস্তরখানা পেতে দিলেন আর একজন আহবানকারী পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর যারা আহবানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তারাই ঘরে প্রবেশ করতে পেরেছে এবং দস্তরখানা থেকে খাওয়ার সুযোগ পেয়েছে আর 'সাইয়্যেদ' তাদের উপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা আহবানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়নি তারা ঘরেও ঢুকতে পারেনি, দস্তরখানা থেকে খেতেও পারেনি

উপরন্ত ‘সাইয়্যেদ’ তাদের প্রতি খুবই নারাজ হয়েছেন।’’

এ পর্যন্ত سَيِّـــد (সাইয়্যেদ) শব্দটি তিনবার উচ্চারিত হয়েছে। বলুন তো কে এ সাইয়্যেদ? যিনি ঘর তৈরি করলেন, দাওয়াত কবুল করে ভেতরে গিয়ে খেতে পারলে তার প্রতি সন্তুষ্টির লোভ আর দাওয়াত গ্রহণ না করে বাইরে অবস্থানকারীদের উপর অসন্তুষ্টির ভয় দেখাচ্ছেন ‘সাইয়্যেদ’ নামের আড়ালে তাঁর পরিচয় কী? আসুন সরাসরি হাদীসে পাকের এবারত থেকে এর জবাব পেয়ে যাচ্ছি:

قال فالله السيّد ومحمد الدّاعيُ والدار الاسلام والمادبة الـجنّة

অর্থাৎ ‘‘ঘরের প্রস্তুতকারী মালিক ‘সাইয়্যেদ হচ্ছেন স্বয়ং ‘আল্লাহ্’ এবং আহবানকারী হচ্ছেন ‘মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর ঘর মানে ইসলাম এবং দস্তরখানা বলতে ‘জান্নাত’ বোঝানো হয়েছে।’’

দেখতেই পেলেন سيّـــــد (সাইয়্যেদ) শব্দটি মহান আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের শানেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন ধরে নিই ‘সাইয়্যেদ’ মানে নেতা। প্রশ্ন হবে কাদের নেতা? উত্তর সোজা! যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা خَـالِقُ الْخَلق كلّه (সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা) مَـالكُ الْـخَـلق كلّه (সমগ্র সৃষ্টির মালিক)। অতএব, তিনি سَيِّدُ الْخَلْق كلّه মানে মাটি প্রণেতাদের মতে সমগ্র সৃষ্টির নেতা (নাউযুবিল্লাহ্)।

মহান আল্লাহর শানে ব্যবহৃত سيّـــد সাইয়্যেদ বাংলা শব্দটির অনুবাদে কখনও ‘নেতা’ ব্যবহার করা যাবে না। তাই মহান আল্লাহ্ পাকের শানে যেখানেই ‘সাইয়্যেদ’ ব্যবহার হবে সেখানেই এর অর্থ হবে ‘মালিক’ ক্বা-দির ইত্যাদি।

তদ্রুপ রসূলে মুকার্‌রাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র শানে ব্যবহৃত ‘সাইয়্যেদ’ শব্দের অর্থ হবে ‘اَفْضَلٌ’ (সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম)। এর অর্থ ‘নেতা’ করা যাবে না। কারণ ব্যবহারিকভাবে ‘নেতা’ শব্দটি ‘রসূল’ শব্দটির সমমানের তো নয়ই, কাছাকাছিও নয়। এমন কি রসূলের শানে ‘নেতা’ শব্দের প্রয়োগ ‘‘ইস্তখফাফে শানে রিসালাত’’-এর পর্যায়ে পড়ে। শরীয়তের বিধান কি? তা একটু পরেই উল্লেখ করছি।

আলোচ্য বিষয়ে ‘নেতা’র আরবী প্রতিশব্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরবীতে سيادت এর মত قيادت, امامت, امارت, مملكت, سلطنت, ও حكومت ইত্যাদি শব্দাবলী দ্বারাও নেতৃত্ব দেয়া, নেতা হওয়া তথা বাদশাহী করা বা বাদশা হওয়া ইত্যাদি অর্থ জ্ঞাপন করে। পবিত্র কোরআনে হাকীমে اطاعت الله ও اطاعت الرسول এর পরে হুবহু সে মাপকাঠিতেই তিন নাম্বারে যার ইতা‘আত বা আনুগত্য করতে বলা হয়েছে তার নাম রেখেছে اُولُو

الْأَمْـــرِ। এখান থেকেই যথাযথ রসূলে মক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত নীতিমালার আলোকে তথা ‘খিলাফত ’আলা মিনহাজিন্ নুবূওয়্যত’ এর বদৌলতে হযরাতে খুলাফায়ে রাশেদা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম’র শেষ তিন জনই اَمِيْـرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (আমীরুল মুমিনীন) হিসেবে আখ্যায়িত হন। একমাত্র সরাসরি হুজূরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মনোনীত বলেই সাইয়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীকে আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ‘খলীফাতুর্ রসূল’ বা ‘খলীফাতুল মুসলিমীন’ নামে অভিহিত ছিলেন।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মহান আল্লাহর প্রিয়তম রসূল, আখেরী পয়গম্বর হুজূর মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে ‘সাইয়্যেদ’, ‘ক্বায়েদ’, ‘ইমাম’, ‘আমীর’, ‘শাহেন্‌শাহ্’, ‘সুলতান’, ‘হাকেম’, ‘মুসল্লী’, ‘হাজ্বী’, ‘গাযী’, ‘শহীদ’, ‘বীর’, ‘মুজাহীদ’, ‘আল্লামা’, ‘মাওলানা’ ইত্যাদি সবই ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। কিন্তু উম্মতে মুসলিমাহ্ শুরু থেকে অদ্যাবধি মহান স্রষ্টার দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা ও রসূল হিসেবে মকবূল এ সত্ত্বার শানে পাইকারীভাবে এ পরিচয়গুলো যুক্ত করেনি আর প্রয়োজনও মনে করেনি দু’টো কারণে।

তার একটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর প্রিয়তম হাবীবকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত ও অভিধায় সিক্ত করেছেন তন্মধ্যে একটা বিশেষণকেই সব জায়গায় প্রাধান্য দিয়েছেন, তা হচ্ছে তাঁর রিসালাত মানে ‘রসূল’ হওয়া। যেমন এরশাদ ফরমাচ্ছেন:

وَمَا مُحَمَّد اِلَّا رَسُوْل

আর মুহাম্মদতো একজন মহামর্যাদাবান রসূলই। -(৩ : ১৪৪)

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسَكُمْ

‘‘নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদেরই সর্বোত্তম বংশে এক মর্যাদাবান রসূল তাশরীফ এনেছেন।’’ -(৯ : ১২৮)

وَكَـذَالِكَ جَـعَـلْـنٰـكُـمْ اُمَّةً وَّسَـطًـا لِتَـكُـوْنُـوْا شُهَـدَآءَ عَـلَـى النَّاسِ وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

‘এমনিভাবে তোমাদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত করেছি যে, তোমরা হবে সকল মানুষের সাক্ষি আর রসূল সাক্ষ্যদাতা হবেন তোমাদের জন্য।’ (২ : ১৪৩)

...الا لِـنـعـلـمَ مـن يتبـع الـرسُوْل مـمـن ينـقـلـب عـلـى عـقبيـه.

ক্বেবলা পরিবর্তন তো এজন্যই যে, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় কারা রসূলের আনুগত্য করে আর কারা পিটটান দেয়।’’

يَـــاَيُّهَـــا الَّـــذِيْــنَ اٰمَـنُــوْٓا اَطِيْـعُــوا الـلّـٰــهَ وَاَطِيْـعُــوا الـرَّسُــوْل
হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর এবং নির্দেশ মান্য কর রসূলের। -(৪:৫৯)

مَنْ يَّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَا عَ اللّٰه
কেউ রসূলের আনুগত্য করলে সেতো আল্লাহরই আনুগত্য করল। -(৪ : ৮০)

وَمَنْ يَّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْل فَاُوْلٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِم...
কেউ আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্য করলে সে (পরকালে) অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সঙ্গী হবে। -(৪ : ৬৯)

وَمَا اَرْسَلْنَا من رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيطا ع بِاِذْنِ اللّٰه
রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর হুকুমে তাঁরই আনুগত্য করা। -(৪ : ৬৪)

تَعَالَوْا اِلٰى مَااَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْل
(মানুষের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার দিকে এবং রসূলের দিকে এসো।

...فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا
রসূল'র শাফা'আতই মহান আল্লাহর দরবার হতে ক্ষমা প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত। -(৪:৬৪)

مَا كَانَ مُحَمَّد اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتم النَّبِيّٖنَ
মুহাম্মদ তোমাদের মাঝে কোন পুরুষের পিতা নন, তিনি তো আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। -(৩৩:৪০)

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ...
চলমান সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করতে সঠিক পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন। -(৪৮ : ২৮)

সর্বোপরি, তাওহীদ ও রিসালাতের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ঘোষণা সম্বলিত আমাদের ঈমানের প্রধান ও প্রথম বাণী কালেমা -ই তাওহীদ তথা কালেমা-ই ত্বাইয়্যিবাহ্'র অবিচ্ছেদ্য অংশ যা পবিত্র কোরআন থেকেই উৎসরিত, তা হচ্ছে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল (খোদায়ী ঘোষণা এটাই)। -(৪৮:২৯)

রসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশে ঘোষণা করলেন, قُلْ يَـآيُّهَـا الـنَّـاس اِنِّـىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (ঘোষণা করে দিন "হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল") সামগ্রিক ক্ষেত্রে জীবনকে সুন্দর এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী

গড়তে নিখুঁত-নির্ভুল ও একটি সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক হিসেবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত বিশ্ববাসী খোদা প্রেমিকদেরকে জানিয়ে দিলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌلِمَنْ كَانَ
يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ وذكر اللّٰهَ كَثِيْرًا

"তোমাদের মাঝে যাদের অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেরণা ও আখিরাতের ভয় আছে এবং আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ করে তাদের জন্য জীবনের সর্ব বিষয়ে রয়েছে আল্লাহর রসূলের মাঝেই উত্তম আদর্শ।"

আশা করি, সত্যান্বেষীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। উল্লিখিত পনেরটি আয়াতে কারীমাহ তিলাওয়াত করে বুঝতেই পেরেছেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ তাঁর প্রিয়তম হাবীবে কিবরিয়াকে কোথাও সাইয়্যেদ, ইমাম, আমীর, সুলতান, মালিক (বাদশাহ্) ইত্যাদি কিছুই বলেন্নি। অথচ তাঁর মাঝে সবই আছে। হ্যাঁ, সবগুলো বৈশিষ্ট্য 'রসূল' সিফাতের মাঝেই নিহিত। তাই রসূল বলার এবং মানার পর অন্য কিছু বলার প্রয়োজন পড়েনা। জনৈক উর্দূভাষী কবি বলেছেন,

بوریا ممنون خواب راحتش - تاج کسری زیر پائے امتش

ভাঙ্গা চাটাইতে বসে যিনি জীবন কাটিয়েছেন,
তাঁরই উম্মতের পদতলে দুনিয়ার রাজাধিরাজগণ।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে পবিত্র কোরআনে হাকীমের দর্শন মতে এমন কোন শব্দ রসূলের শানে ব্যবহার করা যাবেনা যা আভিধানিক কিম্বা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণে একাধিক অর্থ বোঝায়; যদ্দরুণ কপট, গোস্তাখ ও দুশমনে রসূলগণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে শানে রিসালাতের প্রতি কটাক্ষ করে আঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে। এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে পবিত্র কালামে মজীদের সূরা বাক্বারাহ্ শরীফের ১০৪ নম্বর আয়াতে পাক পর্যালোচনা করে দেখি।

মহান আল্লাহর প্রিয়তম রসূল প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য مِـنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ অর্থাৎ মানুষের প্রাণের চাইতেও প্রিয় عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ অর্থাৎ তোমাদের সকল বিপদ(-এর খবর) অবগত তথা বিচার দিনে পাপী-তাপী উম্মতের দায়ভার বহনকারী, যেমন হাদীসে পাকে এসেছে شَـفَــاعَتِـىْ لِاَهْـلِ الْـكَـبَـآئِرِ مِنْ اُمَّتِىْ অর্থাৎ "আমার শাফা'আত উম্মতের অত্যাধিক পাপীদের নাজাতের জন্য"। আশেকে রসূল আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বারেগাহে রিসালাতে আর্জি পেশ করছেন,

সকল পাপীতাপীর করুণদৃষ্টি আপনার অপার করুণা সিন্ধুর দিকেই নিবদ্ধিত। মানে একজন নিষ্কলুষ সত্ত্বার উপর জগতের মুক্তি নির্ভর করছে।

تیرے ھی دامن پہ ہر عاصی کی پڑی ہے نظر- ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے

"(হে করুণার ছবি!) আমিও কি? এবং আমার পাপরাশির বাস্তবতাও কত? আমার মত কোটি কোটি পাপিষ্টের মুক্তির জন্য আপনার সামান্য ইঙ্গিতও যথেষ্ট।"

মাওলানা সিদ্দিক আহমদ আযাদ বলেছেন:

ایک میں کیا مری عصیاں کی حقیقت کتنی+ مجھ سا سولاکھ کو کافی ہے اشارا
حشر میں جب نہ ہو کوئی کسیکا - تو ہونگے مصطفیٰ اس دم سبھی کا

হাশরের দিন যখন কেউ কারো হবেনা, তখন রসূলই হবেন সকল গুনাহ্গারের শাফা'আতকারী।

কারণ রসূল হচ্ছেন بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْم অর্থাৎ "মুমিনদের জন্য অতি মেহেরবাণ, দয়ালু।"

তাইতো রসূল মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে বিশেষ করে উম্মতের নাজাতের ও কল্যাণে মহান আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের বাণী অহর্নিশ শুনিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমান مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ (আমি আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য) فَاِنَّمَا يَسَّرنهُ بِلِسَانِكَ (আমি তো আপনার যবানে পাকেই এ কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি)।

এতদসঙ্গেও রসূল হচ্ছেন 'জামেউল কালিম'। নবীজী এরশাদ ফরমান بُعِثْتُ بِجَوَامِعُ الْكَلِم অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কথায় অনেক কিছু বলার মত ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ্ পাক আমাকে প্রেরণ করেছেন। অতএব, মাঝে মধ্যে মাসআলাহ্ বোধগম্য না হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সাথে একটি ভদ্রতাজ্ঞাপক শব্দ দিয়ে রসূলে মুকাররম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাললাম'র সুদৃষ্টি কামনা করতেন। তা হচ্ছে رَاعِنَا (রা-'এনা-) ইয়া রসূলাল্লাহ্!

আরবী رعى মূল অক্ষরে مراعاة ক্রিয়ামূল থেকে এ শব্দের অর্থ, অন্যকে রক্ষণাবেক্ষণ করা বা দেখাশুনা করা। হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে আলোচনার সময় এ শব্দ ব্যবহার

করতেন। অর্থ হচ্ছে, 'আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন, দয়াদৃষ্টি দিন।' অন্যদিকে এ একই শব্দটি ইহুদীদের ভাষায় ভর্ৎসনা ও মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হত। যেমন رعونة থেকে নির্গত অর্থে, 'হে বোকা' কিম্বা ঈষৎ বিকৃত উচ্চারণ করে رَاعِيْنَا একটা ى অক্ষর মাঝখানে যুক্ত করে বলত। যার অর্থ, 'হে রাখাল বা নিকৃষ্টব্যক্তি'। এক কথায় মুমিনগণকে রসূলের দরবারে এ শব্দ বলতে দেখে তারাও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে এ শব্দটা ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা আর মজা করত। তাদের এদুষ্ট চরিত্রের কথা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবেই-

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِم عن مواضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسمع وَرَاعِنَايًّا بِالسنتهم وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ-

"ইহুদীরা কথাগুলোর অর্থ বিকৃত করে এবং বলে, আমরা শোনলাম তবে মানলামনা। (আর অন্যকেও কটুবুদ্ধি দেয়, তোমরাও) শোন না শোনার মত এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্যের সূরে প্রিয়তম রসূলকে সম্বোধন করে বলে রা-ঈনা" (মানে رَاعِنَاকে বিকৃত করে رَاعِيْنَا বলত)।৪:৪৬

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মুমিনগণকে এ শব্দ পরিত্যাগ করে তদস্থলে পরিষ্কার অর্থবোধক اُنْظُرْنَا (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) শব্দটি ব্যবহার করার নির্দেশ দান করলেন। সাথে অতীব গুরুত্বসহকারে দু'টো সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। বললেন, দেখ, রসূলের বাণীগুলো এমন গভীর মনযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা কর যাতে اُنْظُرْنَا বলেও পূণর্বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রসূলকে কষ্ট দিতে না হয়। এটাও আয়াতের শেষে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, যে কেউ এ ধরনের অস্পষ্ট এবং বিপরীত, সম্মানহানিজনক অর্থবোধক শব্দ এ নিষেধাজ্ঞার পর যেকোন সময় ব্যবহার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। এবার সে মহাগুরুত্ববহ আয়াতে করিমাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اُنْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْم "হে মুমিনগণ! তোমরা রা-'ইনা- বলা পরিত্যাগ কর (যাতে কপট-মুনাফিক, দুষমন ও বেআদবরা সুযোগ না পায়) বরং (প্রয়োজনে) উনযুরনা- বল। হ্যা (রসূল যা বলেন) মনযোগ দিয়ে শোন (এবং এও জেনে রেখো যে) কাফির (অমান্যকারী)দের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'নেতা' শব্দের ব্যবহারিক স্তর এবং উপরের বিস্তারিত আলোচনায় বোঝা গেল বর্তমানে 'নেতা' শব্দটিও رَاعِنَا শব্দের পর্যায়ভুক্ত।

সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত বিনয়, আদব ও নেকনিয়্যতে রসূলে পাকের দরবারে এ শব্দটি উচ্চারণ করলেও ইহুদী-গোস্তাখদের কপটতাপূর্ণ আচরণে নবীজীর শানে এ শব্দের ব্যবহার কেবল নিষিদ্ধই হয়নি বরং কুফরী আচরণ আখ্যা দেয়া হয়েছে। তদ্রুপ এ নেতা শব্দটিও নিষিদ্ধ এবং কুফরী আচরণ বলে সাব্যস্ত করা হবে।

কারণ, 'নেতা' সত্যিকার অর্থে সামাজিক সামগ্রিকভাবে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে বোঝায় না। মানব জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষণে সার্বিকভাবে নেতার সম্পৃক্ততা নেই। তাই এক ধরনের সঙ্কীর্ণতার গন্ধ রয়েছে নেতার মাঝে। অতএব রসূলের সাথে এর ব্যবহার رَاعِنَا র চেয়েও মারাত্মক।

ওই মাটি প্রণেতাদের মন্তব্য "রসুলকে নেতা বলে অনুসরণের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক অঙ্গনেও তিনি অনুসরণযোগ্য এ কথা বুঝা গেছে। 'রসূল', 'সাইয়্যেদ', 'ইমাম' ইত্যাদি দ্বারা কেবল ধর্মীয় অঙ্গনই বুঝায়।"

এতে করে তারা একদিকে 'রিসালাতের' বিশালত্বকে ইনকার করেছে। অন্যদিকে ধর্মীয় অঙ্গন আর রাজনৈতিক অঙ্গন ভাগ করে তথা রাজনৈতিক অঙ্গনকে ধর্ম থেকে পৃথক করে দ্বীন ইসলামের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছে; যা সুস্পষ্ট কুফরী। অথচ 'নেতা' শব্দের মাঝে সীমিত ও সীমাবদ্ধতা বিরাজমান; এক নেতা অন্য নেতার অধীনস্ত। আর আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির রসূল; মর্যাদায় আল্লাহর পরই যাঁর স্থান। অতএব দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, যারা কান্ডজ্ঞানহীন সঙ্কীর্ণমনা শুধুমাত্র তারাই 'তানকীসে শানে রিসালাত হয়' এমন সঙ্কীর্ণ শব্দ 'রসূল'র জন্য ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে।

সূরা নূর শরীফের ৬৩ নম্বর আয়াতে করিমাহ্ যাকে আলোচ্য বিষয়ে 'ক্বওলে ফয়সল' মানে যথার্থ মানদন্ড হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে-

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ, "রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ওই লেখক তাফসীরে ইবনে কসীর আবিস্ সঊদ ও জামেউল বয়ান এর তিনটি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। তবে উদ্ধৃতিগুলো পেশ করার পূর্বে সুন্দরভাবে এর একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন। আমরাও উদ্ধৃতাংশগুলো যাচাই করার পূর্বে সারসংক্ষেপটি পেশ করে আহলে সুন্নাত

ওয়াল জামা'আতের পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করছি। বিবেকবানরা এর উত্তর খুঁজে নিন। তিনি লিখেন, "উক্ত আয়াতের কয়েক ধরনের তাফসীর পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরফ থেকে মুসলমানদের ডাকা আয়াতের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ডাকেন তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকের মত মনে করনা যে, সাড়া দেয়া না দেয়া ইচ্ছাধীন। বরং তখন সাড়া দেয়া ফরজ হয়ে যায় এবং অনুমতি ব্যতিরেকে চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনা ধারার সাথে এ তাফসীর অধিক সামঞ্জস্য।

দ্বিতীয়ত: মানুষের তরফ থেকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা। এই তাফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যখন রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন প্রয়োজনে আহ্বান কর অথবা সম্বোধন কর তখন সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁর নাম নিয়ে 'হে মুহাম্মদ' 'হে কাসেমের পিতা', 'হে চাচা', 'হে ভাতিজা' ইত্যাদি বলবে না; এটা বেআদবী। বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা অত্যন্ত বিনয়-নম্রতার সাথে 'হে রসূল', অথবা 'হে আল্লাহর হাবীব' বলবে।

তৃতীয়ত: তোমরা রসূলের দো'আকে তোমাদের সাধারণের দো'আর ন্যায় কবূল হওয়ার নিশ্চয়তাহীন মনে করো না। তাঁর দো'আ অবশ্যই আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত।"

উফ্ জ্বল গেয়া ঘর, ঘরকে চেরাগোঁসে হামারে

মাটি প্রণেতার (!) মুখে একটি প্রকৃত সত্যের এমন অকপট স্বীকারোক্তি দেখে আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল, আযাদ সাহেবের 'আঁছু কা দরিয়া'য় লিখা উক্ত ছত্রটি। তিনি রসূলে আকরম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে অতীব বিনয়ের সাথে আরজ করেছিলেন-

اُف جل گیا گھر گھر کے چراغوں سے ہمارے
شکوہ نہ کسی سے ہم نے تمہیں رُسوا کیا اے شاہ مدینہ

"হে মদীনার সম্রাট! অভিযোগ কার বিরুদ্ধে করব? আমরাই তো আপনাকে অপমান করেছি। আমাদের ঘরের চেরাগের আগুন লেগেই ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

আদ্যোপান্ত ৪০ পৃষ্ঠার চটি পুস্তিকাটিতে মাওলানা (?) সাহেব চেয়েছিলেন

একটা অবাস্তব ও নির্ভেজাল অসত্যকে বাস্তব বলে প্রমাণ করতে ও সত্যের বানানো পোশাক পরাতে। তা হচ্ছে- "রসূল আমাদের মত একজন মানুষ, বরং মুহাম্মদ (সঃ) অন্যান্য সকল মানুষের মত একজন মানুষ।" -(মাটি, পৃষ্ঠা ১০) কিন্তু হায়! বিধি বাম **اَلْحَقُّ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى** "সত্যের জয় সুনিশ্চিত।" তার লিখা তিনটি বক্তব্যের প্রত্যেকটিতে একটি বিশেষ শব্দের প্রতি আপনাদের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরপর তিনটি বক্তব্যে যে শব্দটি প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে:

১. রসূল (সঃ) যখন ডাকেন তখন একে **সাধারণ মানুষের** ডাকের মত মনে কর না।
২. রসূলকে যখন আহ্বান-সম্বোধন কর তখন **সাধারণ মানুষের** ন্যায় তাঁর নাম নিয়ে...এটা বেআদবী।
৩. রসূলের দোয়াকে তোমাদের **সাধারণ** দোয়ার ন্যায়...।

প্রতীয়মান হল 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে মানুষ', কিন্তু সাধারণ মানুষের মত নয়। তাই তো রসূলের ডাকে সাড়া দেয়া ফরজ। রসূলকে যেন- তেনভাবে ডাকা যাবে না। রসূলের দো'আ মহান আল্লাহর দরবারে নিঃসন্দেহে কবুল।

এখন বুকে হাত রেখে বলুন 'নেতা'র মর্যাদা কতটুকু? 'নেতা' কি 'রসূল' এর মত অসাধারণ কেউ? নাকি সাধারণ মানুষের পর্যায়ের। 'নেতা'র ডাকে সাড়া দেয়া কি রসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার মতই ফরজ? 'নেতা'কে নাম ধরে কিম্বা অমুকের বাবা বলে ডাকলে কি বেআদবী হয়? রসূলের সাথে বেআদবী করলে তো ঈমানহারা হয়ে যায় এবং ইহ-পরকালে মালঊন মানে অভিশপ্ত হিসেবে গণ্য হয়। নেতার সাথে বেআদবী করলেও কি একই হুকুম? রসূলের প্রার্থনা মহান আল্লাহর দরবারে নির্ঘাত কবুল অথচ সাধারণ মানুষের দো'আর কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন 'নেতা' সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্ত কিনা? বাস্তবতা তো সেটাই বলে, 'নেতা'র দো'আর কোন নিশ্চয়তা নেই। তাহলে, রসূলকে নেতা বলার অর্থই হচ্ছে তাঁকে সাধারণ্যে গণ্য করা যা 'তানকীসে শানে রিসালাত' ইস্তিখ্ফাফে শানে নুবূওয়্যত অর্থাৎ রসূলের সাথে বেআদবী হওয়ার কারণে সুস্পষ্ট কুফরী। এবার 'মাটি প্রণেতার' পেশকৃত তাফসীরের তিনটি উদ্ধৃতি আরবী এবারত ও বাংলা অনুবাদসহ হুবহু তুলে ধরছি :

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءِ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض

كَانُوا يَقُوْلُوْنَ يَامُحَمَّدُ يَا اَبَاالْقَاسِمُ فنهَاهُم اللّٰه عَزَّوَجَلّ عَنْ ذَالِك اعظَامًا لِنَبِيِّهٖ صلى الله عليه وسلم قَال فَقُوْلُوْا يَانَبِيَّ اللّٰه يَارَسُوْلَ اللّٰه ـ وهٰكَذَا قَالَ مُجَاهد و سَعِيْد بْنُ جُبَيْرٍ ...اى لَا تعتقدوا ان دعائهٗ على غيْرِهٖ كدعاء غيره فان دعائه مستجاب ـ فاحذروا ان يدعو عليكم فتهلكوا (ابن كثير، ج ٣، ص ٣٠٦ - ٣٠٧)

অনুবাদ: ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত প্রথমে মুসলমানরা 'হে মুহাম্মদ', 'হে কাসেমের পিতা' বলে সম্বোধন করতেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর নবীর সম্মানের জন্য এভাবে সম্বোধন করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং 'হে আল্লাহর নবী', 'হে আল্লাহর রসূল' ইত্যাদি সম্মানসূচক উপাধির মাধ্যমে আহ্বান করার কথা বলেছেন। মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন, তোমরা কারো প্রতি আল্লাহর নবীর দো'আকে অন্য কারো দো'আর ন্যায় গণ্য করোনা, কেননা তাঁর দো'আ আল্লাহর দরবারে অবশ্যই গৃহীত হয়।*

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اى لا تقيسوا دعآءهٗ عليه الصلواة والسلام اياكم على دعاء بعضكم بعضا فى حال من الاحوال وامر من الامور التى من جملتها المساهلة فيه والرجوع عن مجلسه عليه الصلوٰة والسلام بغير استئذان فان ذالك من المحرمات وقيل لاتجعلوا دعاء ربه كدعاء صغيركم كبيركم يجيبه مرة ويرده اخرٰى فان دعائه مستجاب لامرد له عند الله عزوجل ـ وقيل لاتجعلوا ندائهٗ كندآء بعضكم بعضا باسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل يارسول الله يانبى الله مع غاية التوقير والتفخيم والتواضع (ابى السعود، الجزء الرابع، صفحة ٧٦

অনুবাদ : তোমরা রসূলের আহ্বানকে সর্বাবস্থায় ও সর্বকাজে তোমাদের পরস্পরের আহ্বানের মত মনে করো না এবং তাঁর মজলিশ থেকে বিনা অনুমতিতে প্রত্যাবর্তন করা হারাম। কেউ বলেছেন যে, তোমরা রসূলের দো'আকে তোমাদের মধ্য থেকে বড়-ছোটদের দো'আর মত মনে করো না যে কখনও কবুল হয় কখনও কবুল হয় না। বরং তাঁর দো'আ আল্লাহর নিকট অবশ্যই গৃহীত হয়।

* ইবনে কাসীর, ৩য় অংশ, পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭

কেউ বলেছেন যে, তোমরা রসূলকে এভাবে আহ্বান করো না যেভাবে তোমরা পরস্পরকে ঘরের বাহির থেকে নাম নিয়ে উচ্চস্বরে আহ্বান করে থাক। বরং সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং অত্যন্ত ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে 'হে আল্লাহর রসূল', 'হে আল্লাহর নবী' ইত্যাদি মর্যাদাপূর্ণ উপাধির মাধ্যমে আহ্বান করবে।*

عن ابن عباسؓ قوله لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دعوة الرسول عليكم موجبة فاحذروها وقال احزون بل ذالک نهى من الله ان يدعوا رسول الله ﷺ بغلظ وجفآء وامرلهم ان يدعوه بلين وتواضع عن قتادة فى قوله لاتجعلوا... قال امرهم ان يفخموه ويشرفوه (جامع البيان، الجزء الثامن عشر، صفحه ١٣٤)

অনুবাদ : ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রসূলের বদ্-দো'আ অবশ্যই গৃহীত, তাই তোমরা তাঁর বদ্-দো'আকে ভয় কর। অন্যরা বলেছেন যে, এ আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠিন ভাষায় আহ্বান করতে নিষেধ করা হয়েছে। নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে আহ্বান করার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে রসূলকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান করেছেন।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে 'মাটি প্রণেতা'র সিদ্ধান্তগুলো প্রত্যক্ষ করুন এবং বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করুন। তিনি লিখেছেন: ''উপরোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, পবিত্র ক্বোরআনের ওই আয়াতে নবীকে 'নেতা' বলতে নিষেধ করা হয়নি।''

সুপ্রিয় পাঠক! নিষেধতো করা হয়নি, কিন্তু অনুমতি দেয়া হল কোথায়? বরং কিভাবে ডাকবে সেটা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এয়া রসূলাল্লাহ্, এয়া নবীয়্যাল্লাহ্, ইয়া হাবীবাল্লাহ্, বলে ডেকো। এয়া সায়্যিদানা, এয়া ইমামানা, ইয়া আমীরানা বলে ডাকার কথা তো বলেনি। আর নেতা বলার অনুমতি তো থাকতেই পারে না। তিনি লিখেছেন ''বরং যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হল রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সম্মান-সম্ভ্রমের পরিপন্থী কিংবা যদ্দারা তিনি ব্যথিত হন তা থেকে বিরত থাকা।''

* আবিস্ সাউদ, ৪র্থ অংশ, ৭৬পৃ.

আমরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছি যে, 'নেতা' শব্দটি ব্যবহারিক এবং বাস্তবতার দিক থেকে এ পর্যায়ের নয়, যা সম্মান ও সম্ভ্রমের মাপকাঠিতে 'রসূলের' জন্য ব্যবহার করা যায়। তাই তো রসূলকে কোথাও **اُوْلُــو الْاَمْــر** বলা হয়নি এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে **اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ** (আমীরুল মুমিনীন) **اِمَامُ الْمُسْلِمِيْن** (ইমামুল মুসলিমীন) বলে অভিহিত করেনি। কারণ এটাতো রসূলের আদর্শে জীবন গঠন করে যারা সেই মাপকাঠিতে সমাজ পরিচালনা করে সে সকল ভাগ্যবান উম্মতের উপাধী। এখানে যে বিষয়টি সর্বাধিক স্মরণযোগ্য তা হচ্ছে রাতের ঘুম হারাম করে যারা রসূলকে 'নেতা' বলে প্রমাণ করতে চায় এক দিকে তারা রিসালাতের গতিকে সঙ্কীর্ণতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রসূলের সম্মানকে মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন করেছে অন্যদিকে মহান আল্লাহ্র চিরন্তন এলমে আযলীকে করেছে প্রশ্নের সম্মুখীন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন ''রসূলাল্লাহ্র মাঝেই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।'' রাজনৈতিক অঙ্গন আর ধর্মীয় অঙ্গন কোন বিভক্তি নেই। ''রসূল' ধর্মীয় অঙ্গনে অনুসরণযোগ্য রাজনৈতিক অঙ্গনে নয়। এমন গাঁজাখোরী মন্তব্য কেউ কোন দিন করেনি। একটা অবাস্তব ও সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ ও অজুহাত সৃষ্টি করে এরা লিখেছে:

''প্রকৃত পক্ষে 'নেতা' শব্দটি ব্যবহার করার মাধ্যমে অনুসরণের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয়। কেননা দীর্ঘদিন থেকে রসূলের ব্যাপারে ইমাম, সাইয়্যেদ, সর্দার ইত্যাদি আরবী-উর্দূ শব্দ ব্যবহার করার কারণে মানুষের মধ্যে রসূলকে ধর্মীয় অঙ্গনে অনুসরণ করার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম বিরোধীরাও সুকৌশলে উক্ত ধারণা সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।''

এরা একবার বলেছে: ''ইমাম, সাইয়্যেদ, সর্দার ইত্যাদি আরবী-উর্দূ শব্দগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ 'নেতা'। দীর্ঘদিন এগুলোর ব্যবহার চলছে কেউ না জায়েয বলেনি। আমরা এখন রসূলকে 'নেতা' বলছি দোষের কী আছে?''

এবার বলছে ''আরবী-উর্দূ শব্দগুলো দ্বারা ধর্মীয় অঙ্গন বুঝাতো, তাই 'নেতা' ব্যবহার করে অনুসরণের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত করেছি। (আপনাদের একই অঙ্গে এত রূপ!) ইমাম, সাইয়্যেদ ও সর্দার অর্থ যদি 'নেতা'ই হয় তা হলে ওগুলো দ্বারা রাজনৈতিক অঙ্গন বুঝালোনা কেন? বাংলা ভাষায় নয় বলে।'' সত্যি করে বলুনতো ধর্মীয় অঙ্গনের বাইরে রাজনৈতিক অঙ্গন বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ইসলাম সমর্থন করে কিনা? রাজনীতি কি ধর্ম নয়? 'ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন

বিধান' এটাই যদি মুসলমানের দাবি এবং ঈমান হয় সেই পরিপূর্ণ বিধানের নমুনা এবং আদর্শ কি রসূল নন? তা হলে 'নেতা' নামে তাঁর পরিচয় দেবার প্রয়োজন কি? যারা রাজনৈতিক অঙ্গনকে ধর্মীয় আঙ্গিকে মানে না তারা ইসলামকে খণ্ডিত করার কারণে মুসলিম বলে গণ্য হতে পারে? এদের প্রতিহত করার নামে 'রসূল'কে 'নেতা' হিসেবে অভিহিত করার অর্থ পায়খানাকে প্রস্রাব দিয়ে ধৌত করার মতই। এতে পবিত্রতা অর্জিত হয়? নাকি অন্য কিছু। এ অন্য কিছুর নমুনা 'মাটি প্রণেতার' সর্বশেষ উক্তি থেকে অনুধাবন করুন।

খোদার উপর খোদ্দারী :

ইতিপূর্বে আমরা অনেকগুলো দলিল এ বিষয়ে পেশ করেছি যে 'রসূল' এর সঠিক ও যথার্থ পরিচয় 'রসূল'ই। আল্লাহ্ আমাদের সামনে তাঁর পরিচয় 'রসূল' হিসেবেই তুলে ধরেছেন, হুকুম দিয়েছেন তাঁকে যেন আমরা রসূল হিসেবেই মানি। সারা জীবনে আমাদের ঈমানও এটাই। অর্থাৎ ''মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল'' কবরে আমাদের প্রশ্ন করা হবে 'মান্ নাবীয়্যুকা' অর্থাৎ তোমার নবী তথা রসূলকে? অর্থাৎ তুমি কার মাধ্যমে 'দ্বীন ইসলাম' বা আল্লাহর বাণী ও বিধান পেয়েছো? এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমার 'নেতা'কে ছিল। কারণ 'নেতা'তো জীবনে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কে মেনেছি আর ছেড়েছি কিন্তু সর্বাবস্থায় রসূল মেনেছি এক জনই। এ ব্যাপারে পবিত্র ক্বোরআন স্পষ্টই বলেছে। এরশাদ হচ্ছে-

يَـاَيُّهَـا النَّـاسُ قَدْ جَآئَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায় তোমাদের প্রভুর নিকট হতে সত্য দ্বীন ও বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে 'রসূল' তাশরীফ এনেছেন। সুতরাংতোমরা তাঁকে রসূল হিসেবেই মেনে নাও। তোমাদের জন্য কল্যাণকর এটাই। আর যদি তাঁকে রসূল বলে স্বীকার না কর তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। যেহেতু তাঁর প্রেরণকারী আল্লাহ্তো আসমান ও যমীনের মালিক এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। -(৪:১৭০)

এত সুন্দর সাবলীল বর্ণনার পরেও 'মাটির লিখক' এবং 'নেতা' প্রবক্তারা খোদার উপর খোদ্দারী করতে গিয়ে 'নমরূদ'কেও একহাত পেছনে ফেলে দিয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম নমরূদের সামনে আল্লাহর

পরিচয় দিয়েছেন رَبِّيَ الَّـذِيْ يُـحْيِ وَيُمِيْتُ মানে আল্লাহ্ জীবন দেন ও মৃত্যু দেন। জবাবে নমরূদ বলেছে اَنَـا اُحْـيِ وَاُمِيْتُ অর্থাৎ আমিও তা করতে পারি, সে নিজেকে আল্লাহ্র সমান দাবি করেছিল। কিন্তু 'মাটি প্রবক্তারা' বলতে চায় ''হে আল্লাহ্! তুমি এবং তোমার কথা মত এতদিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা শুধুমাত্র রসূল হিসেবে মেনেছে এবং পরিচয় দিয়েছে এত দ্বারা রসূল এবং ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণাটি সৃষ্টি হয়নি। কারণ তাতে কেবল ধর্মনীতি বুঝায় রাজনীতি বুঝায় না। তোমরা তাঁকে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রেখেছিলে। আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'নেতা' হিসেবে পরিচয় দেয়ার মাধ্যমে সীমাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা করেছি।'' (নাঊযু বিল্লাহ্) বলা বাহুল্য 'মাটি প্রণেতার' পক্ষ হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে 'নেতা' হিসেবে না মানার কারণে স্বার্থান্বেষী, অদূরদর্শী, অপরিপক্ক ইত্যাদি অপবাদ সম্মানিত সুন্নী ওলামায়ে কেরামের উপর কখনও বর্তায় না। অশ্লীল মন্তব্য ও অপবাদ তিনি আল্লাহ্র বিরুদ্ধেই বকেছেন। কারণ একমাত্র আল্লাহ্ পাকই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'রসূল' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে রসূল হিসেবে মানতে হুকুম করেছেন এবং তাঁর মর্যদা-মান-সম্মান ও সম্ভ্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন সব শব্দ তাঁর শানে ব্যবহার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। 'নেতা' নামের দুর্গন্ধময় শব্দটিও রসূলের শানে নিষিদ্ধ শব্দাবলীর অন্তর্ভূক্ত। তাই সুন্নী ওলামায়ে কেরাম ওটা পরিহার করেন এবং করতে বলেন।

কোন ব্যক্তিরেষ, কূটকৌশল কিংবা প্ররোচনার শিকার সুন্নী ওলামায়ে কেরাম নন। এটা তাঁদের প্রতি আল্লাহর মেহেরবাণী যে, তাঁরা আসল-নকল এর পার্থক্য চিনতে এবং তুলে ধরতে পারেন। 'যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হ, য়ু'তীহি মাঁইয়াশা-উ'। ''ইন্নাদ্ দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম'' আর ''জামায়াতে ইসলামী'' এক নয়। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতই ইসলামের সঠিক রূপরেখা, ভ্রান্তিমুক্ত জান্নাতী দল।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বিশ্বমুসলিমকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে রসূলে মুকাররম্ নূরে মুজাস্সাম মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঠিক পরিচয় লাভ করে তাঁরই সুন্নাত মুতাবেক ব্যক্তিগত, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে নবীপ্রেমাপ্লুত জীবন যাপন করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের তাওফীক নসীব করুন। আ-মীন, বিহুরমাতি সাইয়িদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম।